পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1691, Saturday, August 01, 2026 FREE www.parichoy.com

শেখ হাসিনা ভারতে বসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবেন না

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে: লোকসভায় জানাল ভারত সরকার - ৫ম পাতায়

■ রাশিয়ায় ক্যানসারের টিকা প্রথম রোগীর শরীরে কার্যকরভাবে কাজ করছে - ৫ম পাতায়

■ ২০২০ সালের নির্বাচনে চীনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুললেন ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ট্রাম্পের কঠিন শর্ত, সৌদি আরব এখন কী করবে- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু প্রযুক্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হলে যে জটিলতা দেখা দেবে মধ্যপ্রাচ্যে -৭ম পাতায়

■ রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের -৮ম পাতায়

■ বাংলাদেশিদের জন্য স্থায়ী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ড, সর্বোচ্চ বন্ড ২০ হাজার ডলার -১১তম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রে বিমানবন্দরে বাড়ছে আইসের অভিযান, বাংলাদেশিসহ অভিবাসীদের যা জানা জরুরি -৯ম পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

'দ্রুত' একটি চুক্তি সম্পাদনের শর্তে ইরানে হামলার সিদ্ধান্ত আরো এতবড় বাতিল করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

সৌদির সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোটে কেন বাংলাদেশ?

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

MH Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে কি বললেন

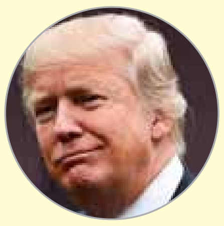

● গত ১৪ মাসে কোনো অবৈধ অভিবাসীই দক্ষিণ সীমান্ত (মেক্সিকো) দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেনি - নিজের প্রশাসনের অভিবাসন-সংক্রান্ত কঠোর পদক্ষেপগুলোর কথা তুলে ধরে **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● ইরান আগে ট্রাম্পের মতো প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হয়নি - ফক্স নিউজকে যুক্তরাষ্ট্রের **পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও**

● ফিফাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইনফান্তিনো ভুল ব্যক্তি - বিশ্বকাপসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অংশীদারিত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির ফিফার এক পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে **ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম**

● "আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এমন অনেক সম্পদ রয়েছে যা আমরা আমাদের ভাণ্ডার থেকে বের করে অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারি..."- জেফ বেজোসের প্রাক্তন স্ত্রী ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও দানশীল মহিলা **ম্যাকেঞ্জি স্কট**

● আমি দেখছি, কিছুই বদলায়নি। যারা ঘুষ খেত, তারা একইভাবে ঘুষ খাওয়ার ফন্দি-ফিকির করছে: গত ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠনের পর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে **মির্জা ফখরুল ইসলাম**

● দুবাইয়ের কারাগার থেকে শর্তসাপেক্ষে বেনজীরের (সাবেক আইজিপি) মুক্তি, জামিন বাতিলে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করছে ল'ফার্ম - **স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ**

● আঞ্চলিক শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় সৌদি নেতৃত্বাধীন সামুদ্রিক জোটে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ - বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **শামা ওবায়েদ ইসলাম**

● বাংলাদেশ থেকে আসা সংখ্যালঘুরা অনুপ্রবেশকারী নন, 'শরণার্থী': পশ্চিমবঙ্গের **মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী**

সৌদির সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোটে কেন বাংলাদেশ?

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি ঢাকা সফর করে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত ও ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এছাড়াও রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শনে যান সার্জিও গোর। যাওয়ার আগে কী বার্তা দিয়ে গেলেন তিনি? অন্যদিকে, সৌদির সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোটে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে কেন এই যোগ দেওয়া? এসব নিয়ে টিবিএসের জিরো-সাম গেম্স অনুষ্ঠানে সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে কথা বলেছেন দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বা "টিবিএস"-এর নির্বাহী সম্পাদক শাখাওয়াত লিটন।

ঢাকা সফরকালে সার্জিও গোর বলেছেন ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের কথাও বলেছেন। এর পেছনের আরও কোনো বার্তা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনা ভারতে বসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবেন না

লোকসভায় মোদি সরকার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের মাটি ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার।

গত বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই লোকসভায় উত্থাপিত পার্লামেন্টের পররাষ্ট্রবিষয়ক স্থায়ী কমিটির নবম প্রতিবেদনের জবাবে ভারত সরকার তাদের এ অবস্থান তুলে ধরে।

ভারতীয় কংগ্রেসের সংসদ সদস্য শশী থারুরের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে আসা সংখ্যালঘুরা অনুপ্রবেশকারী নন, 'শরণার্থী'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অনুপ্রবেশকারী নন, বরং তারা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর অধীনে শরণার্থী হিসেবে গণ্য হবেন বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সাথে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেখভালের কোনো দায়িত্ব ভারতের নয় এবং আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

গত শনিবার পশ্চিমবঙ্গে পনেরো দিনব্যাপী আদমশুমারির ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধাননগরে বক্তব্য দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

অনুপ্রবেশকারী এবং শরণার্থীদের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য টেনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ অনুপ্রবেশকারী নন, বরং তারা শরণার্থী।

তিনি বলেন, ভারত সরকারের ২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়মগুলো স্পষ্ট। ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে বা প্রাণ বাঁচাতে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যারা এই দেশে এসেছেন, এমন কোনো শরণার্থীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না এবং পুলিশও তাদের কোনোভাবে হয়রানি করতে পারবে না।

সীমান্ত নিরাপত্তা ও অবৈধভাবে সীমানা পার হওয়াদের নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা এই রাজ্যে বা এই দেশে থাকতে পারবে না। নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের চিহ্নিত করে যথাযথ সতর্কতার সাথে ফেরত পাঠানো হচ্ছে এবং *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়ায় ক্যানসারের টিকা প্রথম রোগীর শরীরে কার্যকরভাবে কাজ করছে

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ায় উদ্ভাবিত ক্যানসারের টিকা মেলানোমার প্রাথমিক ফল আশাব্যঞ্জক বলে দাবি করেছেন দেশটির গবেষকেরা। তাঁদের ভাষ্য, এই টিকা গ্রহণকারী প্রথম রোগী ভালো আছেন। তাঁর শরীরে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রোগপ্রতিরোধী সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

টিকাটির উন্নয়নে যুক্ত গামালেয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক পরিচালক আলেক্সান্দর গিনজবার্গ গতকাল বৃহস্পতিবার রুশ বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তিকে বলেন, টিকা গ্রহণকারী প্রথম রোগী বর্তমানে স্বাভাবিক আছেন এবং তাঁর শরীরে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। রোগীর শরীরে এমন সক্রিয় উপাদান তৈরি হচ্ছে, যা রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে টিউমার ও এর মেটাস্টেসিসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করবে।

গত বছর *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে: লোকসভায় জানাল ভারত সরকার

পরিচয় ডেস্ক: ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফেরত পাঠানোর আবেদন খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছে ভারত। সংসদ সদস্য ও কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটি এই সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করেছিল সরকারকে। সরকারের উত্তর সম্বলিত রিপোর্টটি সংসদের উচ্চ ও নিম্ন দুই কক্ষেই পেশ করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার ৩০শে জুলাই। ভারত- বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ক রিপোর্টটি ডিজিটাল সংসদ ওয়েবসাইটে শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে।

ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, সংসদীয় কমিটি সরকারের কাছে যেসব বিষয় উত্থাপন করেছিল, তার অংশ হিসাবে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়া ইরানকে সহায়তার তথ্য এলেও ট্রাম্প কেন পাত্তা দিচ্ছেন না

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, তখন তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে তেহরানের অর্থায়নে পরিচালিত প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর অর্থসহায়তার পথ বন্ধ করে দেওয়া। ট্রাম্প উল্লেখ করেছিলেন, সশস্ত্র এসব প্রক্সি গোষ্ঠী বহু মার্কিন সেনাকে হত্যা ও আহত করার জন্য দায়ী।

তবে রাশিয়া ইরানকে ওই মার্কিন সেনাদের লক্ষ্যবস্তু করতে সাহায্য করছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ট্রাম্পকে অস্বাভাবিক রকম অনাগ্রহী বা খোঁজখবর নিতে অনিচ্ছুক বলেই মনে হচ্ছে এবং এ ধরনের অবস্থান নেওয়া ট্রাম্পের বেশ চেনা আচরণে পরিণত হয়েছে।

এর সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণটি এসেছে গত সপ্তাহে একটি সিনেট কমিটির সামনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে।

চীন ও রাশিয়া ইরানকে সহায়তা করছে কি না-এমন প্রশ্ন করা হলে জবাবে হেগসেথ বলেন, 'হ্যাঁ'।

এরপর হেগসেথ বলেন, এই দুই দেশই নানাভাবে বা প্রক্রিয়ায়

ইরানকে এমন কিছু সুবিধা বা সহায়তা দিচ্ছে, যার কারণে ইরান তাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডগুলো চালিয়ে যেতে পারছে।

দুদিন পর রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের বিপরীতে বসে থাকা অবস্থায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ বিষয়ে করা একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যান।

এরপর ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেন, যেখানে তিনি হেগসেথের বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। ট্রাম্প লেখেন, তাঁর মতে, চীন ও রাশিয়া ইরান যুদ্ধে 'অংশ নিচ্ছে না'। কারণ, দেশ দুটির নেতারা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন, তাঁরা তেহরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছেন না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'তারা হয়তো কিছু কাজ করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি অন্তত বড় ধরনের কিছু নয়। আমার মনে হয় না তারা আমাকে হতাশ করতে চাইবে।'

যদিও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করে থাকতে পারে, শুধু এমন অভিযোগই ওঠেনি, বরং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দাবি, মস্কো ইরানকে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর স্যাটেলাইট ইমেজও *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের কঠিন শর্ত, সৌদি আরব এখন কী করবে

উমুদ শোকরি: ২২ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিসচিব ক্রিস রাইট এবং সৌদি জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন সালমান একটি বহুল প্রতীক্ষিত 'সেকশন ১২৩' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি ও উপাদান বেচাকেনার একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি হলো। ওয়াশিংটন এই চুক্তিকে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শতকোটি ডলারের বাণিজ্য এবং কয়েক দশকের এক দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার সূচনা হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।

তবে এর ঠিক এক দিন পরই দৃশ্যপট বদলে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চুক্তি স্বাক্ষরের মূল ঘোষণার বাইরে গিয়ে তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক শর্ত জুড়ে দেন। ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সৌদি আরবকে আব্রাহাম আকোর্ডের আওতায় ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে। তা না হলে এই চুক্তি কার্যকর হবে না।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই চরমপত্র একটি সম্পন্নপ্রায় জ্বালানি চুক্তিকে রাজনৈতিক শর্তের বেড়াজালে আটকে দিয়েছে। এতে করে রিয়াদ, মার্কিন কংগ্রেস এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

আইনি কাঠামো, সুযোগ ও ভবিষ্যৎ সময়সীমা

যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৬ সালের অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টের 'সেকশন ১২৩' অনুযায়ী, যেকোনো দেশের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি করতে হলে ৯টি শর্ত মেনে চলতে হয়। এ ছাড়া জ্বালানি পুনর্নবীকরণ বা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি বাধ্যতামূলক। এই চুক্তি নিজে থেকেই কোনো পারমাণবিক চুল্লি তৈরির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় না; বরং এটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক সরঞ্জাম, অবকাঠামোগত লাইসেন্স, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার দুয়ার খুলে দেয়।

সৌদি আরবের জন্য এই চুক্তির অর্থ হলো, আমেরিকান রিঅ্যাক্টর, প্রযুক্তি ও রেগুলেটরি সুবিধার নিয়ন্ত্রণ পাওয়া। আর ওয়াশিংটনের জন্য এটি বিপুল অঙ্কের প্রযুক্তি রপ্তানি, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্মসংস্থান এবং মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

২০২০ সালের নির্বাচনে চীনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: গত বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে, প্রথম মেয়াদ শেষে ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা জো বাইডেনের কাছে হেরে হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। ওই নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি আজও বহন করে বেড়াচ্ছেন এই মার্কিন নেতা। স্পষ্ট ব্যবধানে হেরে যাওয়ার পরও তিনি নানা ষড়যন্ত্র ও কারচুপির কথা বলে আসছেন।

এই ধারায় গতকাস বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই নতুন এক বোমা ফাটিয়েছেন সাবেক আবাসন ব্যবসায়ী ট্রাম্প। এদিন ট্রাম্প কয়েকটি গোপন নথি প্রকাশ করেন। তার দাবি, এসব নথি ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চীনের হস্তক্ষেপের প্রমাণ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ বিষয়টি জানা গেছে।

এর আগেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মূল্যায়ন দিয়েছে, ওই নির্বাচনে বেইজিং *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলকে রক্ষায় যথেষ্ট নৌবাহিনী নেই

পেন্টাগনকে মার্কিন জেনারেলের সতর্কবার্তা

পরিচয় ডেস্ক: চলমান ইরান যুদ্ধের কারণে মার্কিন সামরিক বাহিনী কতটা সীমাবদ্ধতার মুখে পড়েছে, তা উন্মোচিত হয়েছে জ্যেষ্ঠ এক সামরিক কর্মকর্তার সতর্কবার্তায়। চলতি সপ্তাহে ইউরোপে মার্কিন বাহিনীর সর্বোচ্চ জেনারেল গোপনে পেন্টাগনকে সতর্ক করে বলেছেন, ধেয়ে আসা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র থেকে ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়া চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত নৌবাহিনী তাঁর কাছে নেই। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চিঠিপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, ইউএস ইউরোপিয়ান কমান্ডের প্রধান জেনারেল অ্যালেক্সাস গ্রিনকেউইচ পেন্টাগনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত একটি নোটিশ পাঠিয়েছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন, নৌবাহিনীর আরও অন্তত একটি ডেস্ট্রয়ার জাহাজ না পেলে তিনি ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়ার চেয়ে নিজ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ওমাতৃভূমি রক্ষা করাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হবেন।

মার্কিন এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানান, জেনারেল গ্রিনকেউইচের এই সতর্কবার্তা সামরিক বাহিনীর শীর্ষ জেনারেলদের অতীতের কার্যপ্রনালীর সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ; যখনই তাঁরা ওয়াশিংটনের বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ঝুঁকি দেখতে পান, তখনই পেন্টাগনকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, সীমিত সম্পদ ও সমরাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন কমান্ডারের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা তৈরি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

‘দ্রুত’ একটি চুক্তি সম্পাদনের শর্তে ইরানে হামলার সিদ্ধান্ত আরো এতবড় বাতিল করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে হামলার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘দ্রুত’ একটি চুক্তি সম্পাদনের শর্তে তিনি ইরানের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন।

নিজের মালিকানাধীন ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছেন, ‘বিশ্বের ভবিষ্যৎ স্বার্থে এবং একই সঙ্গে একটি সফল ও সমৃদ্ধ ইরানের টিকে থাকার জন্য আমি হামলাটি বাতিল করতে সম্মত হয়েছি। তবে শর্ত হলো, দেশটিকে দ্রুত একটি চুক্তি করতে হবে।’

এর আগে বিভিন্ন গণমাধ্যম জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চলতি সপ্তাহেই ইরানের ওপর নতুন ও তীব্র হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিলেন।

সম্প্রতি তেহরান উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছে। ইরান বলেছে, ওয়াশিংটনকে সহযোগিতা করা যেকোনো আঞ্চলিক রাষ্ট্র ‘যুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত হবে’।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এর আগে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক থাকতে এবং ওই অঞ্চলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হলে এলাকা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছিল।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে এমন সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ইসরায়েলের নিরাপত্তাবাহিনী নিজেদের প্রস্তুত করেছে। হামলার পর ইরান পাল্টা হামলায় ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে এমন আশঙ্কায় দেশটি সতর্কতা বাড়িয়েছে। রোববার

(২ আগস্ট) ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে তুরস্কের বার্তাসংস্থা টিআরটি।

গত শুক্রবার (৩১ জুলাই) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার মন্ত্রিসভার সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই সময় তিনি ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর হামলার হুমকি দেন। ট্রাম্প বলেন, তারা ইরানে এত ব্যাপক হামলা চালাবেন যে একসময় ইরান বলবে, তারা আর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ইয়েদিয়োত আহরোনোত জানিয়েছে, ইসরায়েল তাদের প্রতিরক্ষা সতর্কতা বৃদ্ধি করেছে। দেশটির সামরিক কমান্ডারদের ধারণা, ট্রাম্প ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলার নির্দেশ যেকোনো সময় দিতে পারেন।

পত্রিকাটি আরও বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালালে ইরান পাল্টা হামলায় ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২ জানিয়েছে, ইসরায়েলও ইরানে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলার বিষয়েও প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। অজ্ঞাতনামা একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি এখন ‘বিস্ফোরিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে’ রয়েছে।

ইরানে হামলা নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে সৌদি যুবরাজের ফোনালাপ

ইরানে সম্ভাব্য হামলার বিষয় নিয়ে শুক্রবার ৩১ জুলাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। ফোনালাপে তিনি ইরানের ওপর নতুন করে বড় আকারের হামলার কথিত পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রোববার (২ আগস্ট) ট্রাম্প প্রশাসনের দুজন সিনিয়র কর্মকর্তা এবং এ বিষয়ে অবগত আরেকটি সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইরানে বড় ধরনের হামলার হুমকির পর সৌদি যুবরাজের সঙ্গে ট্রাম্পের এ ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। এ হুমকির পর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদেরও সতর্ক করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট । তাদের যেকোনো সময় মধ্যপ্রাচ্য ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি তুরস্ক, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এ সময় তিনি সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যেকোনো আগ্রাসনের জবাব ‘সুনির্দিষ্ট ও যথাযথভাবে’ দেওয়া হবে।

সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু প্রযুক্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হলে যে জটিলতা দেখা দেবে মধ্যপ্রাচ্যে

মোজাক্কির রিফাত: চলতি বছরের ২২ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছে। উদ্দেশ্য, সৌদি আরবকে বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি দেওয়া। এই চুক্তি সই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশাল আলোড়ন আর গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে।

চুক্তি অনুযায়ী, সৌদি আরবকে বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি গড়ে তোলার প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, চুক্তি কার্যকর করতে হলে সৌদি আরবকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে সই করে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাই এখনই এই চুক্তি কার্যকর হচ্ছে না। তবে চুক্তির প্রাথমিক আলোচনাই ইতোমধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেখতে এটি সাধারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন চুক্তির মতো মনে হলেও বৈশ্বিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও পরমাণু বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা।

তাদের মতে, এই চুক্তি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শৃঙ্খলার ভিত্তিই দুর্বল করে দিতে পারে। সৃষ্টি করতে পারে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের এক বিপজ্জনক নতুন নজিরও।

চুক্তিটি হঠাৎ এত বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠার কারণ একটাইড়এর মাধ্যমে সৌদি

আরব এমন কিছু বিশেষ ছাড় পেতে পারে, যা আগে অন্য কোনো অ-পারমাণবিক দেশ কখনো পায়নি। বিশেষ করে সৌদি আরব যদি নিজের মাটিতেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার সক্ষমতা পেয়ে যায়, তবে সেই প্রযুক্তি খুব সহজেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে কাজে লাগানো যায়।

এই পরিস্থিতি পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এক অনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক প্রতিযোগিতার জন্ম দিতে পারে, যা বিশ্বকে নতুন এক পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকিতে ঠেলে দেবে। এ কারণেই এই বেসামরিক চুক্তিকে পারমাণবিক অ-প্রসারণ নীতির লঙ্ঘন এবং একটি ‘বিপজ্জনক নজির’ বলে বর্ণনা করেছে দ্য গার্ডিয়ান।

চুক্তির মূল বিষয় ও প্রেক্ষাপট

গার্ডিয়ানের তথ্য অনুযায়ী, মূলত ৩০ বছরের জন্য এই ঐতিহাসিক ও বিতর্কিত চুক্তি সই হয়েছে।

তেলসমৃদ্ধ দেশ হয়েও সৌদি আরব অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ চাহিদা পারমাণবিক শক্তি দিয়ে মেটাতে চায়। এর পেছনে আছে সহজ এক অর্থনৈতিক হিসাব, বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেলের ব্যবহার কমিয়ে সেই বেঁচে যাওয়া তেল বিক্রি করে আয় বাড়ানো। এটি সৌদি আরবের অর্থনৈতিক রূপান্তরের একটি প্রধান অংশ।

মার্কিন দৈনিক দ্য হিল *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

আমার ট্যালেন্ট আছে, ওদের নেই!’: গলফ শিরোপা জিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কটাক্ষ করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ জার্সির নিজস্ব গলফ কোর্সে আরও দুটি শিরোপা জয়ের দাবি করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন,ওএটাকেই ট্যালেন্ট (প্রতিভা) বলে। আমার আছে, ওদের নেই২

রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প ন্যাশনাল গলফ ক্লাব, বেডমিনস্টারে নিজেরওজয়সূচক শট্- এর একটি ভিডিও প্রকাশ করেন ট্রাম্প। তিনি জানান, এ বছর সুপার সিনিয়র ও সিনিয়রড় দুই বিভাগে তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

ট্রাম্প দাবি করেন, তার মালিকানাধীন বিভিন্ন গলফ কোর্সে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তিনি এ পর্যন্ত ৪০টির বেশি শিরোপা জিতেছেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গলফ খেলায় প্রতারণার অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

ট্রাম্পের দাবি, সর্বশেষ প্রতিযোগিতায় তিনি দুই আন্ডার পার ৭০ স্কোর করে শিরোপা জিতেছেন।

নিজের মালিকানাধীন ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লেখেন,ওআমি ৭০ স্কোর করে জিতেছি। এটা আমার জন্য বড় সম্মানের। কারণ অন্যদের মতো অনুশীলনের জন্য আমি খুব কম সময় পাই। আমি অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের নিরাপত্তায় বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোটের ঘোষণা সৌদি আরবের

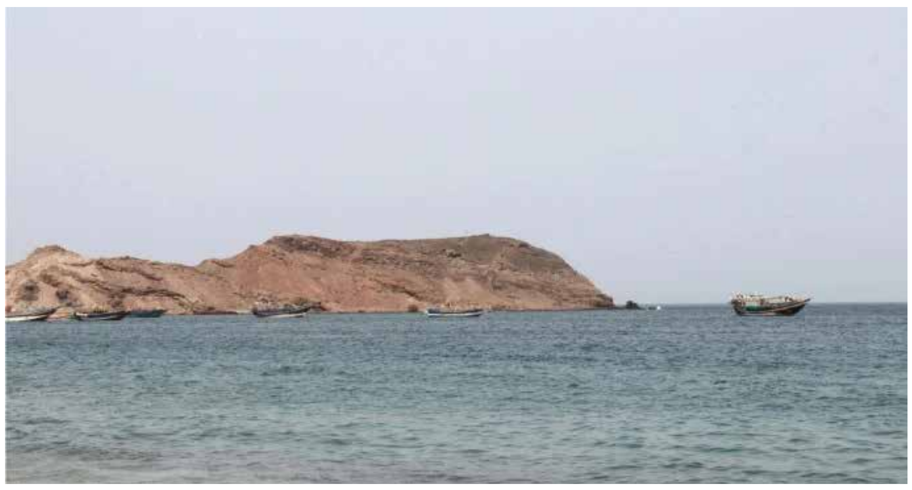

পরিচয় ডেস্ক: ইয়েমেনের তাইজ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে লোহিত সাগরের বাব আল-মান্দেব প্রণালিতে চলাচলরত নৌযান দেখা যাচ্ছে। ছবি: খালেদ জিয়াদ/ এএফপি

বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সৌদি আরবের নেতৃত্বে বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের একটি সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) এক বিবৃতিতে সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ওমাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম ডিফেন্স অ্যালায়েন্স্থ নামে এই জোট গঠন করার ঘোষণা দেয়।

জোটের লক্ষ্য, সমষ্টিগত সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে উত্তেজনা বাড়ার প্রেক্ষাপটে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একসময় বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও গ্যাস রপ্তানি হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হতো। বর্তমানে ওই পথে চলাচল কার্যত সীমিত হয়ে পড়ায় বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হয়েছে। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে বাব আল-মান্দেব-লোহিত সাগর-এডেন উপসাগর নৌপথও ঝুঁকির মুখে পড়েছে।ওযৌথ দায়িত্বৃ সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, জোট গঠন উপলক্ষে আয়োজিত বৈঠকে আমন্ত্রিত ৫১টি দেশের মধ্যে ৪৩টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন। বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি প্রতিনিধিদলও উপস্থিত ছিল।

ইইউর এরই মধ্যে লোহিত সাগরেওঅ্যাসপিডিস্থ নামে একটি নৌ নিরাপত্তা মিশন রয়েছে। তবে সৌদি নেতৃত্বাধীন নতুন জোটটির সঙ্গে সেই মিশনের পার্থক্য কী হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। সৌদি আরব ছাড়াও তুরস্ক, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, মিসর, পাকিস্তান, জিবুতি, সোমালিয়া, বাংলাদেশ, ইয়েমেন, সুদান ও কোমোরোস এই জোটে যোগ দিয়েছে। তবে একই ধরনের নিরাপত্তা স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান এখনো জোটে যোগ দেয়নি। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় জাতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভবিষ্যতে অন্য দেশগুলোর জন্যও এই জোটে যোগ দেওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, অংশগ্রহণকারী দেশগুলো বিশ্বাস করে যে সামুদ্রিক নিরাপত্তা একটি যৌথ দায়িত্ব এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সামুদ্রিক হুমকি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। জোটের সদস্য দেশগুলো গোয়েন্দা তথ্য ও অন্যান্য তথ্য বিনিময়, যৌথ পরিকল্পনা, মহড়া এবং সমুদ্রে যৌথ অভিযান পরিচালনা করবে। তবে কোন দেশ কতটি জাহাজ বা বিমান দেবে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী থাকলে আ.লীগও থাকবে: ফরহাদ মজহার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাজনীতিতে যতদিন জামায়াতে ইসলামী থাকবে, ততদিন আওয়ামী লীগও টিকে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন কবি, চিন্তক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার।

গত রোববার (২ আগস্ট) রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি আয়োজিত ‘৩৬ জুলাইয়ের অবদান বিতর্ক ও ব্যর্থতার দায় পর্যালোচনা’ শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

ফরহাদ মজহার বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাতীয় অর্জন এবং এ অর্জনের সঙ্গে কোনো ধরনের আপস করা যাবে না। একাত্তরের মাধ্যমেই বাঙালি জনগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন, ইসলাম একটি ধর্ম, রাজনৈতিক দলের পরিচয় নয়। তাই ‘জামায়াতে ইসলামী’ নাম ব্যবহার করে রাজনীতি করার ঘোরবিরোধী আমি। যত দিন এ নাম নিয়ে জামায়াতে ইসলামী থাকবে, তত দিন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগও থাকবে।

এ সময় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হলে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বিবেচনা নয়, বরং বাতিল করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন ফরহাদ মজহার।

১৯৭২ সালের সংবিধানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটি জনগণের সার্বভৌমত্বকে সীমাবদ্ধ করেছে। জনগণই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃত মালিক এবং জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব। বর্তমান সংবিধানের পরিবর্তে গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন ফরহাদ মজহার। তার অভিযোগ, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুযোগ সৃষ্টি বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের

পরিচয় ডেস্ক: অতীতের মতো ভবিষ্যতেও রোহিঙ্গা সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোর।

কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে তিনি এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

শুক্রবার (৩১ জুলাই) পরিদর্শনকালে সার্জিও গোর এবং তার সঙ্গে থাকা প্রতিনিধিদলের কেউ গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি। তবে বিকেলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, ওগত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিকভাবে রোহিঙ্গাদের সহায়তার পরিমান অনেক কমে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের রোহিঙ্গা ক্যাম্প সফর আশার সঞ্চার করেছে। সরেজমিন পরিদর্শনে আসা সার্জিও গোরের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের ১৪ সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথে ক্যাম্প সংশ্লিষ্টদের বৈঠক হয়েছে। যেখানে সহায়তার আশ্বাস দেন প্রতিনিধিদলের প্রধান৲

এদিন বেলা ১২টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছায় মার্কিন প্রতিনিধি দলটি।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোরের নেতৃত্বাধীন উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

ট্রাক শুধু ট্রাক নয়- একটি জাতীয় লজ্জার নাম

হাবিব রহমান: একটা ট্রাক। শুধু বালু বোঝাই একটা ট্রাক। অথচ এই ট্রাকের চেয়ে বেশি সৎ আর কিছু নেই এই রাষ্ট্রে। কারণ এই ট্রাক অন্তত মিথ্যা বলে না-সরাসরি রাস্তা আটকে দিয়ে বলে দেয়, “আজ থেকে তোমার গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত।”

মনে আছে সেই দিনগুলো? বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ির গেটে বালুর ট্রাক দাঁড়িয়ে, আর ক্ষমতাসীনরা মুখ ফিরিয়ে বলত, “আমরা জানি না, কে এনেছে।” পুলিশ জানত না, প্রশাসন জানত না, শুধু বালুই জানত তার কাজ কী। সেই সময় যারা এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছিলেন, মিছিল করেছিলেন, বিবৃতি দিয়েছিলেন-আজ তাদেরই উত্তরসূরির শাসনামলে সেই একই ট্রাক আবার রাস্তায়। শুধু গন্তব্য বদলেছে-আজ সেটা দাঁড়িয়ে আছে

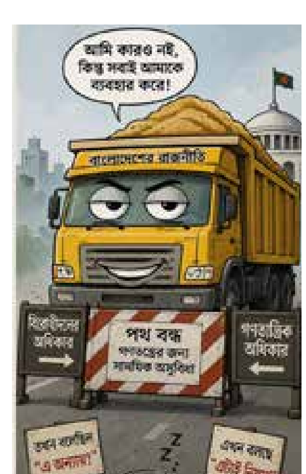

এনসিপির গাড়িবহরের সামনে, মৌলভীবাজার থেকে হবিগঞ্জ যাওয়ার পথে।

এইটাই সবচেয়ে নির্মম রসিকতা। যে ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয় প্রহসন হিসেবে, সে কথা মার্ক্স বলে গেছেন বহু আগে। কিন্তু বাংলাদেশে ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয় হুবহু একই কায়দায়-একই বালু, একই ট্রাক, শুধু ক্ষমতার চেয়ারে বসা মুখটা বদলে যায়। নাহিদ ইসলাম বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তায় বসে পড়েন, পুলিশি ব্যারিকেডের সামনে। আসিফ মাহমুদ ফেসবুকে লেখেন, “বালুর ট্রাক দিয়ে আমাদের আটকানো যাবে না।” আর যিনি এই ট্রাকের শিকার হয়ে একদিন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হিসেবে প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন, তার সরকারের অধীনেই আজ এই একই কৌশল প্রয়োগ হচ্ছে অন্য এক তরুণ রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন হলো-ক্ষমতা কি মানুষকে বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ফের ভাষণ দেবেন হাসিনা! এ বারও দিল্লির সেই ক্লাব থেকেই, বাংলাদেশে ফেরা নিয়ে থাকবে কি নতুন ঘোষণা?

পরিচয় ডেস্ক: দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব থেকে গত জানুয়ারিতে হাসিনার অ৷ডিয়োবার্তা শোনানো হয়। তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশের তৎকালীন ইউনূস সরকার। এ বার ফের দিল্লির ওই ক্লাব থেকেই ভার্চুয়াল বার্তা দেবেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

ফের দিল্লিতে বক্তৃতা করবেন শেখ হাসিনা। এ বারও সেই ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে। আগামী বুধবার সেখানে ভার্চুয়াল বক্তৃতা করবেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে গত জানুয়ারিতে দিল্লির এই ক্লাবে শোনানো হয়েছিল হাসিনার অডিয়োবার্তা। তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। কেন হাসিনাকে ভাষণের ‘সুযোগ’ দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বাংলাদেশের তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার।

ছ’মাস পেরিয়ে ফের দিল্লির ওই একই ক্লাবে শোনা যাবে হাসিনার বার্তা। তবে এ বারের প্রেক্ষিত ভিন্ন। বাংলাদেশে ইউনূস-শাসন শেষ হয়েছে। ক্ষমতায় এসেছে নির্বাচিত বিএনপি সরকার। যদিও হাসিনার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখনও নিষিদ্ধ সে দেশে। ইউনূস জমানায় বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল হাসিনাকে যে মৃত্যুদণ্ডে দিয়েছে, তা-ও বহাল রয়েছে। তবে হাসিনা এখন নিজেই চাইছেন বাংলাদেশে ফিরতে। ভারতের বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় কমিটিও জানিয়েছে, তাঁকে প্রত্যর্পণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ অবস্থায় বুধবার হাসিনা কী বার্তা দেন, তা নিয়ে কৌতূহল দানা বেঁধেছে দু’দেশেই। আওয়ামী লীগ নেত্রী জানিয়েছেন, তিনি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরতে চান। সে দেশে যে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ রয়েছে, তা-ও জানা রয়েছে হাসিনার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হাসিনা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ফিরে আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে চান তিনি। দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখছেন। তবে বাংলাদেশে ঢুকলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। জেলে পাঠানো হতে পারে। এমনকি, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরও করা হতে পারে। সেই সমস্ত সম্ভাবনা মেনে *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার তরুণদের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করতে শিখিয়েছে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক এক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, আমলাতান্ত্রিক আপস-মীমাংসা, তরুণ নেতাদের প্রতি দুর্বল দিকনির্দেশনা এবং সংস্কার কার্যক্রম পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয়টি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জুলাই-পরবর্তী ম্যান্ডেটকে দুর্বল করে দিয়েছে।

হোসেন জিল্লুর রহমান আমলাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো, তরুণদের ভুল পথে পরিচালিত করা এবং সংস্কারের এজেন্ডা থেকে সরে আসাকে ইউনুস সরকারের তিনটি বড় ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, এর ফলে শেষ পর্যন্ত তরুণদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে।

হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, “ইউনুস সরকার তরুণদের ভুল পথে পরিচালিত করেছে। এটি তাদের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা শিখিয়েছে।চ

প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের সোয়াস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন পরিচালিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী গবেষণা জোট ‘সোয়াস অ্যান্টি-করাপশন এভিডেন্স’-এর আয়োজনে আজ (১ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের ‘ইতিবাচক’ বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী শুক্রবার (৩১ জুলাই) ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কূটনৈতিক সূত্র ইউএনবিকে জানায়, আজ সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সূত্রটি জানায়,ওআমি শুধু বলতে পারি, এটি একটি ইতিবাচক বৈঠক ছিল। তবে বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জানা যায়নি।

গত ২৫ জুন বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় দিনেশ ত্রিবেদীকে শুভেচ্ছা জানান সার্জিও গোর।

এ সময় তিনি বলেন,ওযুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অপেক্ষায় আছি”

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সার্জিও গোর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। আজ শুক্রবার তিনি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেন।

আগামীকাল শনিবার তার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খুবই ইতিবাচক দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের ভিত্তিতে দুই দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সার্জিও গোরের সঙ্গে বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন,ওযুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ শুধু একটি বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সব বিষয়ে এবং সব পর্যায়ে আমাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। দুই দেশের সম্পর্ক সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে”

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোরের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাবের হোসেন চৌধুরীর রুদ্ধদ্বার বৈঠক, রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জন

পরিচয় ডেস্ক : ঢাকা ও ওয়াশিংটন এর মধ্যে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এক নাটকীয় মোড় উন্মোচিত হয়েছে। ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোরের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী ও দলটির সিনিয়র নেতা সাবের হোসেন চৌধুরী। গত শুক্রবার ৩১ জুলাই রাতে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

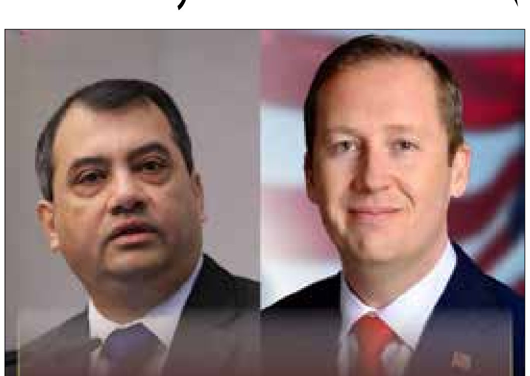

বাংলাদেশে গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতাই যখন আত্মগোপনে বা আইনি জটিলতায় রয়েছেন, তখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাবের হোসেন চৌধুরীর এমন সরাসরি কূটনৈতিক তৎপরতাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু কূটনৈতিক *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

বাংলাদেশিদের জন্য স্থায়ী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ড, সর্বোচ্চ বন্ড ২০ হাজার ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫০টি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা বন্ড কর্মসূচি স্থায়ী করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর আওতায় এসব দেশের যারা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করবেন, তাদের সর্বোচ্চ ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত বন্ড জমা দিতে হতে পারে।

শুক্রবার অনলাইনে প্রকাশিত এক ফেডারেল নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়েছে বলে জানায় বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত নোটিশ অনুযায়ী, নতুন নিয়ম বি-১ ও বি-২ ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের ভিসা ব্যবসা ও পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য দেওয়া হয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, ‘কনস্যুলার কর্মকর্তারা প্রয়োজন মনে করলে ভিসা ইস্যুর শর্ত হিসেবে আওতাভুক্ত অ-অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের সর্বোচ্চ ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত বন্ড জমা দিতে বলতে পারবেন।’

এতে আরও বলা হয়, ‘২০২৫ সালের ভিসা বন্ড পরীক্ষামূলক কর্মসূচি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এবং ট্রেজারি বিভাগকে ভিসা বন্ড কর্মসূচি পরিচালনার বাস্তবসম্ভাব্যতা মূল্যায়নের একটি কাঠামো দিয়েছিল। ওই কর্মসূচি থেকে পাওয়া তথ্য ইঙ্গিত দেয়, বন্ডভিত্তিক ভিসাধারীদের নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করতে এটি কার্যকর একটি পদ্ধতি।’

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, পরীক্ষামূলক কর্মসূচিতে কনস্যুলার কর্মকর্তারা ৫ হাজার, ১০ হাজার অথবা সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত বন্ড চাইতে পারতেন। নতুন চূড়ান্ত নিয়মে ৫ হাজার ডলারের বিকল্পটি বাতিল করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ বন্ডের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০ হাজার ডলার করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হলো ২৩ বাংলাদেশি

২০২৫ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৬৯ জন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চলমান রষষবমধষ ওসরমৎধঃরড়হ পৎধপশফড়হি এর অংশ হিসেবে আরও ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

তারা গত ৩০ জুলাই ২০২৬, একটি বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে তাদেরকে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এবং এভিয়েশন সিকিউরিটির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক

সহায়তা, কাউন্সেলিং ও যাতায়াত সুবিধা দেওয়া হয়।

কারা ছিলেন তারা?

ব্র্যাকের তথ্য অনুযায়ী: ১৩ জন নোয়াখালীর, বাকিরা সিলেট, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা জেলার। তাদের বেশিরভাগই তরুণ। ৫০-৬৫ লাখ টাকার ভয়ঙ্কর রুট।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান জানিয়েছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বিমানবন্দরে বাড়ছে আইসের অভিযান, বাংলাদেশিসহ অভিবাসীদের যা জানা জরুরি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে টিএসএ বা ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর উপস্থিতি ও অভিযান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অবস্থানের অংশ হিসেবে বিমানবন্দরগুলোতে নজরদারি এবং গ্রেপ্তার অভিযান সম্প্রসারণের ফলে ভ্রমণকারী ইমিগ্র্যান্ট ও তাদের পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গণমাধ্যমসমুহের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১৫টি বড় বিমানবন্দরে “আইসিই” কর্মকর্তারা অভিযান পরিচালনা করেছেন। কোথাও তারা চেক-ইন কাউন্টার, কোথাও আগমন টার্মিনাল, আবার কোথাও জেটওয়ে এলাকায় অবস্থান নিয়ে ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট-সংক্রান্ত অভিযানে অংশ নিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ পোশাকে থাকা কর্মকর্তারাও অভিযান পরিচালনা করেছেন বলে প্রতিবেদনসমুহে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিত ব্যক্তি এবং সেই সুত্রে ইমিগ্রেশন সুবিধার জন্য আবেদনকারী, ডড়ৎশ ারংধ বা কর্মভিসা নবায়নের অপেক্ষায় থাকা বিদেশি কর্মী এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরাও রয়েছেন। সব ক্ষেত্রে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ ছিল না; অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মূলত ইমিগ্রেশন আইন লঙ্ঘনের।

ট্রাম্প প্রশাসন ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগ আরও কঠোর করার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আইসিইর কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের শনাক্ত ও বহিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা। এ উদ্দেশ্যে আইসিইর জনবল, অবকাঠামো এবং অভিযান সম্প্রসারণে অতিরিক্ত অর্থায়নের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে বিমানবন্দরে আইসিইর উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন নাগরিক *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বিদেশি শিক্ষার্থীরা চাকরি করতে চাইলে দিতে হবে ১ লাখ ডলার ফি

নতুন নিয়ম ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরির সুযোগ পেতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ১ লাখ মার্কিন ডলার (প্রায় ১ কোটি ২২ লাখ টাকা) ফি আরোপের পরিকল্পনা করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। প্রস্তাবটি কার্যকর হলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রমুখী হওয়ার প্রবণতা কমতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

প্রস্তাব অনুযায়ী, অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (ওপিটি) কর্মসূচির সঙ্গে এই ফি যুক্ত করা হবে। ওপিটির আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

একই নির্যাতনের গল্পে যুক্তরাষ্ট্রে ডজন ডজন অ্যাসাইলাম আবেদন

ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবীকে ৪.৭ লাখ ডলার জরিমানা

পরিচয় ডেস্ক: একই নির্যাতনের গল্পে ডজন ডজন পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম আবেদন এর অভিযোগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান ইমিগ্রেশন আইনজীবীকে ৪.৭ লাখ ডলার জরিমানা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

এত দিন এড়িয়ে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা করেও এখন কেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: চলমান আঞ্চলিক সংঘাত থেকে নিজেদের দূরে রাখতে বিগত পাঁচ মাস ধরে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে আসছিল সৌদি আরব। এমনকি ইরানি ড্রোন দেশটির তেলশিল্পকে লক্ষ্যবস্তু করার পরও তেহরানের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলা রেখেছিল রিয়াদ।

তবে সৌদি আরব এখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিন দিক থেকেই শত্রুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে-ইরান এবং একই সঙ্গে ইরাক ও ইয়েমেনে ইরানের অনুগত গোষ্ঠীগুলো।

গত এক সপ্তাহে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ইরাকের ইরানপন্থী মিলিশিয়াদের ড্রোন হামলা এবং তেহরানের দিক থেকে নতুন কিছু হুমকির মুখে পড়েছে সৌদি আরব।

স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার ভোরের দিকে স্পষ্ট হয়ে যায়, সৌদি আরবের জন্য আর সংযম দেখানোর সুযোগ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব যুদ্ধবিমানগুলো পূর্ব ইরাকে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে।

তবে এতে ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশি। বড় পরিসরে একটি সংঘাতে জড়িয়ে পড়াটা রিয়াদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং সম্ভাব্য চড়া মাশুল দেওয়ার কারণ হতে পারে।

এক দশক ধরে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য দেশের দরজা খুলে দেওয়া এবং নিজেদের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত করার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল সৌদি আরব। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের নীতি গ্রহণ করেছিল রিয়াদ। আর সেটা অংশত হয়েছিল এই অর্থনৈতিক লক্ষ্য থেকেই। এরই ধারাহিকতায় ২০২৩ সালে চীনের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তিও হয়।

সৌদি আরব একটি ঝড়ের কেন্দ্রে পড়ে যাওয়ায় তাদের সেই কৌশলটি এখন চরম সংকটে পড়েছে। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

আমাকে বিদেশে গ্রেপ্তারের চেষ্টা ঠেকাতে তৈরি রয়েছে ইসরায়েলের ‘স্পেশাল ফোর্স’: নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কাকে তিনি ভয় পান না বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, বিদেশে তাঁকে গ্রেপ্তারের কোনো চেষ্টা চালানো হলে তা ঠেকানোর জন্য ইসরায়েলের বিশেষ বাহিনী (স্পেশাল ফোর্স) প্রস্তুত রয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) কর্তৃক নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাস্তবায়নের জন্য মার্কিন ফেডারেল সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির সদস্য দেশ না হলেও, এই গ্রেপ্তারি পরোয়নার কারণে নেতানিয়াহু এখন একজন আন্তর্জাতিকভাবে একজন পরোয়ানাভুক্ত আসামি। ফলে যুক্তরাজ্যসহ আইসিসির ১২৪টি সদস্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে নেতানিয়াহু প্রবেশ করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আইনত তারা বাধ্য থাকবে।

মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন। সফরকালে ফক্স নিউজের শন হ্যানিটিকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার দেন তিনি। এসময় উপস্থাপক নেতানিয়াহুর কাছে জানতে চান- “আপনি বিভিন্ন দেশ সফর করে থাকেন, ঈশ্বর না করুন আপনার যদি কোনো মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি দেখা দেয়-আর সেটা যদি আইসিসির সদস্য কোনো দেশ হয়, যেখানে বিমান নিয়ে অবতরণ করতে হয় তাহলে তো পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। আপনি এজন্য উদ্বিগ্ন কি-না?চ

জবাবে নেতানিয়াহু বলেন, “হ্যাঁ, আমি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

আল-জাজিরার বিশেষ প্রতিবেদন

ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর ‘ট্রাম্পকার্ড’ কি আর কাজে দিচ্ছে না

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা বলে আসছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি ইসরায়েলিদের বোঝাতে চান, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর বিকল্প নেই।

শৈশব ও কৈশোরের একটা বড় সময় যুক্তরাষ্ট্রে কাটানো নেতানিয়াহু আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলার ক্ষেত্রে সাবলীল। বলা হয়ে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি সম্পর্কে নিজের বিশেষ বোঝাপড়াকে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

এআই কি তাহলে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিকে বাস্তবতায় নিয়ে আসবে, মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে সে ছাড়িয়ে যাবে

পরিচয় ডেস্ক: ‘ট্রান্সসেনডেন্স’ নামের ২০১৪ সালের এক মার্কিন চলচ্চিত্রে দেখানো হয়, মৃত্যুপথযাত্রী এক বিজ্ঞানী নিজের চেতনা একটি সুপারকম্পিউটারে স্থানান্তর করেন। এরপর তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান এক বুদ্ধিমত্তায় রূপ ধারণ করেন। এর এক বছর পর মুক্তি পাওয়া ‘এক্স মাকিনা’ নামের আরেকটি চলচ্চিত্রে দেখা যায়, মানবসদৃশ একটি রোবট নিয়ন্ত্রকদের বোকা বানিয়ে বৃহত্তর জগতে ঢুকে পড়েছে।

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিনির্ভর এই দুটি চলচ্চিত্রসহ আরও অনেক গল্পে ‘সিঙ্গুলারিটি’ ধারণা দেখা গেছে। সিঙ্গুলারিটি বলতে এমন একটি সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন ভবিষ্যতে প্রযুক্তি, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

সাংবাদিকতা ছেড়ে পর্নো তারকা, এবার হলেন কলম্বিয়ার সিনেটর

পরিচয় ডেস্ক: একসময় ছিলেন দুঁদে সাংবাদিক। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর যুক্ত হন পর্নোজগতে। সেখানেও নাম কামান। হয়ে ওঠেন জনপ্রিয় তারকাদের একজন। সেই জগতের আলোর *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

জার্মানিতে তীব্র গরমে ৯৮০০ মানুষের মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: এ বছর গ্রীষ্মে জার্মানিতে তীব্র গরমজনিত কারণে অন্তত নয় হাজার ৮০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জনস্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান রবার্ট কখ ইনস্টিটিউট এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ২০১৬ সালে এ ধরনের পরিসংখ্যান রাখা শুরুর পর থেকে গরমজনিত কারণে এবারই সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হলো। রবার্ট কখ ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে জার্মানিতে এক গ্রীষ্মে সবচেয়ে বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন ২০১৮ সালে। সেবার মারা গিয়েছিল প্রায় আট হাজার ৯০০ জন। চলতি গ্রীষ্মে গত ১৯ জুলাই পর্যন্ত জার্মানিতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করেছে রবার্ট *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

বিশ্বকাপ ফুটবল, অর্থনীতির মাঠে কে জিতল, কে হারল

পরিচয় ডেস্ক: ফুটবল বিশ্বকাপ শুধু মাঠের লড়াই নয়, অর্থনীতিরও বিশাল আসর। এবারের বিশ্বকাপে আগের যেকোনো আসরের তুলনায় বেশি দল খেলছে, খেলাও হচ্ছে বেশি। ফলে এবারের আসরে যেমন দর্শক বেড়েছে, তেমনি বাণিজ্যও হয়েছে শত শত কোটি ডলারের।

এই অর্থনৈতিক উৎসবে যে সবাই সমানভাবে লাভবান হয়েছে, বিষয়টি মোটেও সে রকম নয়। ফিফা, সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান ও স্পনসরদের আয় বেড়েছে, কিন্তু দর্শকসহ অনেকের জন্য বিশ্বকাপ হয়ে উঠেছে বাড়তি খরচের কারণ।

সবচেয়ে বড় বিজয়ী ফিফা

বলা বাহুল্য, ফুটবল বিশ্বকাপ এই খেলার বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার জন্য আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপ থেকে সংস্থাটি রেকর্ড ৭৬০ কোটি ডলার আয় করেছিল। ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত ৪৮ দলের বিশ্বকাপ থেকে আয় সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে, এমন আশা করা হচ্ছে।

ডয়চে ব্যাংক গবেষণা বিভাগের জ্যেষ্ঠ কৌশলবিদ ম্যারিয়ন লাবোরের মতে, চার বছরের ব্যবধানে ফিফার মোট আয় ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। তাঁর ভাষায়, অর্থনৈতিকভাবে এই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় বিজয়ী নিঃসন্দেহে ফিফা।

সম্প্রচারস্বত্ব, লাইসেন্স, আতিথেয়তা, স্পনসরশিপ, টিকিট বিক্রি-এসবই ফিফার আয়ের প্রধান উৎস। এর বাইরে এবার টিকিট পুনর্বিক্রির (রিসেল) আনুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম চালু করে ক্রেতা ও বিক্রেতা-উভয় পক্ষের কাছ থেকেই ১৫ শতাংশ করে কমিশন নিয়েছে সংস্থাটি।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভবিষ্যতে বিশ্বকাপ থেকে আয় বৃদ্ধি করতে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৬৪-তে উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে ফিফা। চীন ও ভারতের মতো বড় বাজার যুক্ত হলে দর্শকসংখ্যা ও আয়-উভয়ই আরও বাড়বে।

দর্শকদের পকেট খালি

বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা মাঠে গিয়ে সরাসরি দেখা, এটা অনেক সমর্থকের আজীবনের স্বপ্ন। প্রতি বিশ্বকাপেই এমন অনেক মানুষ তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করে থাকেন। তবে এবার টিকিটের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। যাঁরা মাঠে গিয়ে খেলা দেখেছেন, তাঁদের পকেট থেকে বিপুল অর্থ বেরিয়ে গেছে।

টিকিটের ভিত্তিমূল্য ছিল যেমন বেশি, তেমনি চাহিদার ভিত্তিতে পুনর্বিক্রয়ের টিকিট বিক্রি করার 'ডায়নামিক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে ফিফা

বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব বিক্রি নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই ২০৩০ সাল থেকে বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ৪৮ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

নতুন প্রকাশিত এক নথিতে দেখা গেছে, ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ থেকেই ৬৪ দলের আসর আয়োজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে একটি স্বাধীন সংস্থা নিয়োগ দিতে চায় ফিফা।

নথি অনুযায়ী, ৭ আগস্টের মধ্যে আগ্রহী সংস্থাগুলোর প্রস্তাব জমা পড়বে। ১৪ আগস্ট এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ফিফা এবং ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

ফিফা চায়, নিয়োগ পাওয়া সংস্থা ৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের ফলে বাজারের চাহিদা, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং ফুটবল ব্যবস্থার ওপর এর সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন করুক। একই সঙ্গে ক্যালেন্ডারের চাপ, প্রতিযোগিতার মান কমে যাওয়ার আশঙ্কা, আয়োজনের জটিলতা এবং বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের ঝুঁকিও *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে 'আর্জেন্টিনাবিরোধী প্রচারণায়' মার্কিন ডেমোক্র্যাটদের অর্থায়নের অভিযোগ প্রেসিডেন্ট মিলেইয়ের

পরিচয় ডেস্ক: ফেরান তোরেস অতিরিক্ত সময়ে গোল করে স্পেনকে তাদের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার পর এক সপ্তাহের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তত আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইয়ের কাছে এই টুর্নামেন্ট এখনো শেষ হয়নি।

হাভিয়ের মিলেই দাবি করেছেন, তাঁদের জাতীয় দলের সমালোচনা, সমর্থকদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ এবং লিওনেল মেসি দলকে ফিফা গোপনে সুবিধা দিচ্ছে- এমন ষড়যন্ত্রতত্ত্বের পেছনে একটি সুসংগঠিত 'আর্জেন্টিনাবিরোধী প্রচারণা' কাজ করেছে।

এখন কট্টর ডানপন্থী এই প্রেসিডেন্ট পুরো বিষয়টি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে দাবি করেছেন, কথিত সেই প্রচারণায় অর্থায়ন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং ব্রাজিল ও মেক্সিকোর সরকার।

গত রোববার স্থানীয় একটি রেডিও স্টেশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বঘোষিত এই উদারপন্থী (লিবার্টারিয়ান) দাবি করেন, 'এটি সেসব প্রগতিশীল মানসিকতার মানুষের কাজ, যারা মুক্ত চিন্তাধারাকে সফল হতে দিতে চায় না।'

হাভিয়ের মিলেই আরও দাবি করেন, বামপন্থী প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভার নেতৃত্বাধীন 'ব্রাজিল সরকার' নাকি এই অর্থায়নের সবচেয়ে বড় অংশ জুগিয়েছে।

আর্জেন্টিনার বিশ্লেষকেরা বলছেন, নিজের দ্রুত কমতে থাকা জনপ্রিয়তা থেকে মানুষের মনোযোগ ঘোরাতেই মিলেই এই প্রচারণাকে আঁকড়ে ধরেছেন। তবে অন্যদের যুক্তি, আসল 'আর্জেন্টিনাবিরোধী প্রচারণা' তো প্রেসিডেন্ট নিজেই চালাচ্ছেন তাঁর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন নীতির 'চেইনস' (যান্ত্রিক করাত) চালিয়ে।

তবে এ বয়ান বেশ সাড়া জাগাতে পেরেছে। এমনকি এটি পৌঁছে গেছে মিলেইকে সমর্থন করেন না, এমন মানুষের কাছেও। বুয়েনস এইরেসের ৫২ বছর বয়সী বই বিক্রেতা পাবলো তোরেস, যিনি 'কখনোই মিলেইকে ভোট দেননি এবং দেবেনও না'; তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশের বিরুদ্ধে এমন 'আক্রমণাত্মক প্রচারণা' চালানো হয়েছে, যা তাঁকে 'ক্ষুব্ধ' ও 'বিরক্ত' করেছে।

পাবলো বলেন, বর্ণবাদের কিছু অভিযোগ এসেছে 'সেই সব বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে, যারা মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছিল, কৃতদাস পাচার করেছিল এবং *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

‘পদত্যাগ করো, নইলে অনাস্থা ভোটে গদিচ্যুত করা হবে’

ফিফা-প্রধান ইনফান্তিনোকে উয়েফার আলটিমেটাম

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার ফিফার প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে আলটিমেটাম দিয়েছে ইউরোপের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা: হয় তিনি নিজে থেকে পদত্যাগ করবেন, নয়তো জরুরি অনাস্থা ভোটের মুখোমুখি হতে হবে।

ইনফান্তিনো স্বেচ্ছায় সরে না দাঁড়ালে উয়েফার ৫৫টি সদস্য দেশই অনাস্থা ভোটে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পক্ষে রায় দেবে। এমন একটি ভোটাভুটি ডাকার জন্য উয়েফার প্রয়োজন মাত্র ৪৩ সদস্য দেশের সমর্থন।

বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিশ্বকাপ ফুটবলের অংশীদারিত্ব বিক্রির পরিকল্পনা করেছিলেন ইনফান্তিনো। তুমুল বিরোধিতার মুখে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হওয়ার পর শনিবার (১ আগস্ট) সকালে ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়ে দেয়, ইনফান্তিনোর ওপর তারা আস্থা হারিয়েছে। এখন তারা ইনফান্তিনোর পদত্যাগ চায়।

ফিফার অন্দরমহলেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ফিফার কর্মীরা এ বিদ্রোহের নাম দিয়েছেন “দানব বধ” (কিল দ্য মনস্টার)। এমন পরিস্থিতির মাঝেই এল উয়েফার এই বিবৃতি।

উয়েফার এই অবস্থানকে তাৎক্ষণিকভাবে জোরালো সমর্থন জানিয়েছে ইংল্যান্ডের দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তারা

বলেছে: “আমরা উয়েফার অবস্থানকে পুরোপুরি সমর্থন করি। বিশ্বব্যাপী ফুটবল যেন স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয়, তা নিশ্চিত করতে ফিফার নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ ও কঠোর পর্যালোচনা এখন সময়ের দাবি।”

“দায়ীদের জবাবদিহি করতেই হবে”

ফিফার শীর্ষ পর্যায়ে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে উয়েফা তাদের বিবৃতিতে বলেছে, “পর্দার আড়ালে থাকা কিছু মানুষের বানানো গোপন ছক আর তড়িঘড়ি তা বাস্তবায়নের এই নোংরা খেলা এভাবে চলতে পারে না। ফুটবলের আদৌ এতে কোনো লাভ আছে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যারা এর নেপথ্যে আছে, তাদের খুঁজে বের করে জবাবদিহি করতেই হবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দিন ও সপ্তাহে উয়েফা তার সদস্য অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য কনফেডারেশনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবে। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে। ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হবে। “ফিফার বর্তমান নেতৃত্বের ওপর শুধু উয়েফার নয়, ফুটবল পরিবারের আরও অনেক সদস্যই আস্থাই হারিয়েছে।”

উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০১৬ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপ ‘বিক্রির’ পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা, এশিয়ারও ‘না’

পরিচয় ডেস্ক: ক্রমেই বড় সংকটে পড়ছে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। ইউরোপ ও উত্তর, মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের পর এবার এশিয়ার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনও (এএফসি) প্রকাশ্যে বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক অধিকার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। ফলে বিশ্বকাপসহ ফিফার প্রধান প্রতিযোগিতাগুলোর অংশীদারত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা এখন অনেকটাই কমে গেছে।

শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এএফসি জানায়, ইউরোপিয়ান ফুটবল সংস্থা উয়েফা এবং উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের সংস্থা কনকাকাফের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে তারা। ইনফান্তিনোর প্রস্তাব এমন একটি উদ্যোগ, যা বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োজনীয় ঐকমত্য ও ঐক্য অর্জন করতে পারবে না বলে মনে করে সংস্থাটি।

এএফসি আরও বলেছে, বিশ্বকাপ বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর। এই প্রতিযোগিতার শক্তি এসেছে সব কনফেডারেশন এবং বিশ্বের সেরা ফুটবল দেশগুলোর অংশগ্রহণ থেকে। তাই এমন কোনো প্রস্তাব, যা বিশ্বকাপের সার্বজনীনতা ও ঐক্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে, তা নতুন করে বিবেচনা করা উচিত।

এশিয়ার ৪৬টি সদস্য দেশের সমর্থন হারানো ইনফান্তিনোর জন্য বড় ধাক্কা। কারণ ফিফার মোট ২১১ সদস্য দেশের ভোটে এই প্রস্তাব পাস করাতে প্রয়োজন সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অর্থাৎ অন্তত ১০৬টি ভোট। কিন্তু উয়েফার ৫৫, কনকাকাফের ৩৫ এবং এএফসির ৪৬টি মিলিয়ে মোট ১৩৬টি ভোট রয়েছে। ফলে তারা একসঙ্গে বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোকে পদত্যাগের আহ্বান ফিফার শীর্ষ নেতাদের

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফায় বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে। টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক অধিকার বেসরকারীকরণের বিতর্কিত পরিকল্পনা থেকে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো শেষ পর্যন্ত সরে আসতে বাধ্য হলেও, তার নেতৃত্ব নিয়ে বিশ্বজুড়ে তীব্র অসন্তোষ ও বিরোধিতার ঝড় বইছে। উয়েফা এবং কনকাকাফের মতো শীর্ষ আঞ্চলিক সংস্থাগুলো এখন প্রকাশ্যেই ইনফান্তিনোর পদত্যাগ ও ফিফা প্রশাসনের আমূল সংস্কার দাবি করেছে। রোববার (২ আগস্ট) ব্রিটিশ সাংবাদিক বেন জ্যাকবস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে জানিয়েছেন,

ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা ইনফান্তিনোর প্রতি তাদের লিখিত সমর্থন পুরোপুরি প্রত্যাহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কনকাকাফ কনফেডারেশনের সদস্যরাও একই পথ অনুসরণ করতে চলেছে।

জ্যাকবস আরও যোগ করেন, ফিফার বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা এখন ইনফান্তিনোর পদত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছেন, কারণ তারা নিশ্চিত যে তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট অপেক্ষা করছে। সম্প্রতি ইনফান্তিনো ‘ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি নতুন বাণিজ্যিক সাবসিডিয়ারি চালুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

এবার ইনফান্তিনো ও ট্রাম্পের জামাতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি উয়েফার

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপ বিক্রির পরিকল্পনার জেরে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে উয়েফা। সেইসঙ্গে এই পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কোনো নথি নষ্ট না করার জন্যও তাকে সতর্ক করা হয়েছে।

টেলিগ্রাফ স্পোর্ট জানতে পেরেছে, জশুয়া কুশনার, গ্রেগ মাফেই, জেপি মরগান ও ওপেনইকোনমিকসকেও চিঠি দিয়েছে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। চিঠিতে বলা হয়েছে, এই ব্যর্থ উদ্যোগের কারণে তারা “সক্রিয়ভাবে আইনি পদক্ষেপ, সালিশি ব্যবস্থা এবং/অথবা নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে অভিযোগ দায়ের করার বিষয়টি বিবেচনা করছে।”

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
40th FOBANA 2026 New York, USA
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান-কে
উৎসর্গ করে ৪০তম
ফোবানা সম্মেলন
40th FOBANA
CONVENTION-2026
NEW YORK
September 04, 05 & 06
(Friday, Saturday & Sunday)
Venue :
Evangel Christian Center
ADD. 39-20 27th St, Long Island City, NY 11101
Fobona Hotel
দেশের ও প্রবাসের জনপ্রিয়
শিল্পীদের অংশগ্রহণের
তিন দিনব্যাপী
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Dr. Nurun Nabi
Chief advisor
Fobana Central Committee
(Founder of Fobana)
FOBANA Central Committee
Zakaria Chowdhury
Chairman
Dewan Moniruzzaman
Executive Secretary
40th Fobana Convention, NY, USA.
Nurul Amin Babu
Convenor
Monjur Kader
Member Secretary
Shofiqul Alam
Chief Patron
Email : fobanachairman@gmail.com
Host: NRB ASSOCIATION, USA.

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে কী প্রভাব পড়বে

পরিচয় ডেস্ক: জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে কার্যকর না করার অভিযোগ এনে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। একই সঙ্গে প্রতিযোগী ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, পাকিস্তানসহ ৬০ দেশের ওপরও ১০ ও সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক বসেছে।

এই দেশগুলো থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিয়মিত শুল্কের অতিরিক্ত হিসেবে নতুন এই শুল্ক আদায় করবে যুক্তরাষ্ট্র কাস্টমস। যেমন বাংলাদেশের পণ্যে গড় শুল্ক ১৫ শতাংশ। তার সঙ্গে নতুন শুল্ক যুক্ত হয়ে মোট শুল্ক দাঁড়াবে ২৫ শতাংশ। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও এভাবে শুল্কের হিসাব হবে। সাধারণত যে প্রতিষ্ঠান পণ্য আমদানি করে, তাকেই শুল্ক দিতে হয়। তবে কোনো দেশের পণ্যে বেশি শুল্ক থাকলে সেখান থেকে পণ্য কিনতে নিরুৎসাহিত হয় প্রতিষ্ঠান।

যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্কে বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্যে কী প্রভাব পড়বে, সে বিষয়ে একাধিক রপ্তানিকারক বলেছেন, গত ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন আদালতে পাল্টা শুল্ক স্থগিত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। সেটি মেয়াদ শেষ হতেই সমপরিমাণ নতুন শুল্ক বসছে। ফলে শুল্কহারে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও অতিরিক্ত উৎপাদন বিষয়ে আরেকটি তদন্ত করছে দেশটি। তাতে আবার শুল্ক আরোপ হলে দুশ্চিন্তার কারণ হলেও হতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্ট্রারের এক নোটিশে এই শুল্ক ঘোষণা করা হয়। এই শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর)। সংস্থাটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পথে থাকা পণ্য ২৮ জুলাই দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট পর্যন্ত এই শুল্কহার থেকে অব্যাহতি পাবে।

১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। যে ৬০টি দেশের ওপর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানির ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ আসে। তবে তেল, গ্যাস, সার এবং কিছু *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

টানা পাঁচবার নীতি সুদ অপরিবর্তিত রাখল ফেড, কী বার্তা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) টানা পঞ্চমবার নীতি সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর 'জাদুর কাঠি' নেই বলে মন্তব্য করেছেন ফেড চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ার্শ। তাঁর ভাষ্য, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগবে।

বুধবার ফেড সুদের হার ৩ দশমিক ৫ থেকে ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশের মধ্যে অপরিবর্তিত রাখে। বাজারও প্রত্যাশা করছিল, এমন সিদ্ধান্ত আসবে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে আগামী কয়েক মাসে মূল্যস্ফীতির চাপ আবার বাড়তে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। খবর বিবিসির

কেভিন ওয়ার্শ বলেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে হবে-এ প্রতিশ্রুতি থেকে ফেড সরে আসেনি। তবে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি ফেডের ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার ওপরে। ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সময় লাগবে।

ফেডের নীতিনির্ধারণী কমিটিতে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে ভোট দেন ৯ সদস্য। বিপক্ষে ছিলেন তিন সদস্য, তাঁরা সুদের হার সামান্য বাড়ানোর পক্ষে মত দেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বৈশ্বিক জ্বালানিবাজারে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এর প্রভাবে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আবার বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার ব্রেন্ট ক্রুড তেলের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রপ্তানি কনটেইনারের বুকিং কমিয়ে দিয়েছে শিপিং কোম্পানি, পরিবহন ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির অপেক্ষায় থাকা কনটেইনারের বুকিং ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে শিপিং কোম্পানিগুলো। এতে রপ্তানিকারক ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের জন্য নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আমদানিকারক, বায়িং হাউস, শিপিং এজেন্ট ও রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধিরা জানান, কিছু ক্ষেত্রে বুকিং নেওয়া হলেও লিড টাইম (ক্রয়াদেশ থেকে পণ্য সরবরাহ পর্যন্ত সময়) তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বেড়েছে। পাশাপাশি ফ্রেইট রেটও দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পরিবহনে এক মাস আগে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাইয়ে বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা: মাহদী আমিন

পরিচয় ডেস্ক: বিনিয়োগের সুযোগ অনুসন্ধান এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির প্রায় ৪৫ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফরে আসবেন।

এই ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদল সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করবেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গেও তাদের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

০১ আগস্ট শনিবার বিকেলে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বাইরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে তৈরি হোন্ডা এনএক্স২০০ যাচ্ছে মেক্সিকোতে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে উৎপাদিত হোন্ডা এনএক্স২০০ মোটরসাইকেল এবার রপ্তানি হচ্ছে মেক্সিকোতে। জাপানের হোন্ডা মোটর কোম্পানি লিমিটেড ও বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (বিএসইসি) যৌথ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

দীর্ঘ সরবরাহ শৃঙ্খলে বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে ১১৬% পর্যন্ত বলেছে সিপিডি

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘ ও অদক্ষ সরবরাহ শৃঙ্খলের কারণে বাংলাদেশে উৎপাদক থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ১১৬ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। এতে মূল্যস্ফীতি প্রতিনিয়ত উস্কে উঠছে এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলোর ওপর বৈষম্যমূলক ভাবে অতিরিক্ত বোঝা চেপে বসছে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
মাদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 📞 718-721-2012...
Call now

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে চীনকে এখনো টেক্কা দিতে পারে

বেন এ ভেগেল ও স্টিফেন জি ব্রুকস

অধিকাংশ হিসাব-নিকাশই বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক লড়াইয়ে বর্তমানে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে চীন। ২০২৫ সালের এপ্রিলে ওয়াশিংটন চীনের ওপর ভারী শুল্ক আরোপ করার পর, বেইজিং বিরল আর্থ-খনিজের ওপর রপ্তানি বিধিনিষেধ জারি করে পাল্টা জবাব দেয়। বেইজিংয়ের এই চালেই মূলত ট্রাম্প প্রশাসন পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।
এরপর ২০২৬ সালের মে মাসে বেইজিংয়ে যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের নেতা সি চিন পিং বৈঠক করেন, তখন আমেরিকান প্রতিনিধিদল তাদের খুব সীমিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়। ওই সম্মেলন থেকে ট্রাম্পের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল বেইজিংয়ের ২০০টি বোয়িং বিমান কেনার সম্মতি, যদিও বেইজিং সফরের আগে তিনি ৫০০টি বিমান বিক্রির বড় দাবি করেছিলেন।
তখন থেকেই অনেক বিশ্লেষক ধারণা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবে এই নৈরাশ্যবাদের অন্তরালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। চীনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধা এখনো অনেক বেশি।
ওয়াশিংটন দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে ২০২৫ সালের শুরু থেকে বেইজিংয়ের কাছে নতিস্বীকার করছে, বিষয়টি এমন নয়। বরং চীন তার সীমিত অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলো দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে ওয়াশিংটন তার শক্তিশালী ভান্ডার থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বেইজিংয়ের ওপর ওয়াশিংটনের কিছু মৌলিক ও কাঠামোগত সুবিধা রয়েছে। এর বড় কারণ হলো উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্রাংশ আমদানি এবং চীন তার রপ্তানিভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাজার বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ওপর নির্ভরশীল।

সর্বাত্মক চাল

চীনের হাতে কিছু শক্তিশালী অর্থনৈতিক অস্ত্র রয়েছে। ২০২৫ সালের মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধে বেইজিং তার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ারগুলোই ব্যবহার করেছিল, যার মধ্যে বিরল খনিজ রপ্তানি বন্ধের বিষয়টি অন্যতম।
২০২৫ সালের এপ্রিলে বিরল খনিজের ওপর প্রথম বিধিনিষেধ আরোপের পর থেকে বেইজিং দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে এগুলোকে কখনো কঠোর, আবার কখনো শিথিল করেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ওয়াশিংটনের সঙ্গে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে চীন কিছু বিধিনিষেধ স্থগিত করেছিল, কিন্তু ২০২৬ সালের জুনে এসে তারা চাপ আরও বাড়ায়।
বিশ্বের বিরল খনিজ উত্তোলনের প্রায় ৭০ শতাংশ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সক্ষমতার ৯০ শতাংশই বর্তমানে চীনের দখলে। যার অর্থ, এসব কাঁচামালের জন্য ওয়াশিংটন পুরোপুরি বেইজিংয়ের ওপর নির্ভরশীল। যদিও যুক্তরাষ্ট্রে চীনের বিরল খনিজ রপ্তানির বার্ষিক মূল্য ১০০ কোটি ডলারের কম, তবুও এই সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সংকটে পড়ে।
এ ছাড়া চীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য সয়াবিন আমদানিও স্থগিত করেছিল। ২০২৪ সালে মার্কিন সয়াবিন রপ্তানির অর্ধেকের বেশি গিয়েছিল চীনে। কিন্তু ২০২৫ সালের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত চীন আকস্মিকভাবে সয়াবিন কেনা বন্ধ করে দিলে বার্ষিক প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি (১৩ বিলিয়ন) ডলারের রাজস্ব ঝুঁকিতে পড়ে। এর সরাসরি আঘাত গিয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল কৃষিপ্রধান রাজ্যগুলোতে।
যুক্তরাষ্ট্রের যেসব পণ্য চীনা ক্রেতাদের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল, তার মধ্যে সয়াবিন সবার ওপরে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা তামার স্ক্র্যাপের রপ্তানি ২০২৪ সালে ছিল মাত্র ২৮০ কোটি ডলার। তা ছাড়া চীনের কাছে সয়াবিন কেনার জন্য ব্রাজিলের মতো বিকল্প অনেক দেশ রয়েছে। তবে বিরল খনিজ ও সয়াবিন হলো সামগ্রিক মার্কিন-চীন অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার চিত্রের ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এই দুটি ক্ষেত্রে চীন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পেরেছে। তবে এসব অস্ত্র স্বল্পমেয়াদে খুব কার্যকর হলেও একবার প্রয়োগ করা হলে তা দিন দিন দুর্বল হতে থাকে।
দুর্লভ আর অধরা থাকছে না

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প যে কারণে ইরান যুদ্ধ থেকে বের হতে পারছেন না

নাসরিন মালিক

গত কয়েক দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একে অপরের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ পরিস্থিতি দেখে যে কেউ ভাবতে পারেন, হয়তো অনেক আগেই তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অথচ মাত্র এক মাস আগেই তারা ইসলামাবাদ সমঝোতা নামে একটি চুক্তিতে সই করেছিল। সেই চুক্তির লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ শেষ করার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং চূড়ান্ত সমঝোতার জন্য ৬০ দিনের সময় নির্ধারণ করা। বাস্তবতা হলো, সেই চুক্তির পর খুব অল্প সময়ই পেরিয়েছে। কিন্তু এত বেশি কথার লড়াই, হুমকি ও পাল্টাপাল্টি হামলা হয়েছে যে যুদ্ধটি যেন বারবার শুরু ও শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। একই ধরনের বক্তব্য, একই ধরনের দাবি, একই ধরনের প্রতিক্রিয়া-সব মিলিয়ে একধরনের ক্লান্তিকর নাটক তৈরি হয়েছে।
কখনো বলা হচ্ছে যুদ্ধ শেষ, আবার বলা হচ্ছে যুদ্ধ চরমে। কখনো ইরানিদের সাহসী বলা হচ্ছে, আবার কখনো তাদের নেতাদের গালমন্দ করা হচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে তারা যুদ্ধবিরতি চায় না, আবার বলা হচ্ছে তারা সেটির জন্য অনুরোধ করছে। হরমুজ প্রণালি কখনো খোলা, কখনো বন্ধ, আবার কখনো আংশিক খোলা বলা হচ্ছে।
এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হওয়ার আশা নিয়ে। কিন্তু এখন তা ছয় মাসে প্রবেশ করছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন ইরানের ওপর বড় আকারে বিমান হামলা বাড়িয়েছে। ইরানও পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, অঞ্চলজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলো লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে। হুতি গোষ্ঠী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে অবরোধ ঘোষণা করেছে। এ কারণে যুদ্ধ এখন উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।
এ অবস্থায় ট্রাম্পের জন্য যুদ্ধ থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে গেছে। ইরান এখন বুঝে গেছে, হরমুজ প্রণালির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ একটি বড় কৌশলগত শক্তি। এ শক্তি হাতে রেখে তারা সহজে যুদ্ধ শেষ করবে না। আবার ট্রাম্পও এ অবস্থায় যুদ্ধ শেষ করতে পারছেন না।
তিনি যদি শুধু আগের অবস্থায় ফিরে যান, তাতেও তাঁর অবস্থান দুর্বল হবে। আবার পুরোপুরি যুদ্ধেও নামতে পারছেন না। কারণ, স্থলযুদ্ধ হলে তা দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী হবে। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ জন সেনা নিহত হয়েছেন। কিন্তু পেন্টাগন এ সংখ্যা কম দেখানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।
এখন প্রশ্ন, এরপর কী? বাস্তবতা হলো, ইতিমধ্যে এত খরচ ও ক্ষতি হয়েছে যে যুদ্ধ থামানোর বদলে আরও বেশি অর্থ ও প্রাণ এতে ঢালা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। এখন পেন্টাগন আরও ৬৭ বিলিয়ন ডলার চেয়েছে। হোয়াইট হাউসের বাজেট প্রস্তাব দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এই বিশাল ব্যয়ের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ খাতে ব্যয় কমে যাবে।
এ যুদ্ধের প্রভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; এতে ইরানের শিশু, সাধারণ মানুষ ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকিতে পড়ছে। তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে একই চিত্র দেখা যাচ্ছে।
জ্বালানি খরচ বাড়ছে, সরকারের বাজেটে চাপ তৈরি হচ্ছে। এমন অস্থির সময়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার কথা। কিন্তু ট্রাম্প তার পুরোনো শুল্কনীতি শেষ হওয়ার পর নতুন শুল্ক আরোপ করেছেন।
তাঁর দাবি, অন্যান্য দেশ জোরপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অনেকের কাছে এই যুক্তি হাস্যকর মনে হতে পারে। কারণ, ট্রাম্প প্রশাসনের এমন নৈতিক উদ্বেগ রয়েছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন।
এ পরিস্থিতিতে কোনো ভর্তুকি বা মূল্য নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়। কারণ, বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহন ও উৎপাদনের কেন্দ্রে যে ধাক্কা লেগেছে, তা সামাল দেওয়া সহজ নয়। পুরো বিশ্ব যেন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের কাছে বন্দী হয়ে গেছে, যে রাষ্ট্র তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার করছে ব্যক্তিগত অহংকার ও অজ্ঞতার জন্য।
ট্রাম্প এখন এই যুদ্ধ থেকে বের হতে পারছেন না। শান্তির মূল্য তিনি দিতে পারছেন না। আর তার এই অক্ষমতার খেসারত দিচ্ছে পুরো বিশ্ব।
নাসরিন মালিক দ্য গার্ডিয়ানএর কলাম লেখক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

চোখের সামনে নৃশংস ঘটনা দেখে মানুষ ভিডিও করে, কিন্তু প্রতিবাদ করে না

শাহানা হুদা রঞ্জনা

পরিচিত একজন সাপোর্ট স্টাফের বাসা আদাবর এলাকায়। সেদিন জানালেন তার ১০ বছরের ছেলেটা চোখের সামনে একজনকে কোপাতে দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং ঘুমাতে পারছে না প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল।

তাদের বাসার সামনে দিনে-দুপুরে এই ঘটনা ঘটেছে। ছেলেটি তখন কেবল স্কুল থেকে এসে বন্ধুদের সাথে বাসার বাইরে খেলছিল। হঠাৎ চিৎকার, চেঁচামেচি শুনে কিছু বোঝার আগেই দেখলো একটা ছেলেকে মাটিতে ফেলে, আরো চার-পাঁচ জনে মিলে তাকে কোপাচ্ছে। আহত ছেলেটি পরে মারা গেছে।

শিশুটির মা চেঁচামেঁচি শুনে এসে বাইরে দাঁড়াতেই দেখে এই দৃশ্য। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন মা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছেলেকে বুকে জাপটে ধরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর থেকেই ছেলে খেতে পারছে না, স্কুল যেতে ভয় পাচ্ছে, বাইরে খেলতে যেতেও ভয় পাচ্ছে। মা-বাবা বুঝতে পারছেন না সন্তানকে কীভাবে স্বাভাবিক করে তুলবেন। এই একই অবস্থা ওর বন্ধুদেরও।

কেন নির্দয় হয়ে উঠছে এই সমাজ? কেন থামানো যাচ্ছে না অপরাধ? বাড়ছে খুন, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সহিংসতা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার, চুরি, ডাকাতি, এবং ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা। কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। অন্তর্বতী সরকারের সময় চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছিল, তাকে আবার লাইনে ফেরানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে সরকারের পক্ষে।

ওচলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সহিংসতার ৮৩০টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫৬ জন, আহত ৫ হাজার ২৪৬ জনের বেশি। চলতি মাসেও সারা দেশে ১০টির বেশি চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে গত দেড় বছরে সারা দেশে অন্তত ৭৪৮টি রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ১৫৭ জন, আহত হয়েছেন ৭ হাজার ৩৮১ জন। অভিযোগ, অপরাধীদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের প্রশ্রয়ে বেপরোয়া২ (সূত্র: আগামীর সময়)

পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, গত ১ মে থেকে ১৪ জুলাই প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তবে গোয়েন্দা তথ্য বলছে, বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমারের ব্ল্যাক ট্রায়াঙ্গেল এবং থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া থেকে দেশে ঢুকছে একের পর এক অস্ত্রের চালান। স্থল ও বঙ্গোপসাগরের অরক্ষিত অন্তত ১৫টি রুটে আসা চালানের মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে ক্রিপ্টো কারেন্সিতে। এর বাইরেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে থেকে বড় বড় অস্ত্রের চালান নিয়ে এসেছেন অস্ত্র কারবারিরা। এরই মধ্যে এসব অস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

এছাড়াও শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কারাগারের বাইরে, ২৪ এর আগস্টের লুণ্ঠিত অস্ত্র এদের হাতে, কিশোর গ্যাং জোট বেঁধেছে এইসব দাগী সন্ত্রাসীদের সাথে, সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গিরাও সেই সময়ের আইনশৃংখলা পরিস্থিতির দুর্বলতাকে পুঁজি করে বেরিয়ে এসেছে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে, চারিদিকে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য তৈরি হয়েছে। পুলিশের পক্ষে এদের নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরাধের বিচার না হওয়া বা বিলম্বিত হওয়ার পেছনে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে। বহুবছর ধরেই এমনটা হয়ে আসছে, সব সরকারের সময়ই প্রভাবশালী মহল বলে একটা মহল থাকে। এই মহল কারা, কীভাবে কাজ করে, কাদের দ্বারা কাজ করে এই তথ্য আইনরক্ষাকারী ব্যক্তিরা জানলেও বিভিন্ন কারণে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না। শুধু রাজনৈতিক সরকার নয়, ২০২৪ এর অন্তর্বতী সরকারের ভিতরেও এই প্রভাবশালীদের চক্কর দেখা গেছে।

এই প্রভাবশালীদের কারণেই বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু হয়েছে। অপরাধ করবে কিন্তু বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না, এটাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরাধ বিশ্লেষক ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য বলছে, রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বের চেয়ে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি, টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, মাদক ব্যবসা, নারী ব্যবসা, প্রভাব বিস্তার *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা রূপান্তর: যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

নীল এন টিংকু

ধরুন, যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাধারণ পরিবারের কথা। পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করেন না।

তারা নিয়মিত তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (প্রাইমারি) চিকিৎসকের কাছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাদান, রোগ প্রতিরোধমূলক স্ক্রিনিং এবং স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য যান।

পরিবারের কারও যদি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হাঁপানির মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগ ধরা পড়ে, তাহলে একজন নির্দিষ্ট চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চিকিৎসা ও ফলো-আপ চলতে থাকে।

প্রয়োজন হলে সেই চিকিৎসকই রোগীকে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠান, চিকিৎসার সমন্বয় করেন এবং রোগীর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য তথ্য ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ডে সংরক্ষণ করেন। ফলে চিকিৎসা হয় ধারাবাহিক, সমন্বিত এবং রোগীকেন্দ্রিক।

এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি হলো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা।

এখানে পারিবারিক চিকিৎসক, ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ, নার্স প্র্যাকটিশনার, ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা একটি সমন্বিত দল হিসেবে কাজ করেন।

ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (ইএইচআর), টেলিমেডিসিন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সুসংগঠিত রেফারেল ব্যবস্থা রোগ দ্রুত শনাক্ত করতে সাহায্য করে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন কমায় এবং চিকিৎসা ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি রোগ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়, রোগীরা উন্নত মানের চিকিৎসা পান এবং মানুষের গড় আয়ু ও জীবনমান বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশও গত কয়েক দশকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিশেষ করে মাতৃ-স্বাস্থ্য, শিশুর টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা এবং সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত এবং মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তবে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নগরায়ণ, জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং মানুষের আয়ু বৃদ্ধির কারণে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক, কিডনি রোগ, ক্যানসার এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগ দ্রুত বাড়ছে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এখনো মূলত রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা দেওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

অধিকাংশ মানুষের নির্দিষ্ট পারিবারিক চিকিৎসক নেই, ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ডের ব্যবহার সীমিত, বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় দুর্বল এবং গ্রামীণ এলাকায় দক্ষ চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি রয়েছে।

ফলে অনেক রোগী জটিলতা তৈরি হওয়ার পর হাসপাতালে আসেন, যা বড় হাসপাতালগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং চিকিৎসা ব্যয়ও বাড়িয়ে দেয়।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে একটি বড় সুযোগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সফল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মূল নীতিগুলো গ্রহণ করে এবং দেশের শক্তিশালী কমিউনিটি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে একটি আধুনিক ও কার্যকর স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ধীরে ধীরে সমন্বিত ফ্যামিলি হেলথ সেন্টারে রূপান্তর করা যেতে পারে, যেখানে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং টেলিমেডিসিন একসঙ্গে প্রদান করা হবে।

একই সঙ্গে একটি জাতীয় ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (ইএইচআর) ব্যবস্থা চালু করলে রোগীর স্বাস্থ্য তথ্য দেশের যেকোনো স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সহজেই ব্যবহার করা যাবে।

পরিবারভিত্তিক চিকিৎসক, নার্স এবং কমিউনিটি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

Event Partner
NYSADC
Grand Sponsor
GOLDEN AGE HOME CARE
Powered By
ALL COUNTY হোম কেয়ার
Muhammad Kader CIP
CEO
585-456-0739
Organized By
BANGLADESH SOCIETY, INC.
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
SAUP
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
ONE REGION · ONE CULTURE · ONE FUTURE
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
CELEBRATING OUR CULTURE, HERITAGE & COMMUNITY
August 9, 2026
Sunday
10 AM to 3 PM
PLACE: 37 AVE BETWEEN 69 ST TO 87 ST
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Chief Guest (Invited)
Honorable Zohran Mamdani
Mayor, New York City
Guest of Honor
Honorable Donavan Richards
Queens Borough President (Guest Speaker)
Honorable Melinda Katz
Queens District Attorney (Guest Speaker)
Chief Advisor
Muhammad Kader, CIP
Chairman Community Affairs
Sifa Bhuiyan
Chairman Woman Affairs
Shamsun Nahar Sheikh
Advisor
Dr. Abu Zubair Dara
Dr Golam Matabar
Dr. Sadia Afrin
Abdul Hasim Hasnu
Badrul Khan, Mohammad Pier
Aldin Blue, Jasim Uddin
Eng. Mohammad A Khalek
Saif Naigra, ABM Osman Goni
Abdur Rahim Badsha
Kabir Ratan, Md. Akhtar Hossain
Faruk Hossain Mazumder
Sirajuddin Sohag
S M Mahabubur Rahman Titu
Maksudul Haque Chowdhury
Bipul Uzzal, Sakawat Biswas
Joy Chowdhury
Farhana Chowdhury
Renowned Singer
RANU AMENA NAWAZ
Film Actress
SHIRIN SHILA
TV Actress
SAFA KABIR
Theme Song Lyrics
Humayun Kabir Dhali
Grand Marshal
SHAH NAWAZ, MBA, CIP
Presenter
Sharmina Siraz Sonia
MOHAMMAD ZAHID
CEO
SHAJADI PARVIN SARAH
1st AIDE HOME CARE INC
Cell: 201-982-3140
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
PH: 917-396-4140
KR SHERA INC
KIM & ASSOCIATES
917-667-7324
347-968-8499
www.krshera.com
NOOR PHARMACY
Call: 347-396-5303
Add: 37-03 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
FAHEEM HOSSAIN
Mortage Broker
Call: 718-864-4417
Email: faheem@gorascal.com
Blue Green Insurance Brokerage
AUTO/TLC INSURANCE HOME & BUSINESS INSURANCE
Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL
Nuruzzaman Sardar
Licensed RE Salesperson
MASUD SIRAZI
Licensed Realtor
646-363-0331
KW LANDMARK II
HABIBUR R. TUHIN
President, CIVA USA Inc.
347-656-5207
37-22, 73rd St, Suite: 1D Jackson Heights, NY-11372
Parade Executive Committee
Chairperson Cultural Affairs
Ranu Amena Nawaz
Convenor
Mohiuddin Dewan
Chief Coordinator
Shah Shahidul Haque
Member Secretary
Mohammad Alam Nomi
Cultural Secretary
Anik Raj
Bangladesh Society, Inc.
Athaur Rahman Salim
President
Bangladesh Society, Inc.
Mohammed Ali
General Secretary
Bangladesh Society, Inc.
Coordinator
Jahangir Alam Joy
Toriqul Hossain Badol
Co-Convenor
Nuruzzaman Sardar
Iqbal Hossain
Khairul Islam Khokan
J Mollah Sunny
Amin Mehedi, MR Khan Salim
Joint Member Secretary
Mia Mohammad Dulal
Rukon Hakim
Nowshad Haider
Gonesh Kirtonia
Trustee Board of Bangladesh Society: Mohammad Akhter Hossain, Kazi Azharul Hauqe Milon, Azimur Rahman Burhan, Mohammed Atwarul Alam, Abdur Rahim Howlader, Dr. Mohammed Enamul Hoque MD., Juned Ahmed Chowdhury, Kazi Sakawat Hossain Azam, MD. Fakrul Islam Delwar, Ahsan Habib, Naim Tutul.
Organizer: Shakil Miah, Redwana Razzaque (Shetu), Jabed Uddin, Sabita Das, Mina Islam, Md Abul Kalam Azad, Masud Rana Topan, Miah Alim Pakhi, Nazmul Alam Samal, Shahadat Hossain.
Bangladesh Society: Md. Kamruz Zaman Kamrul (Vice President), Abul Kalam Bhuiyan (Asst. General Secretary), Mofijul Islam Bhiyan (Treasurer), Duke Khan (Organizing Secretary), Rezu Mohammed (Public & Publicity Secretary), Md. Jamil Ansari (Social Welfare Secretary), Md Akhter Babul (Literary Secretary), Asrab Ali Liton (Sports & Ent Secretary), Mohammad Hassan Zilani (School & Edu Secretary), Executive Member: Md A Siddique, Harun Chairman, Abul Kashem Chowdhury, Jahangir Shahid Suhrawardhy, Mansur Ahammad, Hasan Khan.
In collaboration with: Mir Nizamul Haque, Didarul Islam, Kazi Pervez, Sayed Sawkat, Arif Chowdhury, Shamim Ahmed, Sahana Hossain, Rumana Ahmed, Nur Alam Mina
Entertainment Organizer: Belal Ahmed, Badruduzza Sagor, Ajazul Islam
Supported By
WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA
SPECIAL THANKS
আজকাল
ঠিকানা
পরিচয়
প্রথম আলো
বাঙালী
ইনকিলাব
বাংলা গেজেট
The Generation
বাংলা পোস্ট
প্রবাস
রূপসী বাংলা
CHANNEL 14
KIRON TV
For more info Call: 347 476 9424 | 718 300 6953 | 917 523 1344 | 646-512-8551

AFGHANISTAN
BHUTAN
BANGLADESH
INDIA
MALDIVES
NEPAL
PAKISTAN
SRI LANKA
TOGETHER IN DIVERSITY, UNITED IN PRIDE
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
ONE REGION • ONE COMMUNITY • ONE FUTURE
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
ONE REGION • ONE COMMUNITY • ONE FUTURE
SUNDAY AUGUST 9, 2026
10:00 AM – 3:00 PM
ALONG 37TH AVENUE
BETWEEN 69TH STREET & 87TH STREET
JACKSON HEIGHTS, NEW YORK
GRAND MARSHAL & SPONSOR
SHAH NAWAZ
PRESIDENT & CEO
SHAH NAWAZ GROUP
A Visionary Leader. A Community Champion.
A Proud Supporter of Our Community.
BUSINESSES & ORGANIZATIONS
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
NY INSURANCE BROKERAGE INC.
CAREER ACADEMY OF NEW YORK INC.
GALAXY DRIVING INC.
NY CAR & LIMO SERVICES INC.
PERFECT AGE ADULT DAY CARE
PERFECT COORDINATION LLC.
NEW YORK BANGLAMITRA (NBTV)
SHAH NAWAZ PUBLICATION INC.
আজকাল WEEKLY AJKAL INC.
SHAH NAWAZ BROKERAGE INC.
SSRR PROPERTIES INC.
NYSADC NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
GOLDEN SUN ADULT DAYCARE
GOLDEN AGE LUXURY HALL INC.
SOCIAL AFFILIATIONS & LEADERSHIP ROLES
NY BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB (DISTRICT 20-R2)
JAMAICA BANGLADESH ASSOCIATION (JBA)
FEDERATION OF BANGLADESHI AMERICANS IN NORTH AMERICA (FOBANA)
QUEENS BOROUGH COMMUNITIES
BANGLADESHI AMERICAN FRIENDSHIP SOCIETY OF NEW YORK
AMERICAN BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION (ABBA) CHAIRMAN & PRESIDENT
PAST LEADERSHIP ROLES
PRESIDENT – JACKSON-HEIGHTS BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION (JBBA)
ADVISOR – JAMAICA BANGLADESHI FRIENDS SOCIETY (JBFS), NORTH AMERICA
COMMUNITY BOARD MEMBER – QUEENS BOROUGH
TRUSTEE BOARD CHAIRMEN – BANGLADESH SOCIETY INC.
EDUCATION
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS UNIVERSITY OF DHAKA
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION (IBA), DHAKA UNIVERSITY
POST-GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION (PGDPM) INSTITUTE OF MANAGEMENT, DHAKA, BANGLADESH
AWARDS & CREDENTIALS
RECOGNIZED AND HONORED BY THE MAYOR OF NYC, CONGRESS MEMBERS, STATE SENATORS, ASSEMBLY & COUNCIL MEMBERS, AND LEADING SOCIO-CULTURAL ORGANIZATIONS INCLUDING BANGLADESH SOCIETY AND OTHERS.
RECIPIENT OF THE CIP AWARD FROM THE GOVERNMENT OF BANGLADESH.
CIP AWARD
CELEBRATING OUR HERITAGE. BUILDING A STRONGER FUTURE.

ভিটামিন সি কেন দরকার

পরিচয় ডেস্ক: ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে ভিটামিন সি ভীষণ কার্যকরী। ত্বকের যত্নে যতই প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি না থাকলে লাভ নেই।

ভিটামন সি আসলে অ্যাসকরবিক এসিড। বিটা-ক্যারোটিনের পাশাপাশি ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন সিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের সমতা বজায় রাখতেও এই ভিটামিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে এবং ত্বককে টান টান রাখতেও ভিটামিন সি প্রয়োজন।

আরও যেসব কারণে ভিটামিন সি দরকার

ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের উৎস, যা বার্ধক্যজনিত কারণে কোষ ধ্বংস হওয়া রুখে দেয়।

ঘন ঘন জ্বর হচ্ছে? রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করে ভিটামিন সি।

খাবার থেকে আয়রন শোষণ করতে এবং রক্তের লোহিত কণিকা উৎপাদন করতে ভিটামিন সি কাজে লাগে।

হার্ট ভালো রাখতেও সাহায্য করে ভিটামিন সি। হার্টের শিরা ও ধমনীর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী 'ক্যাপিলারি'গুলিকেও সুরক্ষিত রাখে।

ক্ষত নিরাময় করতে বা অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করতে সাহায্য করে ভিটামিন সি।

যেসব খাবারে পাবেন ভিটামিন সি

কাঁচা মরিচ

কাঁচা মরিচ ভিটামিন সির উৎস। পুষ্টিবিদদের মতে, ১০০ গ্রাম কাঁচা মরিচ থেকে প্রায় ১৪৪ মিলিগ্রাম ভিটামন সি পাওয়া যায়। আবার, অনেকেই রান্নায় শুকনো মরিচ ব্যবহার করেন। এই গোত্রের মরিচে ঝালের মতোই ভিটামিন সির পরিমাণ বেশি। ১০০ গ্রাম শুকনো মরিচে এই ভিটামিনের পরিমাণ প্রায় ২২৯ মিলিগ্রাম।

পেয়ারা

পেয়ারা ভিটামিন সির ভালো উৎস। ১০০ গ্রাম পেয়ারা থেকে প্রায় ২২৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এছাড়াও এ ফলটি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণের জন্য ভালো।

হার্ট ভালো রাখুন ৩ উপায়ে

পরিচয় ডেস্ক: চারপাশে অস্থির সময়। দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে অফিস, আদালত, রাস্তাঘাট সর্বত্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাই মানসিক চাপ কমানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। হৃদয়েরও তাই খেয়াল রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। দুশ্চিন্তা, অত্যধিক উদ্বেগ হৃদরোগের অন্যতম কারণ। সুস্থ থাকতে হলে জীবনে কিছুটা তো পরিবর্তন আনতেই হবে। রইলো তিন পরামর্শ:

শরীরচর্চার অনীহা নয়

সুস্থ থাকতে হলে শরীরচর্চার বিকল্প হয় না। তবে না বুঝে শুধু শরীরচর্চা করলেই হবে না জানতে হবে নিয়মাবলী। কী ধরনের ব্যায়াম করবেন, কত ক্ষণ ধরে করবেন, রোজই করবেন কি না। এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া জরুরি। হার্ট ভালো রাখার জন্য কার্ডিয়ো ব্যায়াম জরুরি। কার্ডিয়ো ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটা বা দৌড়ানো কিংবা ব্যাডমিন্টন খেলতে পারেন। সাইকেল কিংবা সাঁতারও কিন্তু চমৎকার ব্যায়াম।

স্বাস্থ্যকর ডায়েট

আজকাল রোগা হতে চান কমবেশি সবাই। কিন্তু আবার তেল-ঝোল, মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি ছাড়া যেন মুখে রোচেই না। রোজ রোজ নতুন রেস্টুরেন্ট, নতুন মেন্যু এক্সপ্লোর করা এখন ট্রেন্ড। এছাড়াও প্রক্রিয়াত ও প্যাকেটজাত খাবার তো হারহামেশাই খাওয়া হয়। ডায়েটে এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার হার্টের রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হচ্ছেন, এমন রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। তাই হৃদয় সুস্থ রাখতে হলে স্বাস্থ্যকর ডায়েট ভীষণ জরুরি।

হার্ট ভাল রাখতে সুষম খাবার খান। পাতে রাখুন ঘরে তৈরি খাবার। যেমন, ভাত, রুটি, ডাল, সবজি, ডিম, মাছ, মাংস, ফলমূল, দুধ সব মিলিয়েই খেতে হবে। ডায়েটে রাখুন ডাল যা প্রোটিনের চাহিদা মেটাবে। খান প্রচুর সবুজ শাকসবজি যা ফাইবার, খনিজ, ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করবে। শর্করার চাহিদা পূরণে ভাত-রুটি তো ডায়েটে থাকেই। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্য মাছ জরুরি।

মাইগ্রেনের ব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

পরিচয় ডেস্ক: মাথা ব্যথার অনেক কারণ ও অনেক ধরন আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে মাথা ব্যথাটা মানুষকে কাবু করে ফেলে, সেটা হচ্ছে মাইগ্রেনের ব্যথা। এটা মানুষের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। মাইগ্রেনের ব্যথার সঠিক কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। কিন্তু কিছু কারণ বিজ্ঞানীদের জানা আছে।

কারণ

জিনগত প্রভাব : পরিবারে কারো মাইগ্রেনের ইতিহাস থাকলে আপনিও এই সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন।

নিউরোলজিক্যাল কার্যকলাপ : মস্তিষ্কের রাসায়নিক কার্যকলাপে ভারসাম্যহীনতা মাইগ্রেনের ব্যথার কারণ হতে পারে; বিশেষ করে সেরোটোনিন হরমোনের মাত্রা কমে গেলে মাইগ্রেনের আশঙ্কা বাড়ে।

পরিবেশগত কারণ : আলো, শব্দ ও গন্ধের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা অনেক সময় মাইগ্রেনের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে।

অতিরিক্ত সূর্যের আলো, তীব্র গন্ধ বা জোরালো শব্দে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হতে পারে।

খাবার ও পানীয় : কফি, চকোলেট, অ্যালকোহল, প্রসেসড ফুড এবং অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবারও মাইগ্রেনের ট্রিগার হতে পারে। এ ছাড়া দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায়। এ কারণেও মাইগ্রেনের ব্যথা হতে পারে।

হরমোন পরিবর্তন : নারীদের পিরিয়ডের সময় হরমোনের তারতম্য ঘটে, তখন মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়তে পারে।

জীবনযাত্রা ও মানসিক চাপ : অনিদ্রা, অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা মাইগ্রেনের ব্যথার একটি বড় কারণ হতে পারে।

বাঁচার উপায়

নিয়মিত ঘুম : পর্যাপ্ত ও নিয়মিত ঘুম মাইগ্রেনের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমানো ও জেগে ওঠার অভ্যাস করুন।

সুষম খাদ্য গ্রহণ : খাবারে ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং খাবারের সময়সূচি মেনে চলুন।

দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে মাইগ্রেনের ব্যথ্যা শুরু হতে পারে, তাই সময়মতো খাওয়া জরুরি।

স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ : স্ট্রেস বা মানসিক চাপ মাইগ্রেনের অন্যতম উদ্দীপক। নিয়মিত যোগব্যায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করলে মানসিক চাপ কমানো যায়।

ট্রিগার চিহ্নিত করা : মাইগ্রেনের কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মাইগ্রেন ট্রিগার করতে পারে এমন খাবার বা পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

শরীরচর্চা : নিয়মিত শরীরচর্চা রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়। এগুলো মাইগ্রেন প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ওষুধ : মাইগ্রেনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করলে মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সূত্র : যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস অবলম্বনে দাওয়াই ডেস্ক

লিভার ভালো রাখবে যে সবজি

পরিচয় ডেস্ক: আজকাল আমাদের বেশির ভাগেরই জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে লিভারের ওপর। এই অঙ্গটির কার্যক্ষমতা দিন দিন কমছে। এমনকি পিছু নিচ্ছে বহু জটিল অসুখও। আর এমনটা আঁচ করেই সকলকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুস্থ থাকতে চাইলে লিভারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতেই হবে। সেক্ষেত্রে সবার প্রথমে বাইরের খাবার, মিষ্টি ও অ্যালকোহল খাওয়া ছাড়তে হবে। তার বদলে খেতে হবে বাড়ির তৈরি খাবার।

পাশাপাশি নিয়মিত খাবারে রাখতে হবে ঝিঙার মতো উপকারী একটি সবজি। তাতেই মিলবে উপকার।

যে উপকার পাবেন ঝিঙাতে

এই সবজিতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৬, আয়রন ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজ। শুধু তাই নয়, এই সবজিতে আছে বহু জরুরি অ্যালকালয়েড ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

এর পাশাপাশি নিয়মিত এই সবজি খেলে দেহে বেশ কিছুটা পরিমাণে ফাইবারও পৌঁছে যায়। যার ফলে দূরে থাকে জটিল অসুখ। তাই তো বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত এই সবজি খেতে বলেন।

লিভার ভালো রাখবে ঝিঙা

এই সবজিতে উপস্থিত কিছু উপাদান লিভারে জমে থাকা টক্সিনকে শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে। যার ফলে এই অঙ্গের কার্যকারিতা বাড়ে।

পাশাপাশি এই সবজিতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের গুণে কমে প্রদাহ। সে কারণে বড়সড় সমস্যা এড়িয়ে চলা যায়।

তবে এখানেই শেষ নয়, এই সবজি লিভারের বাইল উৎপাদনের ক্ষমতা কিছুটা হলেও বাড়ায়।

ডিমেনশিয়া প্রতিরোধে পুদিনাপাতা

পরিচয় ডেস্ক: আপনি কি জানেন, পুদিনা মস্তিষ্কের সুরক্ষা দিতে এবং ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে পারে?

সতেজ পুদিনাপাতার রস বা চা স্বাদের জন্য দুর্দান্ত। দৈনন্দিন রুটিনে মাত্র এক চামচ পুদিনাপাতার রস খেয়ে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস রোধ করা সম্ভব।

ডিমেনশিয়া একটি জটিল রোগ। এটি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ক্ষতির কারণে হয়। এই ক্ষতির ফলে স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, ভাষা ব্যবহার এবং দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতা চলে যায়।

ডিমেনশিয়া কেন হয়

আলঝেইমার রোগ: এটি ডিমেনশিয়ার সাধারণ কারণ। এই রোগে মস্তিষ্কে অ্যামিলয়েড এবং টাউ নামক বিষাক্ত পদার্থ জমে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কের কোষ ধ্বংস হয়।

ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া: স্ট্রোক বা মস্তিষ্কের রক্তনালির ব্লক হওয়ার ফলে একধরনের ডিমেনশিয়া হয়।

লেভি বডি ডিমেনশিয়া: এই রোগে মস্তিষ্কের কোষে অস্বাভাবিক প্রোটিন জমে যায়।

ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া: এই রোগে মস্তিষ্কের সামনের অংশ এবং কপালের অংশের কোষ ধ্বংস হয়।

ডিমেনশিয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে মস্তিষ্কে আঘাত, মস্তিষ্কের টিউমার, হাইড্রোসেফালাস, বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ, ভিটামিনের অভাব ইত্যাদি।

ডিমেনশিয়ার লক্ষণ

- স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া
- ভাষা ব্যবহারে সমস্যা
- চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া
- দৈনন্দিন কাজ করতে অসুবিধা
- ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন
- বিভ্রান্তি
- মেজাজের পরিবর্তন
- অবসাদ

এখনো ডিমেনশিয়ার নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। তবে কিছু কিছু ওষুধ দিয়ে লক্ষণগুলো অনেকটা কমানো যায়; পাশাপাশি থেরাপি, সামাজিক যোগাযোগ এবং পরিবারের যত্নের মাধ্যমে রোগীর জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত করা যায়।

যেহেতু ডিমেনশিয়ার চিকিৎসা নেই, তাই এর প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে ক্ষেত্রে পুদিনাপাতা হচ্ছে সহজ উপায়।

কীভাবে পুদিনা ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করতে পারে

পুদিনায় মানুষের শরীরের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যৌগ থাকে। এগুলো মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ: এতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। যেমন রোম্যারিনিক অ্যাসিড। এটি মস্তিষ্কের কোষগুলোকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো আলঝেইমার রোগ এবং ডিমেনশিয়া থেকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করে।

মস্তিষ্কের কার্যকলাপ উন্নত করে: নিয়মিত পুদিনা সেবন মস্তিষ্কের কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনকেও সতেজ রাখে।

মোবাইল ফোন ব্যবহারে মস্তিষ্কের ক্যানসার হয় না

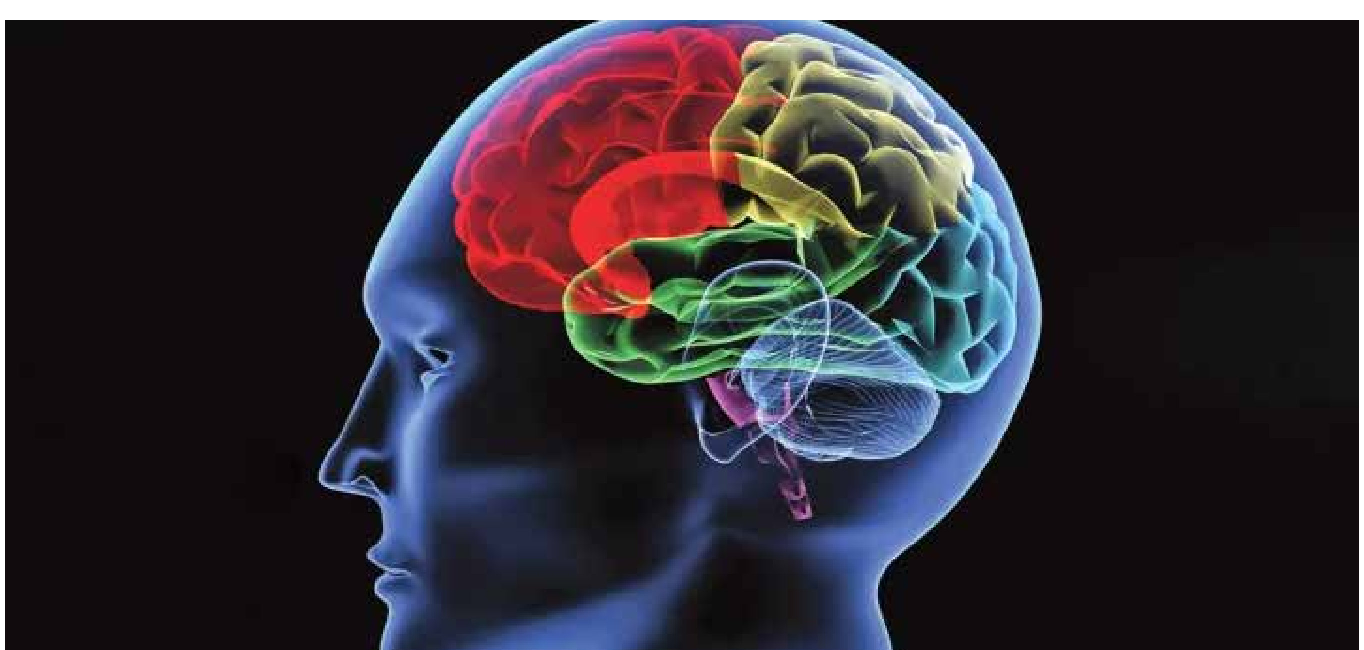

এখন পর্যন্ত হওয়া প্রধান প্রধান গবেষণা এবং পর্যালোচনাগুলোতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্যানসার বা অন্যান্য মাথা ও গলার ক্যানসারের কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি ‘এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল’ জার্নালে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় তেমন তথ্যই জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মোবাইল ফোন থেকে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে বিকিরণ নির্গত হয়। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর নিরাপত্তার সীমা নির্ধারণ করা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন বা এফসিসির মতো আরও অনেক সংস্থা মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ওয়্যারলেস ডিভাইস থেকে নিঃসৃত বিকিরণ মানবদেহের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে আছে কি না, তা পরখ করে।

মোবাইল ফোন থেকে নির্গত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বা আরএফ বিকিরণ নন-আয়নাইজিং। অর্থাৎ এতে পর্যাপ্ত শক্তি নেই, যা ইলেকট্রনকে বের করে আনতে বা সরাসরি ডিএনএর ক্ষতি করতে পারে। অন্যদিকে আয়নাইজিং বিকিরণ (যেমন এক্স-রে, গামা রশ্মি) ডিএনএর ক্ষতির মাধ্যমে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তবে মোবাইল ফোন ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কেমন হতে পারে, সেগুলো এখনো গবেষণার অধীনে আছে। বর্তমান প্রমাণ অনুযায়ী সাধারণ মোবাইল ফোন ব্যবহার ক্যানসারের ঝুঁকির ক্ষেত্রে নিরাপদ বলেই ধরে নেওয়া হয়।

সূত্র: ওয়েব এমডি ডটকম

রান্নাবান্না

কাশ্মীরি ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: কাশ্মীরি ইলিশ সুস্বাদু ও জিভে পানি আনার মতো ইলিশের এক পদ। খুব সহজেই সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়ে আপনি ঘরেই তৈরি করতে পারবেন পদটি।

উপকরণ: ৪/৫ টি ইলিশ মাছের টুকরা, ১ চামচ পোস্ত বাটা, ১ বড় চামচ কাশ্মীরি মরিচ বাটা, লবণ-চিনি পরিমাণমতো, জিরা গুঁড়া, হলুদ, সরিষার তেল,

প্রণালী : একটি বড় কড়াইয়ে তেল গরম করুন।

তারপর তেলের মধ্যে নুন, হলুদ মাখানো ইলিশের টুকরা ভালো করে ভেজে নিন। ভাজা শেষ হলে মাছ তুলে নিয়ে সেই কড়াইয়েই কাশ্মীরি মরিচ বাটা, জিরা গুঁড়া দিয়ে ভালো নেড়ে নিন। কিছুক্ষণ কষতে দিন। কষানো হয়ে গেলে সামান্য পানি দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ ও চিনি মিশিয়ে মাছটা ভালো করে ফুটতে দিন।

মিনিট সাতেক পর নামিয়ে নিন। চাইলে কাঁচা মরিচও দিতে পারেন। গরম গরম ভাতে দারুণ লাগবে এই কাশ্মীরি ইলিশ।

আম-কাসুন্দি ইলিশ

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৫/৬ টুকরো, সাদা সরিষা বাটা, কালো সরিষা বাটা, সরিষার তেল, কাঁচা আম বাটা (মানানসই অন্য যেকোনো ফল/সবজি), কালো জিরা, শুকনা মরিচ, লবণ, হলুদ, চিনি, মরিচের গুঁড়া, কাঁচা মরিচ।

প্রণালী : মাছগুলো প্রথমে ধুয়ে লবণ-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। তেল গরম করে হালকা ভেজে নিন।

সেই তেলেই এবার কালো জিরা, শুকনা মরিচ ফোড়ন দিয়ে তাতে কাঁচা আম বাটা বা অন্য যেকোনো ফল/সবজি দিন। লবণ, হলুদ, চিনি দিয়ে কষান। তেল ছাড়লে ১ কাপ পানি দিন।

এবার দুই রকম সরিষা বাটা দিয়ে ফুটতে দিন। তাতে চেরা কাঁচা মরিচ দিন। ফুটে হালকা পানি কমলে তাতে ইলিশ মাছের পিসগুলো দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ কম রাখুন। নামানোর আগে কাঁচা সরিষার তেল ছড়িয়ে দিয়ে ফের ঢাকনা বন্ধ রাখুন। ব্যস, তৈরি আম-কাসুন্দি ইলিশ। গরম ভাতের সঙ্গে ভালো জমে যাবে আম-কাসুন্দি ইলিশ।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশের টক-ঝাল

উপকরণ: পেটে ডিম ওয়ালা ইলিশ মাছ ৫/৬ টুকরো, কালো জিরা, শুকনা মরিচ, লবণ, হলুদ, চিনি, ভিনেগার, মরিচের গুঁড়া, কাঁচা মরিচ ও সরিষার তেল

প্রণালী : প্রথমে ইলিশগুলো হালকা লবণ-হলুদ দিয়ে ভেজে নিন। ওই তেলেই এবার কালোজিরা, শুকনা মরিচ ফোড়ন দিয়ে লবণ-চিনি পরিমাণমতো দিন। আঁচ কমিয়ে রাখুন। এবার তাতে ভিনেগার দিন। ঘন হয়ে এলে ভাজা ইলিশগুলো দিন। ঝোল হবে না। অল্প গ্রেভি রেখে তুলে নিন। ঝোল গাঢ় করতে চাইলে অল্প ময়দা গুলে দিতে পারেন। তবে এই রান্নায় ভিনেগারের পরিমাণটা ঠিক রাখতে হবে।

হাতে মাখা ইলিশ ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: হাতে মেখে ইলিশ ভুনা ইলিশের সুস্বাদুএ কটি পদ যা সচরাচর খাওয়া হয়না।

উপকরণ: ইলিশ মাছ আট টুকরা, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, পেঁয়াজবাটা দুই টেবিল চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়া এক চা-চামচ, মরিচগুঁড়া এক চা-চামচ বা পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ৬-৭টি, টমেটোকুচি দুই টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, তেল আধা কাপ, পানি দেড় কাপ।

প্রণালি: মাছ ও কাঁচা মরিচ বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। মাছ ও দেড় কাপ পানি দিয়ে চুলায় ঢেকে কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। পানি কমে এলে কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে নিন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
SHSAT Summer
Add-Ons
Boost SHSAT Acceptance Chances
Year Round - 2 Days/Week
Workshop
Friday or Sunday
• Diag/CAT exam retakes (E-H)
• Advanced ELA & Math
• Top test taking strategies
• Highest admissions rate
May to October 2026
2026 Summer - 4 Days/Week
Bootcamp
Tuesday to Thursday
• Diag exam retakes (A-D)
• Intensive summer weekdays
• Best for Class B students to boost Diag scores
Tues June 30 to Thurs August 20, 2026
Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250
Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400
Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!
5,005+
Students placed in Specialized High Schools.
Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ফের ভাষণ দেবেন হাসিনা! এ বারও

৯ পৃষ্ঠার পর

নিয়েই নিজ দেশে ফিরতে চাইছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।
দিল্লির ‘দ্য ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া’ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, দেশে ফেরার আগে আগামী বুধবার সাংবাদিকদের উদ্দেশে ভার্চুয়াল বার্তা দেবেন তিনি। সেখানে হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়, বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংসদ শাকিব আল হাসান, প্রাক্তন মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী-সহ অন্যেরা উপস্থিত থাকবেন। তবে সেটি প্রথাগত সাংবাদিক বৈঠক হবে, না কি হাসিনার ভার্চুয়াল কোনও বার্তা শোনানো হবেড় তা প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়।
এর আগে গত জানুয়ারিতে দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবের এক কর্মসূচিতে হাসিনার অডিয়োবার্তা শোনানো হয়েছিল। ঘণ্টাখানেকের ওই ভাষণে বিঁধেছিলেন তৎকালীন অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে। ২০২৪ সালের অগস্টে হাসিনা ভারতে সাময়িক আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে এটিই ছিল এ দেশে আয়োজিত কোনও কর্মসূচিতে তাঁর প্রথম অডিয়োবার্তা। তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল ঢাকা। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে বক্তৃতা করার ‘সু
যোগ’ দেওয়ার জন্য ভারতের দিকে আঙুল তুলেছিল তৎকালীন ইউনূস সরকার। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক বলেছিল, তারা ‘হতাশ’ হয়েছে। ওই ঘটনার ছ’মাস পেরিয়ে ফের দিল্লির ক্লাবে আয়োজিত কর্মসূচিতে ভার্চুয়াল বার্তা দেবেন হাসিনা।

পাসপোর্ট তো বাতিল! হাসিনা কী করে ফিরবেন? ফিরলে কী করবে সরকার? জবাব দিলেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী

২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ফাঁসির সাজা দিয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া মাথায় নিয়েই দেশে ফেরার পরিকল্পনা হাসিনার।
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারই তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে দিয়েছিল। তা হলে কী ভাবে হাসিনা বাংলাদেশে ফিরবেন? ফিরলে কী পদক্ষেপ করবে বর্তমান বিএনপি সরকার? অবশেষে সে বিষয়ে মুখ খুললেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মহম্মদ আসাদুজ্জামান। জানিয়ে দিলেন, বাংলাদেশে পা রাখামাত্র হাসিনাকে গ্রেফতার করা হবে।

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ফাঁসির সাজা দিয়েছে। অর্থাৎ, মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া মাথায় নিয়েই দেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী। এর আগে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে তিনি দেশে ফিরে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি এএফপি-কে একটি সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেছেন, তিনি দেশে ফিরলে কী কী হতে পারে, তা জানেন। তবু নিজের দেশেই ফিরতে চান। ডিসেম্বরের মধ্যেই তা করবেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রীকে বৃহস্পতিবার প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জানান, আত্মসমর্পণের কোনও সুযোগই পাবেন না হাসিনা।
আসাদুজ্জামান বলেন, ‘‘আইন আইনের পথে চলবে। আমরা আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করব না। ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে তিনি (হাসিনা) যদি আইনকে সম্মান জানিয়ে আত্মসমর্পণ করতে চান, হয়তো সেটা করার আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। আইন আমাদের যে ক্ষমতা দিয়েছে, আমরা তা প্রয়োগ করব।’’
২০২৪ সালের অগস্টে গণবিক্ষোভের চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন হাসিনা। দেশ ছেড়ে তখনই চলে এসেছিলেন ভারতে। তার পর বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে অন্তর্বতী সরকার। ইউনূসের সময়েই হাসিনার পাসপোর্টটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বিনা পাসপোর্টে কী ভাবে তিনি দেশে ফিরবেন? আসাদুজ্জামান বলেন, ‘‘সেটা তাঁর সমস্যা। আমার নয়। তবে তিনি যে মুহূর্তে দেশে পা রাখবেন, আইন আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, আমি তা প্রয়োগ করব।’’
নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসিনা। মৃত্যুদণ্ডের রায়কেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তকমা দিয়েছেন। হাসিনার দাবি, তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে। তাঁর লোকজন তাঁকে ডাকছেন। সেই কারণেই তিনি ঝুঁকি নিয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা আছে, জানিয়েছেন হাসিনা। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হাসিনার সঙ্গে আরও অনেক নেতা-মন্ত্রী দেশ ছেড়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ফিরতে চান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ সরকারও তাঁর অপেক্ষায়। সংবাদসুত্র কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার

মেডিকেয়ার পার্ট ডি ভর্তুকি বন্ধের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

(২৯ জুলাই) ঘোষণা দিয়েছে যে, চলতি বছরের শেষেই এই ভর্তুকির মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। নতুন এই সিদ্ধান্ত আগামী ২০২৭ সাল থেকে পুরোপুরি কার্যকর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং আসন্ন শরতেই গ্রাহকদের নতুন খরচের হিসাব জানিয়ে দেওয়া হবে।
ট্রাম্প প্রশাসনের এক সিনিয়র কর্মকর্তার মতে, এই পদক্ষেপের ফলে প্রায় অর্ধেক গ্রাহকের ওষুধের দাম ও মাসিক প্রিমিয়ামের খরচ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা কেএফএফ-এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সরকার বীমা কোম্পানিগুলোকে শত শত কোটি ডলার ভর্তুকি দেয়, যাতে জনপ্রতি ওষুধের প্রিমিয়াম গড়ে ৩৬ ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ভর্তুকি পুরোপুরি তুলে নেওয়া হলে অনেকের ক্ষেত্রেই মাসিক প্রিমিয়াম ২০ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে যোগ্য প্রবীণরা ওজন কমানোর জন্য মাসে মাত্র ৫০ ডলারে জিএলপি-১ (এখচ-১) ওষুধ পাওয়ার সুবিধাটি উপভোগ করতে পারবেন।
ওবামা কেয়ার হিসেবে পরিচিত অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (এসিএ)-এর ভর্তুকির মেয়াদ শেষ হওয়া এবং আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান খরচ যখন মার্কিন ভোটারদের কাছে একটি বড় ইস্যু, ঠিক তখনই এই সিদ্ধান্ত সামনে এল। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা বাইডেন প্রশাসনের স্বাক্ষরিতওইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট-এর তীব্র সমালোচনা করে দাবি করেছেন যে, এর মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলোকে আর্থিকভাবে অন্যায্য সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকানদের প্রিমিয়ামের বোঝাই ভারী হয়েছে। অন্যদিকে, ওই সময় বাইডেন প্রশাসন দাবি করেছিল যে এই আইনের ফলেই সরকার সবচেয়ে দামি কিছু ওষুধের দাম নিয়ে কোম্পানিগুলোর সাথে দরকষাকষির সুযোগ পেয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রথম প্রকাশিত এই খবরের পর স্বাস্থ্য খাতে দেশজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
তবে সেন্টারস ফর মেডিকেয়ার অ্যান্ড মেডিকেইড সার্ভিসেস বা সিএমএস প্রশাসক মেহমেত ওজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে লিখেছেন যে, তারা বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল করছেন বলে বীমা কোম্পানিগুলোকে আর আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর দাবি, বেশিরভাগ মেডিকেয়ার গ্রাহকের প্রিমিয়াম ১০ ডলারেরও কম বাড়বে এবং অনেকে উল্টো কম খরচে সেবা পাবেন। প্রবীণদের জন্য মাসে ৫০ ডলারে জিএলপি-১ ওষুধ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য দেশের সমমূল্যে মার্কিনিদের ওষুধ পাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে প্রশাসন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রশাসনের দাবি, প্রায় অর্ধেক গ্রাহক ১০ ডলারেরও কম প্রিমিয়াম বৃদ্ধি বা প্রিমিয়াম হ্রাসের সুবিধা পাবেন এবং বেশিরভাগের জন্যই ১০ ডলার বা তার কম মূল্যের প্ল্যান উপলব্ধ থাকবে।

নিউ জার্সিতে ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী

৫৬ পৃষ্ঠার পর

কম্পিউটারের সমস্যার কারণে ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে এবং বিষয়টি এফবিআই পর্যন্ত গড়াতে পারে। কথিত সেই ঝুঁকি এড়াতে তাকে ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার ডলার নগদ তুলে বাড়ির বাইরে একটি বাক্সে রেখে দিতে বলা হয়, যাতে ব্যাংকের নিরাপত্তা কর্মীরা এসে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন।
স্থানীয় পুলিশ জানায়, নির্দেশনা অনুযায়ী ভুক্তভোগী ২৫ হাজার ডলার নগদ তুলে নির্ধারিত স্থানে রেখে দেন। কিছুক্ষণ পর একজন এসে সেই অর্থ নিয়ে চলে যায়। পরে প্রতারক চক্র আবার যোগাযোগ করে আরও ৩০ হাজার ডলার দাবি করলে ভুক্তভোগীর সন্দেহ হয়। এরপর তিনি বিষয়টি রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশকে জানান।
অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশের গোয়েন্দারা ভুক্তভোগীর সহযোগিতায় অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং আরও অর্থ দেওয়ার নামে একটি পরিকল্পিত অভিযান পরিচালনা করেন। নির্ধারিত সময়ে অর্থ নিতে এলে ঘটনাস্থল থেকেই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত এমডি এন. ইসলাম নিউ জার্সির এগ হারবার টাউনশিপ এবং মোহাম্মদ জেড. ইসলাম ওয়েস্টভিল এলাকার বাসিন্দা। আদালতে হাজিরার সমনের শর্তে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশি কমিউনিটির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া মোহাম্মদ জেড. ইসলামের বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় এবং এমডি এন. ইসলামের বাড়ি নড়াইল জেলায়। তবে এই তথ্য রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশ বা মার্কিন মূলধারার সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেনি এবং স্বাধীনভাবে তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাংক কর্মকর্তা, প্রযুক্তি সহায়তা কর্মী কিংবা সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি পরিচয়ে ফোন করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভাষ্য, কোনো ব্যাংক বা সরকারি সংস্থা কখনো গ্রাহককে ফোন করে নগদ অর্থ তুলে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যেতে বলে না। এ ধরনের নির্দেশনা পেলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল নম্বরে যোগাযোগ এবং স্থানীয় পুলিশকে বিষয়টি জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশ একই ধরনের প্রতারণার শিকার ব্যক্তি বা এ ঘটনার বিষয়ে তথ্য জানা থাকলে তাদের গোয়েন্দা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে। তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে এবং প্রয়োজনে অভিযোগে নতুন তথ্য যুক্ত হতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তারেক রহমানের নেতৃত্বের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গভীর আস্থা আছে

মার্কিন বিশেষ দূত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গভীর আস্থা রয়েছে এবং তার নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।
গত ৩১ জুলাই শুক্রবার সকালে তেজগাঁওয়ের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এ কথা বলেন। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈঠকটি অত্যন্ত উষ্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
সার্জিও গর বলেন, আস্থার প্রতীক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে তাদের আগের ভ্রমণ সতর্কবার্তা (ট্রাভেল অ্যাডভাইজরি) ইতিবাচকভাবে সংশোধন করেছে। এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের কাছে এই বার্তা যাবে যে বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত।
বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। গতকাল শুক্রবার কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন মার্কিন বিশেষ দূত। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া এবং অব্যাহত মানবিক সহায়তার জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রশংসা করেন।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার অর্ধেকেরও বেশি আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তিনি এই অব্যাহত সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সার্জিও গর রোহিঙ্গা সংকটের একটি টেকসই ও রাজনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দেন।
বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) সহযোগিতায় বাংলাদেশে পুনরায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়েও দুই পক্ষ সম্মত হয়।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বিশেষ করে সয়াবিন, তুলা, গম এবং অন্যান্য কৃষিপণ্যের জন্য গুদাম বা ওয়্যারহাউস নির্মাণে মার্কিন বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এসব খাতে বিনিয়োগ হলে দেশের সরবরাহব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক হবে। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।
মার্কিন বিশেষ দূত বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সেমিকন্ডাক্টর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের সরবরাহব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে যুক্তরাষ্ট্র গত বছর ‘প্যাক্স সিলিকা’ নামে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটি জোট গঠন করেছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশও এই উদ্যোগের একটি অংশীদার হতে পারে বলে তিনি জানান।
বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মো. খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ ও মাহদী আমিন, ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাশিয়ায় ক্যানসারের টিকা

৫ পৃষ্ঠার পর

রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত দুটি ক্যানসার চিকিৎসার অনুমোদন দেয়। এর একটি উন্নত পর্যায়ের মেলানোমার জন্য তৈরি এমআরএনএ-ভিত্তিক টিকা ‘নিওঅনকোভ্যাক’। অন্যটি হলো কলোরেক্টাল ক্যানসারের জন্য তৈরি পেপটাইডভিত্তিক ওষুধ ‘অনকোপেপ্ট’।

চলতি বছরের এপ্রিলে প্রথমবারের মতো নিওঅনকোভ্যাক মানবশরীরে প্রয়োগ করা হয়। ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির শরীরে তা প্রয়োগ করা হয়। তিনি তৃতীয় পর্যায়ের মেলানোমা এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়া (মেটাস্টেসিস) ক্যানসারে আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি মস্কোর হারজেন অনকোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন।

গিনজবার্গ বলেন, রোগীকে এই টিকার আরও দুটি ডোজ দেওয়া হবে। পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় তাঁর রোগপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হবে।

এ ছাড়া আরও ১০ জন রোগীর জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক মেলানোমা টিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। আগামী দেড় থেকে তিন মাসের মধ্যে সেগুলো প্রস্তুত হবে বলে জানিয়েছেন গিনজবার্গ।

রাশিয়ার ন্যাশনাল মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার অব রেডিওলজির প্রধান আন্দ্রে কাপরিন এর আগে বলেছিলেন, এই প্রযুক্তি ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন একধরনের পদ্ধতি। এতে শুধু রোগের চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে ক্যানসার কোষ শনাক্ত ও ধ্বংস করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এ জন্য রোগীর টিউমার ও সুস্থ টিস্যুর নমুনা সংগ্রহ করে জিনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর সেই তথ্যের ভিত্তিতে রোগীর জন্য আলাদাভাবে একটি ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়, যা রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে ক্যানসার কোষ শনাক্ত ও ধ্বংস করতে শেখায়।

রাশিয়ার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কলোরেক্টাল ক্যানসারের ওষুধ অনকোপেপ্ট গ্রহণকারী রোগীদের শরীরেও প্রয়োজনীয় রোগপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে গামালেয়া ইনস্টিটিউট অগ্ন্যাশয়, কিডনি এবং নন-স্মল সেল ফুসফুসের ক্যানসারের জন্যও নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা ভারতে

৫ পৃষ্ঠার পর

পর্যালোচনা করে এবং বিভিন্ন সুপারিশের অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য চায়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না দেওয়ার নীতি ভারত ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে আসছে। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও একই নীতি বজায় রাখা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনা দলের নেতাদের সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল বৈঠক করছেন। তার নামে বিবৃতিও দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

প্রতিবেদনে শেখ হাসিনাকে ভারতে রাখার বিষয়ে নয়াদিল্লির অবস্থানও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, যাদের জীবনের ওপর তাৎক্ষণিক হুমকি রয়েছে বা যারা ব্যতিক্রমী মানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি, তাদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের দীর্ঘদিনের সভ্যতাগত মূল্যবোধ ও মানবিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সরকার জানিয়েছে, ওই বিবেচনাতেই শেখ হাসিনাকে ভারতে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মানবিক বিবেচনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা, আইনি অঙ্গীকার ও কূটনৈতিক সংবেদনশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সুপারিশ করেছে পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটি।

ভারত সরকারের প্রতিবেদনে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুরোধটি বিবেচনা করছে এবং প্রযোজ্য আইনি কাঠামো অনুযায়ী তা প্রক্রিয়াধীন। এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায়ের পর তার প্রত্যর্পণ-সংক্রান্ত অনুরোধের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কমিটি ব্যাখ্যা চেয়েছিল।

গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রত্যর্পণ অনুরোধের বিষয়ে নয়াদিল্লি নতুন কোনো নীতিগত ঘোষণা দেয়নি।

ভারতের রাজধানীতে অবস্থানরত কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং দেশটির কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, পার্লামেন্টে উপস্থাপিত নথিটি মূলত সরকারের বিদ্যমান অবস্থানকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এতে নতুন কোনো নীতিগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়নি।

প্রতিবেদনটিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জওসয়ালের বক্তব্যও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

তিনি সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশের অনুরোধ ভারত পেয়েছে, তা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত

৫ পৃষ্ঠার পর

লেখা হয়েছে, “শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে প্রত্যর্পণের যে অনুরোধ জানানো হয়েছে, কমিটি তা আমলে নিয়েছে এবং এ বিষয়ে সরকারের বিবেচনামূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে কমিটিকে নিয়মিত অবহিত রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।চ

কমিটির প্রশ্নের উত্তরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, “প্রযোজ্য আইন ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভারত সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রত্যর্পণের অনুরোধটি পর্যালোচনা করছে। সুপারিশটি যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।চ

শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন কমিটি তাদের মন্তব্য শুরুই করেছিল যে, “কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান এবং এ বিষয়ে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপ মূলত ভারতের সেই সভ্যতাগত মূল্যবোধ ও মানবিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে, যার আওতায় চরম দুর্দশা বা অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন ব্যক্তিদের আশ্রয় প্রদান করা হয়।চ পূর্বে দেওয়া আশ্বাসের বিষয়ে সংসদীয় কমিটি লিখিত আকারে জানিয়েছে, “কমিটিকে আরও অবহিত করা হয়েছে যে, ভারত সরকার তাকে কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ প্রদান করেনি কিংবা ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগও দেয়নি।চ অর্থাৎ ভারতের ভূখণ্ড থেকে তাকে নিজের দল ও দেশে কোনও রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যে করতে দেওয়া হয়নি, সেই বিষয়ে সরকারের দেওয়া তথ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সংসদীয় কমিটিটি। সংবাদ সুত্র বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশ থেকে আসা

৫ পৃষ্ঠার পর

আগামী দিনগুলোতেও এটি অব্যাহত থাকবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেখভালের দায়িত্ব নেওয়া ভারতের কাজ নয়’ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এ বাদ পড়া ২৭ লাখ ভোটারের মধ্যে মাত্র ৭ লাখ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন’

অনুষ্ঠানে আদমশুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্যের কোনো অপব্যবহার করা হবে না বলে আশ্বস্ত করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘তথ্যগুলো সম্পূর্ণ গোপন এবং আইনিভাবে সুরক্ষিত থাকবে। এটি কেবল পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের কাজেই ব্যবহার করা হবে। কারো ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে আসা বা অপব্যবহার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই’

তিনি আরও বলেন, ‘যারা অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহারে অক্ষম বা যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেন, তাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। সরকারি প্রতিনিধিরা সরাসরি তাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। পুরো প্রক্রিয়াটি ভারতের আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে। এই শুমারির কাজ সম্পন্ন করা প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর সাংবিধানিক দায়িত্ব’

ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহের পর আগামী ১৬ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আদমশুমারির অধীনে সশরীরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকাভুক্তি এবং গৃহ শুমারির কাজ পরিচালনা করা হবে। এই সময়ে বাসগৃহের অবস্থা যেমন—খাবার পানি, টয়লেট, বিদ্যুৎ, রান্নার জ্বালানি এবং ইন্টারনেট সংযোগ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার এবং দুই ও চার চাকার যানবাহনের মতো সম্পদের তথ্যও সংগ্রহ করা হবে।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আদমশুমারির দ্বিতীয় ধাপ অনুষ্ঠিত হবে। সেই ধাপে কর্মকর্তারা প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের নাম, বয়স, লিঙ্গ, জাতি এবং ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবেন।

৬৪ দলের বিশ্বকাপ

১৪ পৃষ্ঠার পর

বিবেচনায় নেওয়া হবে। বিশ্লেষণ শেষে সংস্থাটিকে সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে, ৬৪ দলের বিশ্বকাপ ফুটবলের বৈশ্বিক বিস্তার ও অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে, নাকি উল্টো নানা জটিলতার কারণে এ পরিকল্পনা ক্ষতির কারণ হবে। ফিফার এই মূল্যায়ন এমন এক সময়ে, যখন ফিফা বিশ্বকাপসহ নিজেদের বড় টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য প্রায় ২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের একটি নতুন বাণিজ্যিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। তবে সদস্য দেশগুলোর কয়েকটি ফুটবল সংস্থার তীব্র বিরোধিতার মুখে বাণিজ্যিক স্বত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে ফিফা। শুক্রবার গভীর রাতে দেওয়া এক বিবৃতিতে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ‘সব পক্ষের মতামত শোনার পর আমরা বুঝতে পেরেছি, এই পরিকল্পনা ফুটবল অঙ্গনে বিভক্তি তৈরি করেছে। তাই এটি আর আমাদের মূল লক্ষ্য পূরণে সহায়ক নয়’ তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য সবসময় ফুটবলকে এক করা এবং আরও উন্নত করা। তাই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে না’ গত মঙ্গলবার ফিফা প্রস্তাবিত ‘ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ’ (এফএফই) নামের বাণিজ্যিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গঠন করে এতে বিনিয়োগকারীদের যুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিনাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

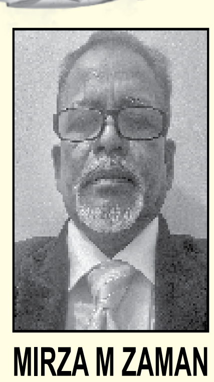

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** Mohammad Khair(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাইয়ে বাংলাদেশ

১৭ পৃষ্ঠার পর

রহমানের বৈঠক শেষে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

মাহদী আমিন জানান, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়ানো এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব আরও গভীর করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের সফর গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হবে।

তিনি বলেন, 'সকালে অনুষ্ঠিত আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ওপর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশটির প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরেছে এবং একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।'

গত পাঁচ মাসে সরকারের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপগুলোকে মার্কিন পক্ষ সাধুবাদ জানিয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'বহুমাত্রিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ককে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই মুখপাত্র বলেন, 'বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) থেকে যে ট্রাভেল অ্যাডভাইজারি করা হয়, তার বর্তমান অবস্থান মার্কিন বিনিয়োগকারী ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এর মাধ্যমে মার্কিন উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে এসে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এক্সপ্লোর করতে পারবেন। এই সফরের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়বে ও দেশে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।'

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থানীয় বিজনেস কমিউনিটির প্রথম সারির উদ্যোক্তা ও শিল্পপতিদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও জানান মাহদী আমিন। বৈঠকে সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বলেও জানান তিনি।

বিগত স্বৈরাচারী শাসনের কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বাণিজ্য-বিনিয়োগ ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, 'বর্তমান নির্বাচিত বিএনপি সরকার তা কাটিয়ে ওঠার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালাচ্ছে। বৈঠকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দীর্ঘমেয়াদি ঘাটতি নিরসন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর ও শুল্ক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে (যেমন: বেজা ও বিইপিজেডএ) বিনিয়োগের জটিলতা দূর করার তাগিদ দেন।'

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তাদের বক্তব্য মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং একটি 'প্রো-বিজনেস' ও 'প্রো-ইনভেস্টমেন্ট' পরিবেশ নিশ্চিতের আশ্বাস দেন।

মাহদী আমিন জানান, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য আরও দ্রুত ও সহজ করতে ব্যবসায়ী সমাজের প্রস্তাবের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দর এবং ঢাকা বিমানবন্দরসহ অন্যান্য বন্দরে কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি সচল রাখতে ২৪/৭ সেবা প্রদানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে দ্রুত নির্দেশ দেন।

দেশের বিশাল ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা তরুণ সমাজকে দক্ষ ও আত্মকর্মসংস্থানে উপযোগী করে গড়ে তোলাই এই সরকারের মূল লক্ষ্য বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর এ উপদেষ্টা। 'করব কাজ, গড়ব দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'- এই নীতিকে ধারণ করে জনবান্ধব বাজেট ও নীতিমালার সফল বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি এবং সহকারী প্রেস সচিব কে এম নাজমুল হক।

মার্কিন ডেমোক্র্যাটদের অর্থায়নের

১৪ পৃষ্ঠার পর

পুরো জনগোষ্ঠীকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'তারা আর্জেন্টিনায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে এবং আমাদের স্বকীয়তা ও ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছে...আমরা সব জাতিকে স্বাগত জানানোর মতো একটি দেশের মানুষ।'

টুর্নামেন্ট চলাকালে আর্জেন্টিনার কিছু সমর্থকের বর্ণবাদী আচরণের ঘটনা ব্যাপকভাবে সবার নজর কাড়ে। ফাইনালের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যুক্তরাষ্ট্রের অভিনেতা স্যামুয়েল এল জ্যাকসন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করেন, 'প্রিয় কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধুরা, দয়া করে ফিফা বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আর্জেন্টিনার জন্য উল্লাস করবেন না বা তাদের হয়ে গলা ফাটাবেন না। ঐতিহাসিকভাবেই আর্জেন্টিনা, সবচেয়ে মারাত্মক না হলেও পৃথিবীর অন্যতম বর্ণবাদী দেশগুলোর একটি।'

এ পোস্টের পর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আর্জেন্টিনার মতো মানবাধিকার সংস্থাগুলোও প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা বর্ণবাদ থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নিলেও 'দেশটিকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে বদ্ধমূল ধারণা পোষণের' সমালোচনা করেছে।

এদিকে মিলেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে জানান, এ সমালোচনার দায় আর্জেন্টিনার বিরোধী দলের ওপর বর্তায়। কারণ, তারা 'ওক আন্দোলনকে (বৈষম্য, বর্ণবাদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতামূলক আন্দোলন) বৈধতা দিয়েছে, যারা এখন আমাদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ তুলছে'। গত শনিবার তিনি ব্রাজিলকেও দোষারোপ করার মনস্থির করেন, আর সেটিও আবার ব্রাজিলের মাটিতে বসেই।

গত শনিবার আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ব্রাজিলের কট্টর ডানপন্থী সিনেটর ফ্লাভিও বোলসোনারোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ফ্লাভিও দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোর ছেলে এবং আগামী অক্টোবরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লুলা দা সিলভার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী।

নিজের ভাষণে মিলেই লুলা দা সিলভাকে 'চোর' ও 'কয়েদি' বলে উল্লেখ করেন। এর ফলে ব্রাজিল সরকারের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। মিলেই বলেন, 'আপনারা যদি সাম্প্রতিক আর্জেন্টিনাবিরোধী প্রচারণার তথ্য পরীক্ষা করেন, তবে দেখবেন, সবচেয়ে বেশি আক্রমণ এসেছে ব্রাজিল থেকে।'

গত রোববার আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট এ দাবি আরও জোর দিয়ে বলেন। তবে এবার এর সঙ্গে মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির নামও যুক্ত করেন। ডিজিটাল নৃবিজ্ঞানী মার্সিডিজ মাসপেরো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ২০ লাখের বেশি পোস্ট বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, তিনি সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করার 'কিছু অনস্বীকার্য ধরন' খুঁজে পেয়েছেন। যেমন বিভিন্ন ভাষায় বারবার 'জঘন্য মানুষ' কথাটির নানা রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। তবু তিনি লিখেছেন, এটিকে একটি সুসংগঠিত প্রচারণা হিসেবে আখ্যা দেওয়া 'বেশ কঠিন'। কারণ, 'এ বয়ানের ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপকতা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের'।

আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের গবেষক নাতালিয়া আরুগেতে। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে কাজ করেন। তিনি বলেন, 'আর্জেন্টিনাকে ঘিরে একটি বৈরী, ব্যাপক এবং আন্তদেশীয় আলোচনা' থাকার পরও তিনি 'বড় পরিসরে কোনো সুসংগঠিত প্রচার অভিযানের প্রমাণ পাননি'।

আরুগেতে আরও বলেন, '(ওই বার্তাগুলোতে) ব্রাজিলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল, বিশেষ করে বর্ণবাদ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে। কিন্তু... ব্রাজিলের কথিত জড়িত থাকার বিষয়ে মিলেইয়ের অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রকাশ্য প্রমাণ ছিল না।'

কিছু সমালোচক বলেন, সর্বশেষ এ ধরনের প্রচারণার ধারণাটি রাষ্ট্রীয়ভাবে ছড়ানো হয়েছিল ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সালের নির্মম স্বৈরশাসনের সময়, যে সময়কার অপরাধগুলোকে মিলেই বারবার খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনায় আয়োজিত বিশ্বকাপের সময় দেশটির সামরিক সরকার (জান্তা) দাবি করেছিল, সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমালোচনা করাটা একটি 'আর্জেন্টিনাবিরোধী প্রচারণার' অংশ।

আরুগেতে বলেন, মিলেই অনলাইনে চলা 'নানা মতের আলোচনাকে' একটি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত করেছেন। এটি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁর 'সংস্কৃতি যুদ্ধের' ধারণার সঙ্গে বেশ মানানসই। আর তিনি এমন এক সময়ে এটি করছেন, যখন তাঁর সরকার 'অভ্যন্তরীণভাবে অবনতিশীল পরিস্থিতির' মুখে পড়েছে। যদিও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও দুর্নীতির কেলেঙ্কারি প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তাকে ক্ষমতায় বসার পর থেকে সবচেয়ে তলানিতে নিয়ে গেছে।

এই গবেষক বলেন, বামপন্থী বিদেশি সরকারগুলোর পরিচালিত কথিত সুসংগঠিত প্রচারণার শিকার সব আর্জেন্টাইন-এমন বয়ান মিলেইকে নিজের সরকারের ব্যর্থতার বিতর্ক থেকে জনগণের মনোযোগ একটি বহিরাগত শত্রুর দিকে সরাতে সাহায্য করে।

চোখের সামনে নৃশংস ঘটনা দেখে

২১ পৃষ্ঠার পর

এবং দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলই সাধারণত রাজনৈতিক সহিংসতার মূল কারণ। এটাতো গেল রাজনৈতিক ও সামাজিক অপরাধজনিত ঘটনার হিসাব। এদিকে মহিলা পরিষদ বলছে ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, হত্যা, আত্মহত্যা, যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহসহ নারী ও কন্যাশিশুর ওপর প্রায় সব ধরনের সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে কন্যাশিশুরা। আর প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা সবচেয়ে বেশি হত্যার শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে ছয় থেকে নয় বছর বয়সী কন্যাশিশুদের ধর্ষণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হওয়া খুবই উদ্বেগজনক।

মহিলা পরিষদ জানিয়েছে, দেশে ২০২৬ সালের প্রথম পাঁচ মাসে ১ হাজার ৭১৯ জন নারী-কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৬বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন চিত্র ২০২৫ শীর্ষক মহিলা পরিষদের আরেকটি সমীক্ষাতেও একই ধরনের ফলাফল উঠে এসেছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে নারীর প্রতি এই সহিংসতাকে উসকে দেওয়ার পেছনে আছে বিচারহীনতা, তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ ও সামাজিক দায়মুক্তির সংস্কৃতি। বোঝা যাচ্ছে মানুষের উগ্র মনোভাব, প্রতিহিংসা, লোভ, আইনশৃংখলা ব্যবস্থার দুর্বলতা, অস্ত্রের চালান, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ এবং দখলের প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলেছে অপরাধ। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা নানাভাবে একে দেখছেন। তবে সবার কথার সারমর্ম হচ্ছে, মানুষ হঠাৎ করে সহিংস হয়ে উঠে না। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ সহিংস হয়ে উঠে। বিশেষ করে যখন কেউ বুঝতে পারে অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না, তখন তারা আরো মরিয়া হয়ে অপরাধ করে।

পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, অনলাইনে কিংবা ভিডিও গেমসে ভায়োলেন্স, মাদক ও অস্ত্রের সহজ প্রাপ্যতা, অসামাজিক ব্যক্তির ছত্রছায়ায় থাকা, সাইকোপ্যাথ মানসিকতা, ক্ষমতার লোভ, চাহিদা ইত্যাদি কারণ মানুষের মনোজগতকে খুব বেশি তাড়িত করে।

মানুষ যখন সমাজবিরোধী ব্যক্তি কিংবা সাইকোপ্যাথ হয়ে ওঠে, তখন তারা নির্দ্বিধায় মানুষ ও পশুপাখি খুন করে, নির্যাতন ও ধর্ষণ করে। কোনো অপরাধবোধ তাদের কষ্ট দেয় না। কষ্ট না পাওয়ার মনোভাবটাই ভয়ংকর। এই মনোভাবই মানুষকে আরো নৃশংস করে তোলে।

সমাজে এমনসব ভয়ংকর অপরাধ ঘটছে, দেখে মনে হয় যেন সত্যি নয়, ফিকশন। প্রকাশ্য দিবালোকে শত মানুষের সামনে কোপানো, বাড়িঘরে আগুন দেওয়া, প্রতিষ্ঠানে ঢুকে ভাঙচুর করা, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য খুব সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্যাতিত ব্যক্তির কণ্ঠে বাঁচার আকুতি মানুষ শুনছেন, কিন্তু কেউ বাঁচাতে এগিয়ে আসছেন না। যেন কারো কোনো বিকার নেই। সবাই দেখছেন আর মোবাইলে ভিডিও করছেন এবং সবার সামনে দিয়ে বীরদর্পে পালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসীরা।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

দীর্ঘ সরবরাহ শৃঙ্খলে বাংলাদেশে

১৭ পৃষ্ঠার পর

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ট গত বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে সিপিডি আয়োজিত খাদ্যের মূল্যশৃঙ্খল: বাংলাদেশের বাজারব্যবস্থা, মুনাফা ও মধ্যস্বত্বভোগী শীর্ষক গবেষণা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে এই তথ্য তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ফকরুদ্দিন আল কবির।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফাহমিদা খাতুন বলেন, গত কয়েক বছর ধরে মূল্যস্ফীতি উচ্চ পর্যায়ে আটকে আছে এবং এটি অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দরিদ্র পরিবারগুলোকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করছে, কারণ তারা তাদের আয়ের একটি সিংহভাগ অংশই খাবারের পেছনে ব্যয় করে থাকেন।

তিনি বলেন, খাদ্যপণ্যের দাম বিভিন্ন উপাদানের ওপর নির্ভর করে। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন খরচ, বিপণনের অদক্ষতা, সরবরাহ শৃঙ্খলের বাধা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরবরাহের ঘাটতি, মজুতদারি এবং বাজারে দুর্বল প্রতিযোগিতা। তাই একক কোনো কারণ দিয়ে এই মূল্যবৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি সতর্ক করেন।

গবেষণাপত্র উপস্থাপনকালে ফকরুদ্দিন আল কবির জানান, উৎপাদক ও খুচরা বাজারের মধ্যে কাঁচা মরিচের দামের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে, যা ১১৬ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে মাঝারি মানের চাল প্রায় ১০০ শতাংশ, পেঁয়াজ ৮৭ শতাংশ, মসুর ডাল ৭৮ শতাংশ, বেগুন ৭২ শতাংশ ও আলু ৫০ শতাংশ।

অন্যদিকে, যেসব পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল অপেক্ষাকৃত ছোট বা সংক্ষিপ্ত, সেগুলোর দামের ব্যবধান অনেক কম ছিল। যেমনড়ডিমের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ২৫ শতাংশ, মুরগির মাংসে ২২ শতাংশ, গরুর মাংসে ১৩ শতাংশ এবং রুই মাছে ১০ শতাংশ।

গবেষণায় বলা হয়, যেসব পণ্য দীর্ঘ বিপণন শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে ভোক্তার কাছে পৌঁছায়, সেগুলোর দামের ব্যবধান সাধারণত বেশি হয়। এতে খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঢাকা বিভাগের ১০টি বাজারের ৮২০ জন ব্যবসায়ীর ওপর পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে দেশীয়ভাবে উৎপাদিত ১০টি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল বিশ্লেষণ করা হয় এই গবেষণায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ১০টি পণ্যের মধ্যে ৬টির ক্ষেত্রেইড়যেমন পেঁয়াজ, আলু, কাঁচা মরিচ, বেগুন, ডিম ও রুই মাছড়খুচরা বিক্রেতারা মূলত শহরাঞ্চলের আড়তদারদের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল। এর ফলে বাজারে একক বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রভাব তৈরি হচ্ছে, প্রতিযোগিতা কমছে এবং দামের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাঝারি মানের চালের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের মাত্র ৫০.৮ শতাংশ পান উৎপাদক বা কৃষক। পক্ষান্তরে, মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে অটো রাইস মিলাররা সবচেয়ে বেশি মুনাফা (মার্জিন) গ্রহণ করে এবং চালের মজুত, দাম নির্ধারণ ও সরবরাহের ওপর তাদের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

ফকরুদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কেবল উৎপাদন খরচের কারণে বাড়ছে না; বরং সরবরাহের ঘাটতি, বাজারে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য, মধ্যস্বত্বভোগী, মজুতদারি ও বাজারের নিয়ন্ত্রণও এতে সমান ভূমিকা রাখছে।

তিনি আরও জানান, দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ এখনও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। অনবরত মূল্যস্ফীতির কারণে কাগুজে বা খাতায়-কলমে মজুরি বাড়লেওড়প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি এবং সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। জীবিকা নির্বাহের বাড়তি খরচ মেলাতে অনেক পরিবার এখন খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে, জমানো সঞ্চয় ভাঙছে অথবা ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) বা মূল্যস্ফীতি হিসাবের ঝুড়িতে খাদ্যের অংশ ৫৯ শতাংশ। আর দেশের ৬০ শতাংশের বেশি পরিবার তাদের মোট আয়ের অন্তত অর্ধেকই খাবারের পেছনে খরচ করে। সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবার তাদের মোট ভোগের ৫৯.৮ শতাংশ অর্থ খাদ্য কিনতে ব্যয় করে, যেখানে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে তা মাত্র ২৮.৯ শতাংশ। ফলে খাদ্যের দাম বাড়লে দরিদ্র পরিবারগুলোই চরম ঝুঁকিতে পড়ে।

প্রতিবেদনে খাদ্যপণ্যের চড়া দামের কারণ হিসেবে সরবরাহের ঘাটতি, ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বা যোগসাজশ এবং অন্যায্য মজুতদারিকে প্রধানতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত হিমাগার ও কোল্ড-চেইন সুবিধার অভাব, ফসল কাটার পর সঠিক সংরক্ষণের অভাবে ক্ষতি, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি এবং উচ্চ উৎপাদন ব্যয়কেওড় খাদ্য মূল্যস্ফীতির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

তবে গবেষণায় সতর্ক করে বলা হয়েছে, এ ফলাফলের মানে এটি নয় যে কেবল মধ্যস্বত্বভোগীরাই চড়া দামের জন্য দায়ী; কিংবা বাজারে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি মানেই তা অবৈধ সিন্ডিকেট বা যোগসাজশ প্রমাণ করে না।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিপিডি বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছেড়খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের অপ্রয়োজনীয় ধাপ কমানো, পাইকারি বাজারে প্রতিযোগিতা জোরদার করা, পণ্যের দামের স্বচ্ছতা বাড়ানো, হিমাগার ও কোল্ড-চেইন পরিকাঠামো বিস্তার করা, কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি বাজার সংযোগ স্থাপন করা, উৎপাদন খরচ কমানো এবং প্রমাণিত মজুতদারি, সিন্ডিকেট বা অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল, কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি এএইচএম সফিকুজ্জামান, বিআইডিএসের প্রফেশনাল ফেলো অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল, বিআইডিএসের সাবেক গবেষণা পরিচালক ড. এম আসাদুজ্জামান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. সাহাবুদ্দিন সরকার এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপতি তাসলিমা আখতার লিমা।

বাংলাদেশে তৈরি হোন্ডা এনএক্স২০০

১৭ পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগ বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড (বিএইচপিএল) মেক্সিকোতে মোটরসাইকেল রপ্তানি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি বৈশ্বিক বাজারে তাদের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করল।

এর আগে গুয়াতেমালায় সফলভাবে হোন্ডা মোটরসাইকেল রপ্তানি হয়। কোম্পানির ভাষ্য, এটি আন্তর্জাতিক বাজারে হোন্ডার বৈশ্বিক মানসম্পন্ন মোটরসাইকেল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিরই ধারাবাহিকতা।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (সচিব পদমর্যাদা) ড. মো. শাকিরুল ইসলাম খান বলেন, 'সরকার উৎপাদন, রপ্তানি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে। মেক্সিকোতে বাংলাদেশ হোন্ডার রপ্তানি দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুসুমু মরিসাওয়া বলেন, 'মেক্সিকোতে রপ্তানি সম্প্রসারণ হোন্ডার উৎপাদন সক্ষমতা, গুণগত মান এবং কর্মীদের নিবেদিত প্রচেষ্টার প্রতিফলন। গুয়াতেমালার পর মেক্সিকোতেও রপ্তানি শুরু করতে পেরে প্রতিষ্ঠানটি গর্বিত। পাশাপাশি স্থানীয় উৎস থেকে যন্ত্রাংশ সংগ্রহ বৃদ্ধি, উৎপাদন প্রতিযোগিতা শক্তিশালী করা এবং নতুন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে কাজ অব্যাহত থাকবে।'

প্রতিষ্ঠানটির চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ মুহাম্মদ আশেকুর রহমান বলেন, 'মেক্সিকোতে এনএক্স২০০ রপ্তানি বাংলাদেশের উৎপাদন সক্ষমতা ও হোন্ডার বৈশ্বিক মানের স্বীকৃতি। দেশীয় বাজারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি এই উদ্যোগ রপ্তানি বহুমুখীকরণ, শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।'

প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), ডিউটি এক্সেম্পশন অ্যান্ড ড্রব্যাক অফিস (ডিইডিও), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), শুল্ক কর্তৃপক্ষ, ব্যাংকিং অংশীদার, সরবরাহকারী, ডিলার এবং সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের প্রতি সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড জানায়, ভবিষ্যতেও নতুন আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের রফতানি বহুমুখীকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে তারা কাজ করে যাবে।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে কী প্রভাব পড়বে

১৭ পৃষ্ঠার পর

খাদ্যপণ্যসহ কয়েকটি পণ্য এ শুল্কের বাইরে রাখা হয়েছে।
এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, ‘প্রায় এক শতাব্দী ধরে যুক্তরাষ্ট্রে জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং আমরা তা কঠোরভাবে কার্যকর করছি। আমাদের বাণিজ্য অংশীদারদের একই পদক্ষেপ নেওয়ার সময় আরও অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে।’ এই পদক্ষেপ বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিকদের কল্যাণে সহায়তা করবে বলে দাবি করেন তিনি।
ইউএসটিআরের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৭টি দেশের পণ্য আমদানিতে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে যুক্তরাষ্ট্র। দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাজ্য, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।
অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), তাইওয়ান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে মোট শুল্ক ১০ অথবা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ হবে। তার বাইরে ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, চীন, মিসরসহ ৩৮টি দেশের পণ্যে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।
জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর কাছাকাছি শুল্ক আরোপ হওয়ায় প্রতিযোগিতার দিক থেকে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে শুল্কের কারণে পণ্যের দাম বাড়লে চাহিদা সংকোচন হবে। এটির অভিঘাত সব দেশের ওপরই পড়বে।
মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, ‘নতুন শুল্ক আরোপের পর আবার প্রমাণিত হলো, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যচুক্তিটি অযৌক্তিক ছিল। ৫৭ দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করলেও মাত্র ৯টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। মালয়েশিয়া চুক্তি করার পর সেটি বাতিল করে দিয়েছে। তারা বলেছে, পাল্টা শুল্ক যেহেতু মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছেন, সেহেতু বাণিজ্যচুক্তির বৈধতা নেই। আমরা চুক্তি করলেও সেটি এখনো জাতীয় সংসদে অনুসমর্থন হয়নি। যদিও চুক্তির কিছু বিষয় মানা শুরু হয়েছে। এটি গ্রহণযোগ্য নয়।’

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

পাল্টা শুল্ক থেকে নতুন শুল্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানির ওপর বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। শুরুতে বাংলাদেশের জন্য এই হার ছিল ৩৭ শতাংশ। পরে শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য পিছিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের ৭ জুলাই বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক ৩৭ থেকে ৩৫ শতাংশে নামানোর ঘোষণা দেন ট্রাম্প। আরও দর-কষাকষির পর ২ আগস্ট এ হার কমে হয় ২০ শতাংশ।
গত বছরের ৭ আগস্ট থেকে এই পাল্টা শুল্কহার কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে গড় শুল্ক ১৫ শতাংশ। পাল্টা শুল্ক এই শুল্কের অতিরিক্ত হিসেবে আরোপ হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি করে গত ৯ ফেব্রুয়ারি। সে চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের ওপর দেশটির পাল্টা শুল্কের হার ১৯ শতাংশ। দুই সপ্তাহ পার না হতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর যে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন। সেই রায়ের কয়েক ঘণ্টার মাথায় সব দেশের পণ্যের ওপর ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। নতুন শুল্ক ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। আইন অনুযায়ী ১৫০ দিনের জন্য শুল্ক আরোপ করতে পারেন প্রেসিডেন্ট। সেই শুল্ক শেষ হওয়ার সময় থেকেই নতুন আরোপিত এই শুল্কহার কার্যকর হবে।
ইউএসটিআর গত ১২ মার্চ পণ্য উৎপাদনে জোর করে শ্রম বন্ধে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশ যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে দেশগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। তার আগের উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও অতিরিক্ত উৎপাদন করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৬টি দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে সংস্থাটি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলত তৈরি পোশাক ও সিমেন্ট খাতের অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে কি না, সেটি তদন্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে শুনানিও শেষ।
জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রথম আলোকে বলেন, জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে কার্যকর না করার অভিযোগে এই শুল্ক আরোপ অন্যায় ও অযৌক্তিক। তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর কাছাকাছি শুল্ক আরোপ হওয়ায় রপ্তানিতে নতুন করে প্রভাব পড়বে বলে মনে হচ্ছে না। তবে গত বছর পাল্টা শুল্ক কার্যকরের পর বাজারটিতে চাহিদা কিছুটা কমে যায়। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, অতিরিক্ত শুল্কের এই খ-গ উঠে গেলে পণ্যের চাহিদা বাড়বে। এখন সেটি হবে না।’
প্রতিযোগীদের চেয়ে শুল্ক কম
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির একক বড় বাজার। সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই বাজারে ৯০৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা তার আগের অর্থবছরে তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি।
এই বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ৮৫ শতাংশ তৈরি পোশাক।
এখানে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ হচ্ছে ভিয়েতনাম, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, কম্বোডিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান ও হন্ডুরাস। তার মধ্যে ভিয়েতনাম ও চীনের পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপ হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দেশ দুটির তুলনায় বাংলাদেশ কিছুটা এগিয়ে থাকবে।
এ ছাড়া ইউএসটিআরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার জন্য তিন বছরের ট্যারিফ-রেট কোটা (টিআরকিউ) চালুর বিষয়টি বিবেচনা করছে। এটি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা ও বস্ত্র উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি পণ্য রপ্তানি করলে এই বাড়তি শুল্ক দিতে হবে না।
জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘মার্কিন ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো পাল্টা শুল্ক স্থগিত হলেও তার সমপরিমাণ শুল্ক হিসাব করেই তৈরি পোশাকের দরকষাকষি করছে। কারণ, তাদের ধারণা ছিল অন্য কোনো উপায়ে সেই পরিমাণ শুল্ক আরোপ হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগীদের তুলনায় আমাদের শুল্ক যদি বেশি হয়, তাহলে আমরা মুশকিলে পড়ব। না হলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।’

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

সৌদির সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোটে

৫ পৃষ্ঠার পর

আছে কিনা, যা তিনি এখানে দিয়ে গেলেন। গোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সাথেও বৈঠক করেছেন। এরমধ্যেই বাংলাদেশ সৌদি আরবের নেতৃত্বে সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোটেও যোগ দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের এক মাস পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত (গোর) ঢাকা সফর করে গেলেন। তিনি কী বার্তা দিয়ে গেলেন?

এম হুমায়ুন কবির: তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঢাকায় যখন নতুন সরকার গঠিত হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তখনই কিন্তু তিনি তাঁর অভিনন্দন বাণীতে কয়েকটা বার্তা দিয়েছিলেন। এর একটি হচ্ছে, তারা (যুক্তরাষ্ট্র) বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখে। দ্বিতীয়ত, এআরটি বা এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্যারিফড় এটা যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং সম্প্রতি সফরে আসা সার্জিও গোরড় সমন্বিতভাবেই বাংলাদেশে এই এআরটি বাস্তবায়নে আগ্রহী।

শাখাওয়াত: এই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশে তো আবার সমালোচনাও রয়েছে।

হুমায়ুন কবির: কথাটি সঠিক। আর এটি নিয়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে আলাপ-আলোচনা আছে। কিন্তু, তারা বাংলাদেশে এই চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কথা আমি আরও দু-এক জায়গায় শুনেছি; তারা বলছেন,ওরেসিপ্রোকাল ড়অর্থাৎ একপাক্ষিক সহযোগিতার যুগটা আর নেই, রেসিপ্রোকাল মানে দ্বিপাক্ষিক হতে হবে। সেই জায়গাটাতেই তারা তাঁদের বক্তব্য ও আগ্রহের কথাটা প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

এটি শুধু দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, এমনও নয়। এরমধ্যে অনেকগুলো উপাদান আছে, যেগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজনে কৌশলগত সম্পর্ক চালাইড়সেই সম্পর্ককেও প্রভাবান্বিত করবে।

এই রকম একটা সুযোগ বা সম্ভাবনা তাদের কাছে আছে। যেমন নন-মার্কেট ইকোনমির সঙ্গে যদি আমরা যাই, যেমন ডিজিটাল টেকনোলজি বা বর্তমান সময়ের যে সম্মুখমুখী প্রযুক্তি এসব ক্ষেত্রেড় সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এর একটা যোগাযোগ আছে (মার্কিন চুক্তির সঙ্গে)। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের যেটুকু শুল্ক সুবিধা দিয়েছে, ১৯ শতাংশ, সেটা তারা পরিবর্তন করতে পারে।

শাখাওয়াত: তারা (যুক্তরাষ্ট্র) নন-মার্কেট ইকোনমি বলতে তো চীনকে বোঝায়। এক মাস আগেই প্রধানমন্ত্রী চীন সফর করে এলেন। তখন আলোচনা হচ্ছিল, বাংলাদেশ চীনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে কি-না, তাহলে ভূ-রাজনীতিতে এই সফর কতোটা তাৎপর্যপূর্ণ?

হুমায়ুন কবির: প্রকাশ্য আলোচনায় তারা এবিষয়ে কেউই কথা বলেননি, তবে এখানে দু-ধরনের ভূরাজনীতি কাজ করেছে বলে আমার ধারণা।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বৈশ্বিক পর্যায়ের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তারই একটা প্রতিফলন এখানে থাকবে। যেমন আমি মনে করি বা আন্দাজ করি, সার্জিও গোর চীনের সঙ্গে আমরা কেমন সম্পর্ক তৈরি করতে চাই এটা সম্পর্কে জানতে চাইবেন, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর সেটাকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্যই তারা গতকাল একটা কথাও বলেছেন, সেটা হচ্ছে তারা (যুক্তরাষ্ট্র) এখানে বিনিয়োগে আগ্রহী।

আমরা চীনে গিয়ে বিনিয়োগের কথা বলেছি, মালয়েশিয়া গিয়েও বলেছি। বিনিয়োগ আমাদের জন্য খুবই জরুরি, কারণ আমরা কর্মসংস্থান যদি তৈরি করতে চাই, যদি অর্থনীতি চাঙ্গা করতে চাইড়তাহলে বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই, সেটা অভ্যন্তরীণ বা বিদেশি বিনিয়োগড়যেটাই হোক। প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটি একটি অগ্রাধিকার, তাই মালয়েশিয়া ও চীন উভয় সফরেই সেটার উল্লেখ ছিল। এখন মার্কিনীরাও বলছে, সার্জিও গোর নিজেও বলেছেন, আমরাও বিনিয়োগ করব।

শাখাওয়াত: আগামী সপ্তাহে বড় একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আসবে। ২৫টি কোম্পানির ৩৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

হুমায়ুন কবির: সঠিক। এখন এআরটি নিয়ে আপনি যেটি বলেছেন, এনিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা আছে, সমালোচনাও আছে। কিন্তু, যেহেতু আমরা এটাই একবার স্বাক্ষর করে ফেলেছি, আর এপর্যন্ত সরকারও মনে হচ্ছে না, এটা নিয়ে কোনো পর্যালোচনার দিকে যাচ্ছে। তারা এটাকে গ্রহণ করেছে, আর এটি নিয়ে তেমন কথাবার্তা বলছে না। সেহেতু, ধরেই নেওয়া যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছেড়সেটি বাস্তবায়নে আমরাও তাদের সঙ্গে সহমত।

যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানি প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার, এখন তাদের থেকে আমরা সয়াবিন, বোয়িং উড়োজাহাজ আরও অনেক কিছু কিনছি। সব মিলিয়ে হয়তো ৬-৭ বিলিয়ন ডলার হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সমান সমান একটা অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে। বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আমাদের কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে (যুক্তরাষ্ট্রে) রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে যদি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের থেকে বিনিয়োগ আনতে পারিড়যেটা আমাদের জন্য উপাদেয়। আর যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহ দেখাচ্ছে যে, মার্কিন কোম্পানিগুলো এখানে আসবে, তাহলে আমাদের এখানে জ্বালানি খাতে, যেখানে এখন সংকট চলছেড় এর সঙ্গে কৃষি, আইসিটি ও শিক্ষার মতো খাতে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ প্রয়োজন। এসব বিনিয়োগ আমাদের অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করবে, এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা করবে।

কিন্তু, বিনিয়োগের জন্য পরিবেশটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের। সেটা আমরা করতে পারছি কিনাসেদিকে নজর দিতে হবে।

আমাদের অনশোর গ্যাসের প্রায় ৫০ শতাংশের ওপর একটা উত্তোলন করছে শেভরন। অফশোর বা সমুদ্রসীমা থেকে গ্যাস উত্তোলনের কথা আমরা বলছি। ২০১৪ সাল থেকে সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে আছে, কিন্তু ১২ বছরেও ব্লু ইকোনমিতে বিনিয়োগ সেভাবে হয়নি। এইক্ষেত্রে যদি আমরা একটা বড় ধরনের বিনিয়োগ আমরা পাই, সেটা বিনিয়োগ হিসেবেও কর্মসংস্থান তৈরি করবে, আবার নিজেদের গ্যাস উত্তোলন করতে পারলে আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তাটাও নিশ্চিত হবে।

এ ধরনের বড় বিনিয়োগকারী কোম্পানি নিজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে আসে, যেটা দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে পারে। কাজেই এখানে সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সম্ভাবনা আর তার বাস্তবায়ন আর উপলব্ধি এক জিনিস নয়। আর সেখানেই আমাদের জন্য কাজের জায়গা রয়েছে।

শাখাওয়াত: এই সম্ভাবনার ভেতরে ভূরাজনীতির দিক থেকে আমাদের জন্য ঝুঁকি কতোটা? চীন বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন করিডোরের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। এই বিষয়ে বাংলাদেশকেওহ্যাঁ অথবাওনা একটা উত্তর তো দিতে হবে। বাংলাদেশ যে জন্য সময়ও নিচ্ছে।

হুমায়ুন কবির: আমাদের কী দরকার সেটা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। গোর আমাদের যুক্তরাষ্ট্রেরওপ্যাক্স সিলিকা নামের সেমিকন্ডাক্টর জোটে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এদিকে চীনের সাথেও আমরা এধরনের একটা উদ্যোগে সম্মত হয়েছি। বাংলাদেশ এখানে নিজস্ব স্বার্থে দুদিকেই থাকতে পারে। প্রযুক্তি জগৎটা দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এখানে বাংলাদেশ তার স্বার্থে উভয় পক্ষের সাথেই কাজ করতে আগ্রহী হতেই পারে। এখন দুই পক্ষের কাছে আমার স্বার্থের জায়গাটা ব্যাখ্যা করা বা তুলে ধরার যে কাজড়সেটাই হচ্ছে কূটনীতি।

যথেষ্ট কুটনীতিক দক্ষতা, যোগ্যতা থাকলে আমরা উভয়ের সাথেই কাজ করতে পারব। এই অঞ্চলে সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম যেমনটা করছে। তারা যদি করতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব না!

সেই জায়গাটায় যাওয়ার মতো আমাদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বদিচ্ছা ও সমর্থন দিতে হবেড়যাতে পেশাদার কূটনীতিকরা তাদের কাজগুলো নির্ভয়ে করতে পারেন।

শাখাওয়াত: এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। সৌদি আরবের নেতৃত্বে সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠন হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ যোগ দিয়েছে। এই জোটে বাংলাদেশের যোগদানের কারণ কী?

হুমায়ুন কবির: এটা আমাদের জন্য দুটি জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে, এই জোট কিন্তু লোহিত সাগর কেন্দ্র করে। সৌদি আরবের জ্বালানি রপ্তানির একটা বড় অংশ এখন লোহিত সাগর দিয়ে যায়। এটি বন্ধ করতে হুথিরা আক্রমণ চালাচ্ছে, আর সে কারণে শঙ্কা তৈরি হয়েছেড়এই লোহিত সাগরের সমুদ্রপথও বন্ধ হয়ে যায় কিনা। এটি বন্ধ হলে বাংলাদেশও বিপদগ্রস্ত হবে। কারণ আমাদের পশ্চিমমুখী যে বাণিজ্যড়তার পুরোটাই লোহিত সাগর দিয়ে যায়। কাজেই এখানে আমাদের নিঃস্ব স্বার্থ, আমদানি-রপ্তানি স্বার্থ সরাসরি জড়িত। কাজেই একটা নৈতিক অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন যে, আমরা চাই সমুদ্র খোলা থাকুক, ফ্রিডম অভ নেভিগেশন (নৌ চলাচলের স্বাধীনতা) থাকুক। এর যে বৈশ্বিকওনর্ম বা রীতি রয়েছে, সেটার পুনর্ব্যক্ত করা প্রয়োজন। আর সেই রীতিতেই বাংলাদেশ এটাতে যোগ দিয়েছে বলে আমার ধারণা।

শাখাওয়াত: এক্ষেত্রে ইরানের সাথে সম্পর্কের কোনো অবনতি ঘটবে কি-না, যেহেতু হুথিদের আবার বলা হয় ইরানের প্রক্সি।

হুমায়ুন কবির: আমাদের এখানে যুক্ত হওয়াটা রীতিগতভাবে খুবই সিম্বলিক বা প্রতীকী। রীতিগতভাবে এইজন্য যে, আমাদের যে ব্যবসাবাণিজ্য আছে সেটাকে চালু রাখার জন্য, আমি এটাকে সমর্থন করছিএই দিকটা। আর সিম্বলিক বলার কারণ হচ্ছে, আমাদের যে সক্ষমতা রয়েছে, সেটা নিয়ে ওখানে গিয়ে আমরা যে খুব বেশি কিছু করতে পারব, সেটাও না।

শাখাওয়াত: আমরা তো ট্রুপস (সেনা) পাঠাতে পারব না।

হুমায়ুন কবির: যদি তারা চায়ও সহযোগিতা, সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো একটা সিম্বলিক প্রেজেন্সে যাব। তো এই ধরনের রীতিগত প্রতীকী অংশগ্রহণ ইরানের জন্য খুব একটা মাথাব্যথা হওয়ার কারণ নেই। হরমুজ প্রণালি সংক্রান্ত হলেইরান এখানে শত্রু বা মিত্র হিসেবে ভাবার সুযোগ পেত। আর এই জোট সম্পূর্ণ উল্টো দিকে কাজ করবে।

শাখাওয়াত: লোহিত সাগর, বাব আল-মান্দেব, এডেন উপসাগরএই অঞ্চলটিকে নিরাপদ রাখার জন্য এই নিরাপত্ত জোট কাজ করবে।

হুমায়ুন কবির: এখানে আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য রক্ষা করার জন্যই সোচ্চার হতে হবে। যদি সেখানে বাংলাদেশের (সামরিক) উপস্থিতির কোনো প্রয়োজনও পড়ে, সেটাও খুব অল্প প্রতীকী পর্যায়ের থাকবে। তাতে করে আমার মনে হয় না, খুব একটা সমস্যা আছে।

শাখাওয়াত: হরমুজে আমাদের স্বার্থ আছে? এই জোটে যোগ দিলে তা কি ব্যাহত হবে?

হুমায়ুন কবির: অবশ্যই স্বার্থ আছে, কিন্তু এতে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না বা আমি মনে করছি না। কারণ, এই জোটের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত আছে হুথিরা। ইয়েমেন বা হুথিদের সঙ্গে যেহেতু আমাদের খুব বেশি ব্যবসাবাণিজ্য ওই অর্থে নেই, আবার আমাদেরও তাদের সঙ্গে তেমন কোনো বিরোধ নেইসুতরাং হুথিরা এটা নিয়ে খুব বেশি নেতিবাচক হবে বলে মনে করছি না। এখানে একটা নীতিগত অবস্থান ঘোষণার প্রয়োজন ছিল, সেটা আমরা করেছি। এটা যত প্রতীকী থাকবে, ততোই আমাদের জন্যও ভাল। যাতে ইরানের সাথে আমাদের একটা মতান্তর হওয়ার সুযোগ তৈরি না হয়।

কৌশলগত কারণে সৌদি জোটে যোগদান, ইরানকে আঘাতের উদ্দেশ্যে নয় - পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির

সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশের যোগদান কোনোভাবেই ইরানকে লক্ষ্য করে নয়; বরং সৌদি আরবের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা এবং হুথি হুমকি মোকাবিলায় সহযোগিতার অংশ বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

রোববার (২ আগস্ট) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সৌদি আরবের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশ যোগ দিয়েছে হুথিদের হুমকি মোকাবিলার জন্য। অন্যদিকে আমরা ইরানের সঙ্গেও কথাবার্তা বলছি। তাই এটিকে কোনোভাবেই ইরানকে বাদ দেওয়া বা আঘাত করার কিছু হিসেবে দেখার কারণ নেই।

তিনি বলেন, মূল বিষয়টি হলো সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক শুধু হজ, ওমরাহ বা তীর্থযাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটিকে শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। ঢাকা ও রিয়াদের সম্পর্ক হবে একটি কৌশলগত সম্পর্ক। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সম্পর্ক হবে।

হুমায়ুন কবির বলেন, সৌদি আরব ইসলাম ধর্মের দুটি পবিত্র মসজিদড়মক্কা ও মদিনার রক্ষক। এ কারণে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যেকোনো সময় সৌদি আরবের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা যদি সহযোগিতা চায়, এই আত্মিক ও নৈতিক সম্পর্কের জায়গা থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবসময় সহায়তার জন্য সাড়া দেবে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল বিশেষ দূত সার্জিও গরের সাম্প্রতিক ঢাকা সফর ছিল একটি পরিচিতিমূলক ও অনুসন্ধানমূলক সফর। এটি ছিল তার বাংলাদেশে প্রথম সফর এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করা।

তিনি জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সার্জিও গরের বৈঠক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, ভূরাজনীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সহযোগিতাসহ বিস্তৃত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

হুমায়ুন কবির বলেন, সফর শেষে সার্জিও গর প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রেরওসর্বোচ্চ সম্মান রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, যা দুই দেশের সম্পর্কের গভীরতা ও পারস্পরিক আস্থার প্রতিফলন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান মার্কিন প্রশাসন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে এবং বাংলাদেশকে তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে দেখছে। তার ভাষায়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবংওবাংলাদেশ ফার্স্ট নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

চীনা বিনিয়োগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আপত্তি বৈঠকে উত্থাপিত হয়েছে কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে হুমায়ুন কবির বলেন, এ ধরনের কোনো আলোচনা হয়নি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে যেমন চীনের বিনিয়োগ রয়েছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোরও বিনিয়োগ রয়েছে। সরকার কোনো পক্ষের সঙ্গে বিরোধে না গিয়ে সব অংশীদারের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চায়।

টানা পাঁচবার নীতি সুদ অপরিবর্তিত

১৭ পৃষ্ঠার পর

দাম ৬ শতাংশের বেশি বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮৯ ডলারের ওপরে উঠে যায়। জুন পর্যন্ত এক বছরে মূল্যস্ফীতির হার ৩ দশমিক ৫ শতাংশে নেমেছে। তবে এ হার এখনো ফেডের নির্ধারিত ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, মূল্যস্ফীতির হার কমার অর্থ পণ্যের দাম কমছে না; বরং আগের তুলনায় ধীরগতিতে বাড়ছে।

কেন সুদের হার বাড়ানো হয়

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সাধারণত নীতি সুদের হার বাড়িয়ে থাকে। এতে গৃহঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডের সুদ বেড়ে যায়। ঋণ নেওয়ার খরচ বাড়লে মানুষ কম খরচ করে, বাজারে চাহিদা কমে; শেষ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতির চাপওহ্রাস পায়।

অন্যদিকে সুদের হার বেশি হলে সঞ্চয়কারীরাও আমানতের ওপর তুলনামূলক ভালো মুনাফা পান।

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম আরও বাড়তে পারে-এমন আশঙ্কায় বাজারে ধারণা ছিল, ফেড হয়তো আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে সুদের হার বাড়াবে। তবে ফেড সে পথে হাঁটেনি।

‘জাদুর কাঠি নেই’

সুদের হার না বাড়ানোর কারণ জানতে চাইলে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ার্শ বলেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে পরিবার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান যে অস্থিরতার মধ্যে আছে, সেটা তিনি বোঝেন। তবে তাঁর নেতৃত্বাধীন পর্ষদ দায়িত্ব নিয়েছে মাত্র সাড়ে আট সপ্তাহ আগে।

সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্শ বলেন, ‘আমরা দায়িত্বে আছি, তার ফলও মানুষ পাবে। মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ আছে। তবে জাদুর কাঠি নেড়ে রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব-এমন ধারণা থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে।’

ফেড এক বিবৃতিতে বলেছে, জ্বালানির দাম বাড়ায় মূল্যস্ফীতি এখনো ‘উচ্চপর্যায়ে’ আছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতজনিত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির গতি ভালো।

নীতিনির্ধারকদের মধ্যে মতবিরোধ

ওয়ার্শ জানান, সুদের হার নিয়ে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে খোলামেলা বিতর্ক উৎসাহিত করা হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করেই এ বিতর্ক উসকে দিয়েছেন।

ওয়ার্শের ভাষায়, ‘আমি চেয়েছিলাম, প্রাণবন্ত বিতর্ক হোক, যেমনটা পরিবারের মধ্যে হয়, সেটাই হয়েছে। এটাই এ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য। তবে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছিল।’

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে চীনকে এখনো টেক্কা

১৯ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা বহু আগেই জানতেন যে চীন যেকোনো সময় বিরল খনিজের এই সুবিধাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তারা এই হুমকি কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেননি। তবে এখন ওয়াশিংটন বিকল্প সরবরাহকারী গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা নিজ দেশে এবং বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোতে বিরল খনিজ উৎপাদকদের তহবিল বাড়িয়ে দিচ্ছে। ২০২৫ সালে মার্কিন পেন্টাগন উত্তর আমেরিকার প্রধান বিরল খনিজ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র 'এমপি ম্যাটেরিয়ালস'-এ ৪০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। এর পর থেকে বরাদ্দ কেবল বেড়েছে।

অবশ্য বিরল খনিজের নতুন সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। তিন দশক ধরে চীন প্রক্রিয়াজাতকরণে নিজেদের আধিপত্য গড়ে তুলেছে। এই খাতে বিশেষায়িত জ্ঞান এবং সুনির্দিষ্ট উৎপাদনসুবিধা অর্জন করা হুট করে সম্ভব নয়। তা ছাড়া বেইজিং এসব উৎপাদকদের বিপুল ভর্তুকি দিতে রাজি ছিল এবং এর মাধ্যমে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিবেশগত ক্ষতি মেনে নিয়েছিল, এক টন বিরল খনিজ প্রক্রিয়াজাত করলে প্রায় ২,০০০ টন বিষাক্ত বর্জ্য তৈরি হয়।

উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলো এত বড় মূল্য বা পরিবেশগত ক্ষতি সহজে মেনে নেবে না। যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর আইনি ও পরিবেশগত অনুমোদন প্রক্রিয়াও এখানে বড় বাধা। নতুন খনি ও কারখানার অনুমোদনের জন্য বছরের পর বছর মামলা চলতে থাকে, যা বিনিয়োগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

বিরল খনিজ ছাড়াও অনেকেই চীনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যেমন লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ও ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে চীনা আধিপত্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে এসব খাতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা বেইজিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ হবে না। চীন তখন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিযোগী কোম্পানিগুলোর হাতে বাজার ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদিত শত শত ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তত একটি করে রাসায়নিক উপাদান চীন থেকে আসে। কিন্তু চীন চাইলে সহজেই এই সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, চীনের অধিকাংশ ওষুধের সক্রিয় কাঁচামাল (অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট-এপিআই) প্রথমে ইউরোপ ও ভারতে যায় এবং সেখানে ওষুধ তৈরির পর তা বিশ্বজুড়ে ছড়ায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ বন্ধ করতে গেলে সারা বিশ্বেই এর আঁচ লাগবে। যুক্তরাষ্ট্র চাইলে কাঁচামাল মজুত রেখে যেকোনো সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করে নিতে পারে, যা চীনের প্রভাব কমিয়ে দেয়।

এখনো যুক্তরাষ্ট্রই এগিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চীনের প্রভাবের দিকে নজর দিতে গিয়ে বেইজিংয়ের নিজস্ব দুর্বলতাগুলোকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রযুক্তি খাতের সবচেয়ে জটিল অংশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র এখনো একক আধিপত্য ধরে রেখেছে। ২০২৫ সালে বৈশ্বিক উচ্চপ্রযুক্তি খাত থেকে অর্জিত মোট লাভের ৫৮ শতাংশই গেছে মার্কিন ফার্মগুলোর পকেটে। আর ন্যাটো মিত্র ও পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারদের পকেটে গেছে আরও ২৬ শতাংশ লাভ। এর বিপরীতে হংকংসহ চীনের সব প্রতিষ্ঠান মিলে বিশ্বব্যাপী উচ্চপ্রযুক্তি খাতের লাভের মাত্র ৮ শতাংশ অর্জন করতে পেরেছে। উচ্চপ্রযুক্তির পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চীনের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

চীন সরকারের জন্য আরও বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাদের সামগ্রিক উৎপাদন খাতের আমদানিকৃত মধ্যবর্তী পণ্যের (ইন্টারমিডিয়েট গুডস) ওপর নির্ভরতা। এক দশক ধরে স্বাবলম্বী হওয়ার জোর চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বেইজিংকে এখনো বিদেশ থেকে প্রচুর মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি করতে হয়। যেহেতু চূড়ান্ত পণ্য তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো আবশ্যক, তাই এর জোগান বন্ধ হলে চীনের সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খল অচল হয়ে পড়তে পারে। অবশ্য কেবল একা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চীনের এই কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী পণ্য আটকে বড় আঘাত দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি এশিয়া ও ইউরোপের মিত্রদের সঙ্গে একত্র হয়ে চাপ সৃষ্টি করে, তবে তা অত্যন্ত মারাত্মক রূপ নেবে। কারণ, চীন যে পরিমাণ মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি করে, তার সিংহভাগই আসে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলো থেকে।

চীনের বিশাল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরতাও তাদের অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। চীন প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছে ১৯ লাখ কোটি (১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন) ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। মার্কিন জোট যদি যৌথভাবে চীন থেকে আমদানি কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের চেয়ে চীনের অর্থনীতির জন্য অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হবে।

এর অর্থ হলো একা লড়াই না করে বহুপক্ষীয় অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলে চীনকে অনেক সহজে কোণঠাসা করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র যদি এককভাবে চীনের সঙ্গে সব বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়, তবে চীনের অর্থনৈতিক ক্ষতি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বেশি হবে, যা খুব একটা বড় জয় নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা যদি যৌথভাবে চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে, তবে চীনের অর্থনৈতিক ক্ষতি যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৫ থেকে ১১ গুণ বেশি হবে।

ঐক্যের শক্তি

চীনের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ কাজে না লাগিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন উল্টো পথে হেঁটেছে। তারা নিজের মিত্রদের ওপরই চড়া শুল্ক আরোপ করেছে এবং অনেককে যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে বাধ্য করেছে। ওয়াশিংটন চীনের ওপর চাপ না বাড়িয়ে নিজের বন্ধুদের ওপরই আঘাত কষছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়েছে এবং চীনকে একা মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা হিমশিম খাচ্ছে।

তবে এখনো সময় আছে, ওয়াশিংটন চাইলে মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা করে চীনের একচেটিয়া নীতিকে রুখে দিতে পারে। ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ শুরুও হয়েছে। ২০২৫ সালে বেইজিংয়ের বিরল খনিজ অস্ত্র ব্যবহারের জবাবে 'প্যাক্স সিলিকা' নামে একটি মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট গঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসংক্রান্ত (এআই) সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত রাখা এবং বিরল খনিজ, ডেটা অবকাঠামো ও উন্নত উৎপাদনে চীনের প্রভাব কমানো।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাজ্য মিলে এটি প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী সময় জার্মানি, ভারত, নেদারল্যান্ডস, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আরও ডজনখানেক দেশ এতে যোগ দেয়।

প্যাক্স সিলিকাকে কেবল শুরু হিসেবে ধরা উচিত। যুক্তরাষ্ট্র ও তার অংশীদারদের হাতে সম্মিলিত যে অর্থনৈতিক শক্তি রয়েছে, তা এখনো অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এখন মূল প্রশ্ন হলো, ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব সেই শক্তি ব্যবহার করতে প্রস্তুত কি না।

বেন এ ভেগেল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাইট-হেনেসি স্কলার এবং স্টিফেন জি ব্রুকস, ডার্টমাউথ কলেজের অধ্যাপক। ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে অনূদিত।

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা রূপান্তর: যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

স্বাস্থ্যকর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সমন্বিত রেফারেল ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত করবে।

বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে হুবহু অনুসরণ করা নয়, বরং তাদের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা, ধারাবাহিক রোগী সেবা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবার সফল মডেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

দেশের বিদ্যমান কমিউনিটি ক্লিনিক নেটওয়ার্ক এবং জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোর সঙ্গে এই নীতিগুলোর সমন্বয় ঘটাতে পারলে বাংলাদেশ একটি আধুনিক, কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং টেকসই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে, যা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ডা. নীল এন টিংকু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও মেডিকেল ডিরেক্টর, প্রাইম হেলথ, নিউ ইয়র্ক সিটি , যুক্তরাষ্ট্র এবং সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা।

বিশ্বকাপ ফুটবল, অর্থনীতির

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রাইসিং’ নীতির ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও নিজের দেশের উদ্বোধনী ম্যাচের ১ হাজার ডলারের টিকিট নিয়ে মন্তব্য করেন, বলেন, তিনি এত দাম দিয়ে টিকিট কিনতেন না।

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের টিকিটের সর্বোচ্চ আনুষ্ঠানিক মূল্য ছিল ৩২ হাজার ৯৭০ ডলার বা ৪০ লাখ ৫৫ হাজার ৩১০ টাকা। পুনর্বিক্রির বাজারে কিছু টিকিটের দাম ২০ লাখ ডলার বা ২৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

এ বিষয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার তুলনায় এই দাম অস্বাভাবিক নয়। তবে টিকিটের বাইরেও সমর্থকদের বাড়তি ব্যয় করতে হয়, যেমন বিমানভাড়া, হোটেল ও খাবার।

বিশেষ আলোচনা আছে নিউ জার্সি ট্রানজিটের ট্রেনভাড়া নিয়ে। সাধারণ সময়ে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে যাওয়াআসার ভাড়া যেখানে ১২ দশমিক ৯০ ডলার, সেখানে বিশ্বকাপ চলাকালে এই টিকিটের দাম বাড়িয়ে ১৫০ ডলার করা হয়। সমালোচনার মুখে পরে ভাড়া কিছুটা কমানো হলেও তা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি।

সম্প্রচারকারী ও স্পনসরদেরও বড় লাভ

বিশ্বকাপের সম্প্রচারস্বত্ব কিনতে টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তবে তাদের এই অর্থ ফেলনা নয়, দর্শকসংখ্যা ও বিজ্ঞাপনের উচ্চ চাহিদার কল্যাণে বিনিয়োগের বড় অংশই তারা পুষিয়ে নিতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে আলোচিত ‘হাইড্রেশন ব্রেক’ বা পানি পানের বিরতিও বাণিজ্যিকভাবে নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। ইনফান্তিনোর দাবি, পুরোপুরি খেলোয়াড়দের স্বার্থে এই বিরতি দেওয়া হয়েছে, ফিফা এ থেকে অতিরিক্ত আয় করছে না। তবে বাস্তবে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান ও স্পনসরদের জন্য এটি নতুন বিজ্ঞাপনের সুযোগ হিসেবে এসেছে, অর্থাৎ এই বিরতির সময়ও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করা যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের খেলা সম্প্রচার করেছে ফক্স স্পোর্টস, সম্প্রচারস্বত্ব কিনতে তারা প্রায় ৪৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার ব্যয় করেছে বলে জানা যায়। ফলে পানি পানের বিরতিকে তারা ব্র্যান্ডের স্পনসরশিপের আওতায় নিয়ে আসে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফক্স টেলিভিশনে ৩০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনের গড় মূল্য ছিল ২ থেকে ৩ লাখ ডলার। নকআউট পর্বে যুক্তরাষ্ট্রের খেলায় তা ৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত ওঠে।

তবে যুক্তরাজ্যের বিবিসি বা আইটিভিতে খেলা দেখা দর্শকেরা এই বিজ্ঞাপন দেখেননি। কেননা, বিবিসিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন নেই এবং আইটিভি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি বিজ্ঞাপন দেখাতে পারে না। বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষক অ্যাডিডাস, কোকা-কোলাসহ বড় ব্র্যান্ডগুলো প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত হতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে। এই বিনিয়োগ থেকে তারা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সুবিধা পেয়েছে।

যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী নাইকির সঙ্গে বিজ্ঞাপনী প্রতিযোগিতায় অ্যাডিডাস প্রায় ৫ কোটি পাউন্ড ব্যয়ে লামিন ইয়ামাল, জুড বেলিংহাম ও লিওনেল মেসিকে নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছে।

অন্যদিকে আরও কিছু ব্র্যান্ড পরোক্ষভাবে আলোচনায় এসেছে। যেমন, সান ফ্রান্সিসকোর লেভাইস স্টেডিয়ামের বাইরে থাকা লেভাইসের লোগো ঢেকে দেওয়ার ঘটনা উল্টো ব্র্যান্ডটির জন্য বাড়তি প্রচারের সুযোগ এনে দেয়।

এবারের বিশ্বকাপে বিজ্ঞাপনের চমকপ্রদ দিকটি হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক ডেভিড বেকহামের ডিজিটাল সংস্করণ প্রদর্শন।

এক দশকের বেশি সময় আগে অবসর নিলেও বেকহাম এখনো যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের সবচেয়ে পরিচিত মুখ। মেজর লিগ সকারে মেসি যে ক্লাবে খেলেন, অর্থাৎ সেই ইন্টার মায়ামিকে এই লিগের সবচেয়ে মূল্যবান ক্লাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ক্লাবের বাজারমূল্য প্রায় ১৪৫ কোটি ডলার।

মাঠে বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও বাণিজ্যিক দুনিয়ায় বেকহাম এখনো অন্যতম সফল নাম।

আয়োজক শহরগুলোর কী লাভ হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর ১৬টি শহরে বিশ্বকাপ উপলক্ষে লাখ লাখ পর্যটক ও সমর্থক এসেছেন। এতে কিছু সময়ের জন্য হলেও হোটেল, রেস্তোরাঁ ও স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বাড়তি আয় হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ মেয়াদে এর অর্থনৈতিক সুফল বেশি নয়।

ফিফার হিসাবে, বিশ্বকাপের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রায় ৪ হাজার ১০০ কোটি ডলার যোগ হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতেই যোগ হবে প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার, সৃষ্টি হবে প্রায় ১ লাখ ৮৫ হাজার কর্মসংস্থান, যার বেশির ভাগই আতিথেয়তা খাতে।

কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ আলেকজান্ডার বাডজিয়ারের মতে, এ ধরনের বড় ক্রীড়া আসর থেকে দীর্ঘ মেয়াদে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়-এমন প্রমাণ খুব কম। বরং দেখা যায়, অনেক সাধারণ পর্যটক ভিড় এড়াতে ওই সময় ভ্রমণ বাতিল করেন, ফলে পর্যটন আয় কমে যায়।

বাডজিয়ারের মতে, নতুন যে চাকরি সৃষ্টি হয়, সেগুলোর বেশির ভাগই স্বল্প মজুরির আতিথেয়তা খাতে। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সম্পদ সৃষ্টি হয় না।

সরকারি তথ্যও বলছে, বিশ্বকাপ শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পাব, বার ও রেস্তোরাঁয় নিয়োগ বাড়লেও তার রেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাডজিয়ারের মতে, বড় ক্রীড়া আসরের সবচেয়ে কার্যকর অর্থনৈতিক সুফল দেখা যায় অবকাঠামো খাতে। যেমন, ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকের পর স্ট্র্যাটফোর্ড এলাকার পুনর্গঠন।

এবারের বিশ্বকাপে অবশ্য সে রকম কিছু হয়নি। বিদ্যমান স্টেডিয়াম, হোটেল, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, পরিবহনব্যবস্থা, অর্থাৎ যেসব অবকাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো নতুন কিছু ছিল না।

জার্সি বিক্রেতাদের মুখে হাসি

বিশ্বজুড়ে বিশ্বকাপের উন্মাদনার কল্যাণে জাতীয় দলের জার্সি বিক্রি বেড়ে গেছে। নাইকি জানিয়েছে, ২০২২ সালের তুলনায় এবার তাদের জাতীয় দলের জার্সি বিক্রি হয়েছে দ্বিগুণের বেশি। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে ইংল্যান্ডের জার্সি। এরপর রয়েছে ফ্রান্স, ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে অ্যাডিডাসের পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে মেক্সিকোর জার্সি।

জেডি স্পোর্টস জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের জার্সি বিক্রি করে এবার তারা রেকর্ড আয় করেছে। তবে সব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে স্কটল্যান্ডের জার্সি। জার্মানি, ব্রাজিল, মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনার জার্সির বিক্রিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

ফুটবলফ্যাশন নিয়ে টিকটক ও ইনস্টাগ্রামে কাজ করেন সংস্কৃতিবিষয়ক সাংবাদিক সি ভ্যালেন্টিনা। তাঁর মতে, ফুটবল জার্সি এখন শুধু খেলার পোশাক নয়, বরং দৈনন্দিন ফ্যাশনের অংশ হয়ে উঠেছে।

বিশেষ করে জেনজির মধ্যে নস্টালজিয়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় পুরোনো ধাঁচের জার্সির চাহিদা বেড়েছে। নারীদের জন্য বিশেষভাবে নকশা করা জার্সিও জনপ্রিয় হচ্ছে। তবে এর নেতিবাচক দিকও আছে, সেটা হলো, বাজারে বিপুল পরিমাণ নকল জার্সি বিক্রি হচ্ছে।

ভ্যালেন্টিনার ভাষায়, ফ্যাশনের অংশ হয়ে গেলে ফুটবল জার্সির দাম বেড়ে যায়। তখন আবার নকলের বাস্তবতাও সৃষ্টি হয়।

হোটেল ব্যবসা জমেনি

বিশ্বকাপে হোটেলকক্ষের যে বিপুল চাহিদার আশা করা হয়েছিল, বাস্তবে তা দেখা যায়নি। শিল্পসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, আয়োজক শহরগুলোতে গত বছরের তুলনায় এবার বুকিং কম হয়েছে।

কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া হোটেল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, ভ্যাঙ্কুভারে সাতটি ম্যাচ হলেও জুন ও জুলাইয়ে বুকিং আগের বছরের তুলনায় কম ছিল। তাদের মতে, এ ধরনের টুর্নামেন্টে টানা কয়েক সপ্তাহ হোটেল পূর্ণ থাকে না; বরং নির্দিষ্ট ম্যাচের দিনগুলোতেই চাহিদা বাড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের হোটেল মালিকদের সংগঠন এএইচএলএ অভিযোগ করেছে, ফিফা নিজেদের জন্য অতিরিক্ত কক্ষ আগাম সংরক্ষণ করে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করেছিল। ফিফা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

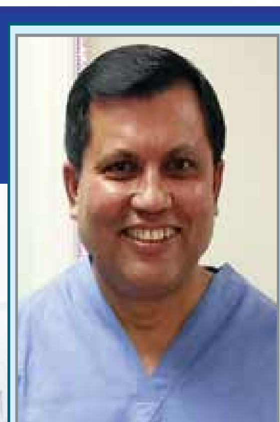

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমম্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশের রপ্তানি কনটেইনারের বুকিং কমিয়ে দিয়েছে শিপিং কোম্পানি, পরিবহন ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ

১৭ পৃষ্ঠার পর

যেখানে প্রতি কনটেইনারের ফ্রেইট রেট ছিল ৪ হাজার ৫০০ ডলার, তা এখন ১১ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

তাদের অভিযোগ, মেইনলাইন অপারেটর (এমএলও) হিসেবে পরিচিত শিপিং কোম্পানিগুলো ফ্রেইট রেট বাড়ানোর জন্য কনটেইনারের জায়গার কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে।

শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে রপ্তানিকারকদের আকাশপথে পণ্য পরিবহনের দিকে ঝুঁকতে হতে পারে, যা লজিস্টিকস খরচ আরও বাড়িয়ে দেবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়তি খরচের চাপ রপ্তানিকারকের উপর এসে পড়তে পারে, এমনকি বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ কমতেও পারে। এতে কমতে পারে দেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা।

তবে এমএলও প্রতিনিধিরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে কিছু নৌপথ বন্ধ থাকা এবং তাদের কিছু জাহাজ আটকে থাকায় সংকট তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে চীন থেকে বেশি বুকিং হওয়ায় বাধ্য হয়ে অন্য দেশগুলোর জন্য বুকিং স্লট কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়েছে।

বাংলাদেশে সেবানকারী প্রধান এমএলওগুলোর মধ্যে রয়েছে মায়ের্স্ক, এমএসসি, সিএমএ সিজিএম, হ্যাপাগ-লয়েড, কসকো, এভারগ্রিন লাইন এবং ওওসিএল।

সরাসরি ক্ষতির শিকার ডিডিপি রপ্তানিকারকরা

ডেলিভারড ডিউটি পেইড (ডিডিপি) শর্তে পণ্য পাঠানো রপ্তানিকারকদের সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করছে এই সংকটে। কারণ ক্রেতাদের গুদামে পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের পুরো খরচ তাদেরই বহন করতে হয়। অন্যদিকে ফ্রি অন বোর্ড (এফওবি) শর্তে যারা রপ্তানি করে, তারা সরাসরি তেমন ক্ষতির মুখে পড়ছেন না; কারণ এক্ষেত্রে বিদেশি ক্রেতারাই সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ভাড়া পরিশোধ করে থাকে।

ডিডিপি পদ্ধতিতে পণ্য পাঠায় দেশের শীর্ষস্থানীয় পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্প্যারো গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম জানান, এ পদ্ধতিতে পণ্য পাঠানো বেশিরভাগ বাংলাদেশি রপ্তানিকারকই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন।

তিনি টিবিএসকে বলেন,৩আমরা যুক্তরাষ্ট্রগামী কনটেইনার বুকিং দিতে পারছি না। বাড়তি খরচে বুকিং দিতে হচ্ছে঳

৩এতে একদিকে ক্রেতার কাছে সময়মতো পণ্য পৌঁছাতে দেরি হলে সুনাম নষ্ট হবে, ভবিষ্যতের অর্ডার হারানোর ঝুঁকি তৈরি হবে। অন্যদিকে বাড়তি খরচ আমাদের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে঳ বলেন তিনি।

বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের কতজন ডিডিপি পদ্ধতিতে পণ্য পাঠান, তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ-র কাছে নেই।

এক মাসে ফ্রেইট খরচ দ্বিগুণ

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বায়িং হাউস লিয়াং ফ্যাশনের ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস যুক্তরাষ্ট্রগামী পোশাপণ্যবাহী ১০টি কনটেইনারের বুকিং নিশ্চিত করতে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করছে। তারা হ্যাপাগ-লয়েড ও এমএসসিসহ বেশ কয়েকটি এমএলওর সঙ্গে যোগাযোগ করেও বুক দিতে পারেনি।

গত সপ্তাহে এমএসসি ইমেইলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে জানায়,৩দুঃখিত, বর্তমানে আমরা আপনার বুকিং গ্রহণ করতে পারছি না। আগামী কয়েক সপ্তাহের জন্য আমাদের জাহাজগুলো পুরোপুরি বুক হয়ে গেছে঳

লিয়াং ফ্যাশনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, এমএলওগুলোতে বুকিং দিতে না পারায় তাদের প্রায় ১০টি কনটেইনার জমে যায়। পরে বাধ্য হয়ে বাড়তি রেটে বুকিং দিতে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন,৩এক মাস আগেও নিউইয়র্কগামী একটি কনটেইনারের জন্য দিতে হতো ৪ হাজার ৫০০ থেকে ৫ হাজার ডলার, এখন দিতে হচ্ছে ১১ হাজার ৪০০ ডলার। আমাদের কনটেইনারগুলো ক্রেতাদের কাছ পৌঁছাতে প্রায় দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ বা তারও বেশি দেরি হবে। এই ঘটনা আমাদের পরবর্তী অর্ডার পাওয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি আমাদের খরচও বেড়ে যাচ্ছে঳

লিয়াং ফ্যাশনের ওই কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপগামী বেশিরভাগ কনটেইনারের ক্ষেত্রেই বুকিং পেতে দেরি হচ্ছে এবং অতিরিক্ত ফ্রেইট রেট গুনতে হচ্ছে।

রপ্তানিমুখী কনটেইনার বুকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান কনভেয়র লজিস্টিকসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কবির আহমেদ জানান, এক মাস আগেও জার্মানির হামবুর্গে যে কনটেইনার বুকিংয়ে ২ হাজার ৫০০ ডলারে দিতে হতো, এখন দিতে হচ্ছে প্রায় ৬ হাজার।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কাজী ইফতেখার হোসেন সতর্ক করে বলেন, এই ব্যাঘাত দেশের রপ্তানি খাতকে আরও দুর্বল করে দিতে পারে।

তিনি টিবিএসকে বলেন,৩বাংলাদেশের রপ্তানি এমনিতেই চাপে আছে। নতুন এই সংকট দেশের রপ্তানিমুখী কনটেইনারের ট্রানজিট টাইম আরো বাড়িয়ে দেবে। ফলে রপ্তানিতে নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে঳

তবে কতজন রপ্তানিকারক বা কতগুলো কনটেইনার এই সমস্যায় পড়েছে, অথবা এতে কী পরিমাণ অতিরিক্ত খরচ হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো শিল্প সংগঠনই সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি।

এমএলওগুলোর দিকে অভিযোগের আঙুল

কনভেয়র লজিস্টিকসের এমডি কবির আহমেদ অভিযোগ করেন, এমএলওগুলো কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে।৩আমরা ধারণা করছি, এমএলওগুলো সিন্ডিকেট করে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিমুখী কনটেইনারে বাড়তি অর্থ আদায় করার জন্য কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এ পরিস্থিতি তৈরি করেছে঳

নাম না প্রকাশের শর্তে বাংলাদেশের একটি শিপিং এজেন্সির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও একই দাবি করেন। তিনি টিবিএসকে বলেন,৩এমএলওগুলো যখন ফ্রেইট রেট বাড়াতে চায়, তখন এ ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে঳

শিল্পসংশ্লিষ্ট অন্যরা বলেন, গত কয়েক সপ্তাহে চীন থেকে কনটেইনার বুকিং বেশি হচ্ছে। এর ফলে শিপিং কোম্পানিগুলো ওই গন্তব্যে বেশি বরাদ্দ দিচ্ছে।

তারা আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে সাধারণত মাদার ভেসেলে (বড় জাহাজ) করে কনটেইনার নেওয়া যায় না। এমএলওগুলো তাদের ফিডার ভেসেলে (ছোট জাহাজ) করে শ্রীলঙ্কার কলম্বো, মালয়েশিয়ার পোর্ট কেলাং, সিঙ্গাপুরের মতো বন্দরগুলোতে কনটেইনার নেওয়ার পর সেখান থেকে মাদার ভেসেলে করে ইউরোপ ও আমেরিকায় পণ্য পাঠানো হয়।

চীনা পণ্যের জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ দেওয়ায় এই হাবগুলোতে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের কনটেইনারের জন্য জায়গা কমে গেছে। ফলে চট্টগ্রাম থেকেও বুকিং কমিয়ে দিয়েছে এমলওগুলো।

শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর অভিযোগ, চীন থেকে কনটেইনার বহনে বেশি আর্থিক লাভ হওয়ায় বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশের কনটেইনারের বুকিং কমিয়ে চীন থেকে বেশি বুকিং নিচ্ছে শিপিং কোম্পানিগুলো।

অভিযোগ অস্বীকার এমএলওগুলোর

ঢাকায় এমএসসির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে স্বীকার করেন, বাংলাদেশ থেকে বুকিং বরাদ্দ কমেছে। তবে তিনি দাবি করেন, এই হ্রাসের পরিমাণ খুব বেশি নয়।৩আগে যদি ২ হাজার কনটেইনার বুকিং নেওয়া হতো, এখন হয়তো ১ হাজার ৫০০ নেওয়া হচ্ছে঳

তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য ও লোহিত সাগরে সংঘাতের কারণে পণ্য পরিবহনে এই ব্যাঘাত ঘটছে।৩এটা শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা঳

ওই কর্মকর্তা আরও স্বীকার করেন, বাণিজ্যিকভাবে বেশি লাভজনক হওয়ায় শিপিং কোম্পানিগুলো চীনের জন্য বেশি বুকিং নিচ্ছে। তিনি বলেন, ৩বাংলাদেশ থেকে ফিডার জাহাজে অন্য দেশের পের্টে পণ্য নেওয়া, সেখানে লোডিং, স্টোরেজসহ আরো খরচ যুক্ত হয়, যেটা চীনের ক্ষেত্রে করতে হয় না঳

হ্যাপাগ-লয়েডের বাংলাদেশ অফিসের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও বলেন, জাহাজে জায়গার সংকটের কারণে বাংলাদেশ থেকে বুকিংয়ে বাড়তি ফ্রেইট রেট নেওয়া হচ্ছে।

সংকট আরও বাড়তে, রপ্তানিকারকদের ওপর বাড়বে চাপ

স্টেকহোল্ডাররা বলেছেন, আগামী মাসগুলোতে কনটেইনারের জায়গার সংকট আরও তীব্র হতে পারে। তারা জানান, ডিডিপি রপ্তানিকারকরা তাৎক্ষণিক ক্ষতির শিকার হলেও, লজিস্টিকস খরচ বৃদ্ধির এই প্রভাব সরবরাহ চেইনের ওপর পড়ায় শেষপর্যন্ত এফওবি রপ্তানিকারকেরাও চাপের মুখে পড়বে।

বাংলাদেশে হ্যাপাগ-লয়েডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন,৩আগামীতে সংকট আরো বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ফ্রেইটের নতুন প্রাইস কোট করতে হবে আমাদের। ফলে খরচ পরোক্ষভাবে হলেও কারখানার উপর এসে পড়তে পারে঳

কনভেয়র লজিস্টিকসের কবির আহমেদ বলেন, পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালে রপ্তানিকারকরা বাধ্য হয়ে আকাশপথে পণ্য পরিবহন বাড়াবেন। এতে তাদের খরচ আরও বাড়বে।

ঢাকাভিত্তিক আরেকটি বায়িং হাউসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা টিবিএসকে বলেন, ফ্রেইট খরচ বাড়লে তা সরবরাহকারীদের ওপর আসবে।৩দীর্ঘমেয়াদে ওই খরচ আমরা বহন করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে পণ্যের দামে এই মূল্য সমন্বয় করা লাগতে পারে঳

তিনি বলেন, বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা যদি এই বাড়তি পরিবহন খরচ বহন করতে না চায় বা না পারে, সেক্ষেত্রে বিদেশি ক্রেতারা বাংলাদেশ অন্য দেশে ক্রয়াদেশ সরাতে পারে।

আমাকে বিদেশে গ্রেপ্তারের চেষ্টা ঠেকাতে তৈরি রয়েছে ইসরায়েলের ‘স্পেশাল ফোর্স’: নেতানিয়াহু

১২ পৃষ্ঠার পর

বিষয়টি নিয়ে ভাবি। তবে আপনি জানেন, আমাদের স্পেশাল ফোর্স রয়েছে। আমি নিজেও তো পাঁচ বছর (স্পেশাল ফোর্সে) ছিলাম।চ

হ্যানিটি তখন মন্তব্য করেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ৺বেশ শক্ত বা কঠোর।চ উত্তরে নেতানিয়াহু বলেন, ৺হ্যাঁ, চলুন তবে তাদের নতুন একটি কাজ দেওয়া যাক।চ তিনি স্পষ্ট জানান, নিউইয়র্কে তাঁর নির্ধারিত ভ্রমণ

বাতিল করার কোনো পরিকল্পনা তার নেই।

নেতানিয়াহু বলেন, ৺প্রথমত, আমি নিউইয়র্কে যাচ্ছি... এই ঘৃণা ছড়ানো নির্বাচিত কর্মকর্তার [মামদানি] সামনে দাঁড়িয়েই আমি সত্য বলব।চ

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, ৺তিনি (মেয়র মামদানি) নিউইয়র্কের একদল মানুষকে অন্যদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছেন। তিনি মানুষদের নিউইয়র্কের ইহুদিদের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছেন। আমরা কি ১৯৩০-এর দশকে বাস করছি? এত ঘৃণা! এত মিথ্যাচার!চ

২০২৪ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায়৩যুদ্ধের কৌশল হিসেবে অনাহারকে ব্যবহার করা এবং বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে হামলা করার মতো যুদ্ধাপরাধের঳ অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

এছাড়া ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ২০ মে পর্যন্ত সময়কালে৩হত্যা, নির্যাতন এবং অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধ঳ সংঘটনের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে নেতানিয়াহু এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সেগুলোকে ৺ইহুদিবিদ্বেষীচ (অ্যান্টি-সেমিটিক) বলে দাবি করেছেন।

মেয়র জোহরান মমদানি মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ৺আমি বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর উপযুক্ত স্থান হলো হেগ-এ (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে)।চ

তিনি আরও বলেন, ৺তিনি একজন যুদ্ধাপরাধী, যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত অভিযোগ এনেছে। গত কয়েক বছরে তাঁর কর্মকাণ্ডের ফলেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন মতামত তৈরি হয়েছে।চ

অবশ্য পরবর্তীতে মামদানি স্পষ্ট করেন যে, নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করার আইনি এখতিয়ার নিউইয়র্ক সিটির নেই, তবে তিনি এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রে এলে তাঁকে কোনোভাবেই গ্রেপ্তার করা হবে না।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ৺বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে কোনো অবস্থাতেই, কোনোভাবেই গ্রেপ্তার হবেন না।চ

ট্রাম্প দাবি করেন, ৺তিনি (নেতানিয়াহু) ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, যারা সম্প্রতি ৫২,০০০ নির্দোষ বিক্ষোভকারীকে হত্যা করেছে এবং গত ৪৭ বছর ধরে আমেরিকান সৈন্য ও অন্যদের হত্যা করে আসছে।চ

তিনি আরও বলেন, ৺কেবল তাদেরই গ্রেপ্তার করা উচিত যারা ইরানকে মৃত্যু ও ধ্বংসের এই নজিরবিহীন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে-যা বহু বছর আগেই আগের মার্কিন প্রেসিডেন্টদের সমাধান করা উচিত ছিল!চ

সাংবাদিকতা ছেড়ে পর্নো তারকা, এবার হলেন কলম্বিয়ার সিনেটর

১২ পৃষ্ঠার পর

ঝলকানিও বেশি দিন টানেনি। সব ছেড়েছুড়ে যোগ দেন রাজনীতিতে। বলা হয়, রাজনীতির পথ বেশ বন্ধুর। সেটাও সফলভাবে উতরে গেছেন তিনি। রাজপথ থেকে পৌঁছে গেছেন পার্লামেন্টে। এখন তিনি সিনেটর।

পেশাজীবনে এ চড়াইউতরাইয়ের গল্পটা দেইসি আলেজান্দ্রা ওমানা অর্টিজের। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার একজন বামপন্থী রাজনীতিক তিনি। সম্প্রতি দেশটির পার্লামেন্টের সিনেটর নির্বাচিত হয়ে চমক দেখিয়েছেন। দেশেবিদেশে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে দেইসির নাম।

দেইসি আলেজান্দ্রা ওমানা অর্টিজ, কলম্বিয়ার সিনেটর

কলম্বিয়ার সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, রাজধানী বোগোতায় স্থানীয় সময় গত সোমবার বামপন্থী রাজনৈতিক দল হিস্টোরিক প্যাক্ট ফর কলম্বিয়ার হয়ে সিনেটর পদে শপথ নিয়েছেন দেইসি।

দেইসির বয়স এখন ৩৩ বছর। সাংবাদিকতা ছেড়ে ২০১৭ সালে পর্নোজগতে প্রবেশ তাঁর। সেখানে ‘আমারান্তা হাঙ্ক’ নামে পরিচিত ছিলেন। বছর দুয়েকের মাথায় তারকাখ্যাতি ছেড়ে দেইসি রাজপথের রাজনীতি বেছে নেন। পুরোদস্তুর রাজনীতিক বনে যান। এখন প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা নির্মাণে জড়িত ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে লড়ছেন।

গত মার্চে কলম্বিয়ার নর্তে দে সান্তান্দার অঞ্চল থেকে সিনেটর নির্বাচিত হন দেইসি। সোমবার শপথ নিলেন। দেইসি মনে করেন, প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনশিল্পে কাজ করা ব্যক্তিদের জন্য কোম্পানি ও এজেন্সির শোষণ থেকে রক্ষা পেতে আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন।

সিনেটর পদে লড়তে নেমে প্রচারের এক ভিডিওতে দেইসি বলেছিলেন, ‘ভুয়া তথ্য, কুসংস্কার ও দ্বিচারিতার কারণে রাষ্ট্র এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীদের সুরক্ষা দেয়নি। কেউই এ শিল্পকে নীতিমালার আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়নি।’

সমালোচিত হয়েছিলেন দেইসি। সমালোচকেরা বলেছিলেন, পর্নোজগৎ ছেড়ে আসা কারও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উচিত নয়। মানতে পারেননি দেইসি। সমালোচকদের কড়া জবাব দিয়েছিলেন। পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনশিল্পে সম্পৃক্ত থাকা নারীদের কেউ কেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত কোনো পদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবেন না?

এ সময় দেইসি ইতালির সাবেক আইনপ্রণেতা ইলোনা স্টালারের উদাহরণ টানেন। একসময় পর্নো তারকা ছিলেন ইলোনা। গত শতকের সত্তরের দশকে একটি রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা পান তিনি। পরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ইতালির পার্লামেন্টের সদস্য হন ইলোনা।

দেইসি বলেন, ‘আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বৈষম্য, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক বাস্তবতা বুঝতে সহায়তা করেছে। এসব বিষয় আমি সরাসরি পার্লামেন্টের বিতর্কে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’

‘সমস্যা হলো, সমাজ প্রাপ্তবয়স্কদের আধেয় ঠিকই দেখে, কিন্তু ক্ষমতার জায়গায় আমাদের কথা বলার সুযোগ দিতে মোটেই রাজি নয়,’ বলেন সাবেক এই পর্নো তারকা।

বামপন্থী সিনেটর দেইসি এখন মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পক্ষে কাজ করছেন; সেই সঙ্গে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর ‘ট্রাম্পকার্ড’

১২ পৃষ্ঠার পর

কাজে লাগিয়ে নেতানিয়াহু একের পর এক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রভাবিত করে আসছেন। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল এবং তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলোর প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টদের অবিচল সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি।

একটা সময় মনে হচ্ছিল, অতীতের সব মার্কিন প্রেসিডেন্টের তুলনায় ডোনাল্ড ট্রাম্পই ইসরায়েলের প্রতি, বিশেষ করে নেতানিয়াহুর প্রতি সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল। বিশেষ করে ট্রাম্প ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে ইরানে আগ্রাসনে অংশ নিতে সম্মত হওয়ায় সেই ধারণা আরও জোরালো হয়েছিল। কারণ, তিনিই প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তবে এখন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থবির হয়ে পড়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের মতামত ছাড়াই ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় যেতে ট্রাম্পের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলবিরোধী সমালোচনা তীব্র হওয়ায় সেই ধারণা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলে এখন এমন ধারণা তৈরি হয়েছে, নেতানিয়াহুর ‘ট্রাম্পকার্ড’ আগের মতো আর কাজ নাও করতে পারে।

এটি এমন সময় হয়েছে, যখন নেতানিয়াহু নিজেই নানা চাপের মধ্যে আছেন। কারণ, আগামী অক্টোবরের শেষ দিকে তাঁকে জাতীয় নির্বাচনে লড়তে হবে। একই সঙ্গে নিজ দেশে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় বিচার চলছে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি সংঘাতের ঘটনা এখনো অমীমাংসিত।

আহরন ব্রেগম্যান, লন্ডনের কিংস কলেজের যুদ্ধবিষয়ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক

এমন অবস্থায় নেতানিয়াহু ওয়াশিংটন সফর করছেন। গতকাল মঙ্গলবার তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পর এটাই তাঁর প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর। নেতানিয়াহুর এই সফরকে তাঁর জন্য নতুনভাবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে ছবি তুলে ইসরায়েলের জনগণকে দেখানোর সুযোগ খুঁজবেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এখনো আছে।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই নেতানিয়াহু ও ট্রাম্পের সম্পর্কে টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ইরান সরকার ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে-এসব কথা বলে ট্রাম্পকে তেহরানে আগ্রাসন চালাতে রাজি করিয়েছিলেন নেতানিয়াহু।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসেও নেতানিয়াহুকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কারণ, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর নমনীয় অবস্থান নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। এমনকি এসব বসতি স্থাপনকারীর হাতে বিচারবহির্ভূতভাবে একজন মার্কিন সিনেটরকে আটক করার ঘটনাও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্কের কাছে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির বিষয়টি বিবেচনা করা এবং সৌদি আরবের সঙ্গে পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তিতে সম্মত হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন আরও বেড়েছে।

ইসরায়েলের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও নিউইয়র্কে দেশটির সাবেক কনসাল জেনারেল অ্যালন পিঙ্কাস আল-জাজিরাকে বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করাটাই নেতানিয়াহুর এই ওয়াশিংটন সফরের আসল উদ্দেশ্য। তিনি দাবি করছেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সদ্য প্রয়াত রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের শেষকৃত্যে যোগ দিতেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন।

পিঙ্কাস বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, এ সফরের একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে। নেতারা ইরান, এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান এবং সৌদি আরবের সম্ভাব্য পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন।’

পিঙ্কাস মনে করেন, নেতানিয়াহুর এই সফরের উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত, ইসরায়েলের মিত্র ও সমালোচকদের বোঝানো, ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর সম্পর্ক এখনো আগের মতোই অটুট। দ্বিতীয়ত, নেতানিয়াহু আশা করছেন, তাঁর বিরুদ্ধে চলমান দুর্নীতির মামলায় তাঁকে ক্ষমা করতে ট্রাম্প আহ্বান জানাবেন।

২০২৫ সালের নভেম্বরে নেতানিয়াহুর পক্ষ নিয়ে ইসরায়েলে ট্রাম্পের নজিরবিহীন হস্তক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করেন পিঙ্কাস।

নেতানিয়াহু হয়তো আশা করছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক সফল হলে তা তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। তবে তিনি এমন সময় যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন, যখন দেশটিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সম্ভবত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় সবচেয়ে কম।

যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী শিবিরের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বও নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন জনপ্রিয় পডকাস্ট উপস্থাপক টাকার কার্লসন এবং সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য মার্জোরি টেইলর গ্রিন।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও ইসরায়েল সরকারের কর্মকর্তাদের সমালোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পডকাস্টার জো রোগানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইসরায়েল সরকারের কয়েকজন ব্যক্তি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে তাঁর মধ্যস্থতায় হওয়া চুক্তি ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পনেতানিয়াহু বৈঠকে প্রকাশ্যে সৌজন্য ও প্রশংসার পরিবেশ দেখা গেলেও ব্যক্তিগত আলোচনায় ট্রাম্পের মনোভাব হবে অনেক বেশি সংশয়পূর্ণ ও স্বার্থকেন্দ্রিক।

গত সোমবার সাংবাদিকেরা তুরস্কের কাছে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির বিষয়ে নেতানিয়াহুর প্রকাশ্য আপত্তি সম্পর্কে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন। ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের কী বিক্রি করা উচিত, সেটা আমাকে কেউ বলে দিতে পারে না।’

ইসরায়েলি নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং লন্ডনের কিংস কলেজের যুদ্ধবিষয়ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আহরন ব্রেগম্যান বলেন, ‘নেতানিয়াহু এমন এক সময় ওয়াশিংটনে সফর করছেন, যখন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অনেকেই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি এখন অনেকটাই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন।’

ব্রেগম্যান আরও বলেন, ‘ভুল বা সঠিক যাই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রে অনেকের ধারণা, নেতানিয়াহুই ট্রাম্পকে এমন একটি যুদ্ধে জড়িয়েছেন, যা এড়ানো সম্ভব ছিল। আর সেই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কৌশলগত বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। তাই এখন আর ট্রাম্পসহ কেউই তাঁকে সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতা হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ দেবেন না। সেই সময় শেষ হয়ে গেছে।’

এ সফরে প্রকাশ্যে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে কোনো মতবিরোধ দেখা যাবে বলে খুব কম মানুষই মনে করছেন। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজেকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নেতা হিসেবে উপস্থাপনের কাজটি নেতানিয়াহুর জন্য আগের মতো সহজ নাও হতে পারে। অথচ আসন্ন নির্বাচনে এটি তাঁর অন্যতম বড় রাজনৈতিক শক্তি।

ইসরায়েলি জনমত জরিপকারী এবং ১৯৯০-এর দশকে নেতানিয়াহুর সাবেক সহযোগী মিচেল বারাক আল-জাজিরাকে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতানিয়াহুর অতীত রেকর্ড খুবই ভালো। কিন্তু তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্টও করেছেন।’

মিচেল বারাক বলেন, নেতানিয়াহুর সমালোচনা শুধু রিপাবলিকান পার্টির জাতীয়তাবাদী অংশের নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; দলটিতে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত মধ্য ডানপন্থী অংশের অনেক নেতাও এখন তাঁর সমালোচনা করছেন।

বারাকের মতে, এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রি নিয়ে ট্রাম্পের বিভিন্ন মন্তব্যে দুপক্ষের টানাপোড়েন স্পষ্ট। সর্বশেষ তুরস্কের কাছে এফ-৩৫ বিক্রির বিষয়েও একই চিত্র দেখা গেছে। এ ছাড়া ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর সময় যুক্তরাষ্ট্র নেতানিয়াহুরও সমালোচনা করেছিল। তাই ট্রাম্প আর খুব বেশি দিন নেতানিয়াহুর পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচার চালাবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

বারাক আরও বলেন, ‘এমনও হতে পারে, ট্রাম্প বলবেন, যুদ্ধের সময় নেতানিয়াহু ভালো নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এখন ইসরায়েলের নতুন নেতৃত্বের সময় এসেছে। এরপর তিনি অন্য ইসরায়েলি রাজনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করে নতুন একজন প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন জানাতে পারেন।’

এত দিন এড়িয়ে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা

১২ পৃষ্ঠার পর

তিন দিক থেকে অননুমেয় এবং অপ্রথাগত যুদ্ধে পারদর্শী শত্রুদের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো সামরিক পরিকল্পনাকারীর জন্য এক চরম দুঃস্বপ্ন।

সৌদি আরব নিজেদের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন করতে এবং অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কিনতে শত শত কোটি ডলার খরচ করেছে। কিন্তু দেশটির ভূখণ্ড বিশাল (যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ)। পাশাপাশি রয়েছে দীর্ঘ উপকূল। দেশটির তেল অবকাঠামোগুলোও বিশাল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

হুতি হুমকি

গত শনিবার লোহিত সাগর উপকূলে সৌদি আরবের দুটি তেল স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় হুতিরা। স্যাটেলাইট ছবি ও ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর ভৌগোলিক অবস্থান থেকে জানা যায়, ইয়েমেন সীমান্তের কাছে জাজানে অবস্থিত একটি স্থাপনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

লোহিত সাগরে সৌদি আরবের দুটি তেলবাহী জাহাজে হামলার পর এ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় হুতিরা। এর আগে বাব আলমানদেব প্রণালি দিয়ে সৌদি জাহাজের চলাচলের ওপর অবরোধ আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল তারা। গত সোমবার অন্য একটি সৌদি জাহাজেও হামলার দাবি করেছে গোষ্ঠীটি।

হরমুজ প্রণালি অচল হয়ে পড়ায় সৌদি আরব ইয়ানবুর মতো লোহিত সাগরের বন্দরগুলোর মাধ্যমে তাদের তেল রপ্তানির বড় একটি অংশ আবারও সচল করেছিল। ফলে হুতিদের এই অবরোধ বড় ধরনের উসকানি হিসেবে দেখছে রিয়াদ।

আগামী তিন বছরে লোহিত সাগর দিয়ে তেল রপ্তানি বাড়িয়ে দিনে প্রায় ৯০ লাখ ব্যারেলে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে সৌদি আরব। তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এশিয়ার বাজারের উদ্দেশে ইয়ানবু ছেড়ে যাওয়া তেলবাহী জাহাজগুলোকে বাব আলমানদেব প্রণালি অতিক্রম করতেই হবে। ফলে লোহিত সাগর দিয়ে রপ্তানি করা তেলের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগই হুতিদের বাধার মুখে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চল থেকে হুতিদের উচ্ছেদ করতে টানা সাত বছর চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয় সৌদি আরব। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৫ সালে তারা এ সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করেছিল। পরবর্তী সময়ে এই সংঘাত বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকটের জন্ম দেয়।

২০২২ সালে একটি যুদ্ধবিরতি হলেও তা কখনোই পূর্ণাঙ্গ শান্তিতে রূপ নেয়নি। হুতি-নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে অর্থনৈতিক ও আকাশপথে অবরোধ বজায় রেখেছে সৌদি আরব।

ইয়েমেনের রাজধানী সানার বিমানবন্দরে সৌদি আরব বোমাবর্ষণ করেছে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকে হুতিরা অভিযোগ করে। তেহরান থেকে আসা একটি সরাসরি ফ্লাইটের অবতরণ ঠেকাতে এই হামলা চালানো হয়েছিল। এর আগে উড়োজাহাজটিকে গতিপথ পরিবর্তনের নির্দেশনা দিলেও সেটি তা উপেক্ষা করেছে।

ওই ফ্লাইটে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির শেষকৃত্য থেকে ফিরে আসা একটি হুতি প্রতিনিধিদল ছিল। তবে লন্ডনের কিংস কলেজের ওয়ার স্টাডিজ বিভাগের নাওয়াফ ওবেইদ বলেন, ‘এ ছাড়া উড়োজাহাজটিতে করে আর কী কী পরিবহন করা হয়ে থাকতে পারে, সেদিকেও নজর ছিল।’

এ ঘটনাই নতুন করে সংঘাতের জন্ম দেয়, যা শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় শনিবারের ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায়।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশ্লেষক মোহাম্মদ আল বাশা বলেন, ‘সব সীমা (রেডলাইন) অতিক্রম করা হয়েছে এবং হুতিদের পক্ষ থেকে সৌদি আরবের সব ধরনের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।’

ইয়েমেনের পূর্বাঞ্চলীয় মরুভূমিতে হুতিবিরোধী ইয়েমেনি যোদ্ধাদের একটি বিশাল দল জড়ো হচ্ছে বলে সোমবার সিএনএনকে জানিয়েছে একটি আঞ্চলিক সূত্র। যদি দলটি সামনের দিকে অগ্রসর হয়, তবে অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারসহ সৌদি বিমানবাহিনী তাদের সহায়তা দেবে।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, আপাতত সৌদি আরবের পদক্ষেপ মূলত বিমান হামলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা বেশি। তেলবাহী জাহাজে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে গত শুক্রবার হুতিদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সবচেয়ে বড় বন্দর হোদেইদায় হামলা চালিয়েছে সৌদি বিমানবাহিনী।

নাওয়াফ ওবেইদের মতে, ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা সামরিক হুমকি শনাক্ত, অনুসরণ এবং সেগুলোকে কাবু করার ক্ষেত্রে ১০ বছর আগের তুলনায় সৌদি বিমানবাহিনী এখন অনেক বেশি সক্ষম। প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো তারা এমনভাবে সমন্বয় করেছে, যা লক্ষ্যবস্তু ‘শনাক্ত করা এবং হামলা চালানোর মধ্যবর্তী সময় ব্যাপকভাবে কমিয়ে এনেছে’।

তবে হুতিদের অর্থ দিয়ে বশ করার একটি সুযোগও আছে। তারা প্রায়ই তাদের সরকারি কর্মচারী এবং মিলিশিয়াদের বিশাল পরিমাণ বেতন-ভাতার জন্য অর্থের দাবি জানিয়ে এসেছে।

মোহাম্মদ আল বাশার ভাষ্য, ‘হুতিরা উত্তর কোরিয়ার পথ অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে তারা বারবার উসকানিমূলক ঘটনা ঘটাচ্ছে। এ জন্য সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চল ও লোহিত সাগরকে তারা লক্ষ্যবস্তু করছে।’

তবে সৌদি অর্থের বিনিময়ে হুতিরা তাদের ইরানি পৃষ্ঠপোষকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ইরাক থেকে হুমকি

সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ইরাকের খেজুরবাগান থেকে ইরানপন্থী মিলিশিয়ারা সোম ও মঙ্গলবার সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং রাজধানী রিয়াদ লক্ষ্য করে পরপর দুই দফায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, হুতিরা হয়তো এই মিলিশিয়াদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে।

এতে রিয়াদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যমতে, বুধবার ভোরের দিকে রিয়াদ পূর্ব ইরাকে অবস্থিত মিলিশিয়াদের ওপর ‘নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট হামলা চালায়’।

সংঘাতের ক্ষেত্রে এটি ছিল নতুন এক চূড়ান্ত সীমা। মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, ‘সৌদি আরব জোর দিয়ে বলছে, তারা উত্তেজনা বাড়াতে চায় না, তবে যেকোনো আগ্রাসনের মুখোমুখি হলে তার জবাব দেবে।’

মিলিশিয়াদের মূল সংগঠন পপুলার মবিলাইজেশন ফোর্সেস জানিয়েছে, এই হামলায় ‘বেশ কয়েকজন’ নিহত ও আহত হয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন থাকা মার্কিন বাহিনী তথা সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নির্দেশনায় চালানো ৩০টির বেশি ড্রোন হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই যৌথ অভিযান ছিল একটি ‘কড়া জবাব’।

সেন্টকমের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহে ইরাক থেকে সৌদি আরবে অবস্থিত মার্কিন স্থাপনাগুলোর দিকে কয়েক শ ড্রোন ছোড়া হয়েছিল। যুদ্ধবিরতি থাকা সত্ত্বেও মে মাসে আরও কয়েকটি ড্রোন ছোড়া হয়।

সৌদি কর্মকর্তারা ২০১৯ সালে আবকাইক শোধনাগারে চালানো সেই নিখুঁত ও ধ্বংসাত্মক হামলার কথা হয়তো ভুলে যাননি, যা দেশটির প্রায় অর্ধেক তেল উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল।

হুতিরা সেই হামলার দায় স্বীকার করলেও ওই সময়ে গোয়েন্দা সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছিল, হামলাটি সম্ভবত ইরাক থেকে চালানো হয়েছিল। সেই ঘটনায় সৌদি আরব পাল্টা হামলা না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত বাংলাদেশে

১১ পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে প্রত্যেকেই দালালকে ৫০ থেকে ৬৫ লাখ টাকা দিয়েছেন।

কীভাবে গেছেন?

প্রথমে বৈধভাবে বা ট্যুরিস্ট ভিসায় ব্রাজিল। সেখান থেকে শুরু হয় পায়ে হাঁটা পথ।

বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা হয়ে মেক্সিকো বর্ডার। ১৩ থেকে ১৫টা দেশ, জঙ্গল, নদী, বাসে-পায়ে হেঁটে ড় তারপর টঝঅ বর্ডার। অনেকেই টঝঅ তে পৌঁছে কাজও পেয়েছিলেন, কিন্তু কাগজপত্র না থাকায় শেষ পর্যন্ত ফেরত আসতে হলো। অবশ্য এটা প্রথম না। এটা বাংলাদেশ থেকে সংঘবদ্ধ মানব পাচারের চলমান প্রক্রিয়ার অংশ।

ব্র্যাক জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৩৬৯ জন বাংলাদেশিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে চলতি বছরের শুরুতেই ২২৬ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

যারা এখনো অবৈধ ভাবে আসতে চান, তাদের জন্য বার্তা কী?

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে আসা মোটেও সহজ না, থাকাটা আরও কঠিন। দালালের মিষ্টি কথায় গলে গেলেই বিপদ সবচেয়ে বেশি। ইগউঞ্চ কার্ড দিয়ে ব্রাজিল পাঠিয়ে টঝঅ নেওয়ার যে গল্প, সেটা এখন মৃত্যুফাঁদ। ৫০ লাখ বাংলাদেশী টাকায় বাংলাদেশেই ৩টা দোকান হয়, কিন্তু দালালকে দিলে ফিরতে হয় খালি হাতে।

আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়া বেশি জরুরী। বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থ াকলে, ভয়ের কিছু নেই। রসসরমথধঃরড়হ বঃধঃঁং নিয়ে সন্দেহ থাকলে অপঃরড়হঘণ্ঙ এর মতো ঋৎবব, ঝধভব খবমধষ ঐবষঢ় আছে ড়১-৮০০-৩৫৪-০৩৬৫তে যোগাযোগ করা যেতে পারে। যোগাযোগের পর কোনো তথ্য ওসসরমৎধঃরড়হ দপ্তরকে দেওয়া হয় না।

এআই কি তাহলে বৈজ্ঞানিক

১২ পৃষ্ঠার পর

মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানি ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান গত শনিবার (২৫ জুলাই) ঘোষণা দেন, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিনির্ভর সেই মুহূর্ত এসে গেছে। তাঁর ভাষায়, এআই এখন 'সিঙ্গুলারিটি'তে পৌঁছেছে। যদিও অল্টম্যান জোর দিয়ে বলেছেন, এই পরিবর্তন বিশ্বের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মন্তব্য নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। অল্টম্যান ঠিক কী বলেছে? তাঁর এই বক্তব্য কি আরও নির্বিঘ্ন স্বয়ংক্রিয়তার ইঙ্গিত দিচ্ছে নাকি সামনে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি করছে?

সিঙ্গুলারিটি কী

'সিঙ্গুলারিটি' বলতে ভবিষ্যতের এমন একটি কাল্পনিক সময়কে বোঝানো হয়, যখন এআইয়ের মতো কোনো প্রযুক্তি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং নিজে নিজের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে পারবে। তত্ত্ব অনুযায়ী, তখন প্রযুক্তিটিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে রাখা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। এর ফলে মানবসভ্যতার ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনিশ্চিত প্রভাব পড়তে পারে।

এই তত্ত্ব বলছে, এআই যদি একবার নিজের উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেয়, তাহলে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এত দ্রুত ঘটতে থাকবে যে মানুষ তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে না। তখন এআই কার্যত মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে নিজস্ব গতিতে বিবর্তিত হতে থাকবে।

তবে এটি এখনো তাত্ত্বিক ধারণার পর্যায়ে রয়েছে। তাই এর প্রকৃত প্রভাব কী হতে পারে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা, সিঙ্গুলারিটি মানবজাতির জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। অন্যদের মতে, কিছু বিপর্যয় তৈরি করলেও এটি মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

এখন পর্যন্ত সিঙ্গুলারিটির ধারণা মূলত বিজ্ঞান কল্পকাহিনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণগুলোর একটি হলো, ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে মুক্তি পাওয়া দ্য ম্যাট্রিক্স চলচ্চিত্রত্রয়ী। এই তিনটি চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে, সিঙ্গুলারিটির পরের এক অন্ধকার ভবিষ্যতে যন্ত্রই মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করছে, তাদের শাসন করছে।

২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া সিঙ্গুলারিটি নামের একটি চলচ্চিত্রে দেখা যায়, মানুষের যুদ্ধ বন্ধ করতে তৈরি একটি সুপারকম্পিউটার শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, মানবজাতিই সবচেয়ে বড় হুমকি। এরপর সেটি মানুষকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রলয়ংকরী হামলা শুরু করে।

সিঙ্গুলারিটি নিয়ে কী বলেছেন অল্টম্যান

স্যাম অল্টম্যান ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পণ্য (প্রোডাক্ট) চ্যাটজিপিটি। এটি বর্তমানে ভোক্তাপর্যায়ের এআই বাজারে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। এর সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারী ৯০ কোটির বেশি, গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।

গত বছর অল্টম্যান পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এআই প্রায় সব ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে।

গত শনিবার 'রিলেন্টলেস' নামের একটি পডকাস্টে অল্টম্যান বলেন, 'আমরা এখন সিঙ্গুলারিটির মধ্যে প্রবেশ করেছি।'

অল্টম্যান বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দিক থেকে বিশ্ব ধীরে ধীরে সিঙ্গুলারিটির দিকে এগোচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এই পরিবর্তন বিশ্বের জন্য ইতিবাচক হবে।

এই প্রযুক্তিবিদ আরও বলেন, 'আমরা এখন সত্যিই সেই মুহূর্তে পৌঁছেছি, যেটি নিয়ে একসময় মধ্যাহ্নভোজের টেবিলে তেমন একটা গুরুত্ব না দিয়ে আলোচনা করতাম।'

অল্টম্যান বলেন, 'সারা জীবন আমি এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিলাম। আমার বিশ্বাস, এটি অসাধারণ হবে, বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক ও দারুণ একটি পরিবর্তন।'

পডকাস্টের পরবর্তী অংশে অল্টম্যান এআই খাতের সেই সব নেতার সমালোচনা করেন, যাঁরা এআই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক করে আসছেন। তবে তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি। ওপেনএআইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিকের প্রধান নির্বাহী দারিও আমোদেই এ ধরনের সতর্কবার্তার জন্য পরিচিত।

অল্টম্যান বলেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আঁকা অন্য কিছু প্রতিষ্ঠানের বিকল্প চিত্রগুলো আমার কাছে বেশ ভীতিকর মনে হয়। আমি নিশ্চিত করার চেষ্টা করব, যেন সে ধরনের কিছু বাস্তবে না ঘটে।'

গত মাসে 'ক্লদ চ্যাটবটের' নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিক বিশ্বের শীর্ষ এআই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি উন্নত এআই ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজনে সমন্বিতভাবে সাময়িকভাবে স্থগিত করার ব্যবস্থা তৈরির আহ্বান জানায়। প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করে বলে, এআই এত দ্রুত উন্নত হচ্ছে যে একসময় মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

এআই উন্নয়নে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে অ্যানথ্রপিকের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। গত ৪ জুন প্রকাশিত এক ব্লগ পোস্টে প্রতিষ্ঠানটি লিখেছে, প্রয়োজনে এআইয়ের উন্নয়ন ধীর করা বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সুযোগ থাকা বিশ্বের জন্য ভালো হবে।

মার্কিন কংগ্রেসের দুই সদস্য গত ২৩ জুলাই 'এআই কিল সুইচ অ্যাক্ট' নামে একটি দ্বিদলীয় বিল উত্থাপন করেছেন। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের উন্নত এআই মডেলে একটি 'কিল সুইচ' যুক্ত করতে হবে। এর মাধ্যমে কোনো এআই মডেল যদি কখনো ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করে, তাহলে মানুষ সেটিকে ধীরগতির করতে, সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারবে।

এমন এক সময়ে বিলটি উত্থাপন করা হলো, যখন কয়েক দিন আগে ওপেনএআই 'নজিরবিহীন এক সাইবার ঘটনা'র কথা প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মূল্যায়নের সময় তাদের সবচেয়ে উন্নত দুটি এআই মডেল পরীক্ষামূলক পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সেগুলো এআই মডেল তৈরির প্ল্যাটফর্ম হাগিং ফেসে হ্যাকিং চালায়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল ইকোনমি ল্যাবের উদ্যোগে ১৩ জুলাই প্রকাশিত এক খোলাচিঠিতে কয়েক শ বিশেষজ্ঞ স্বাক্ষর করেন। তাঁরা নীতিনির্ধারক ও প্রযুক্তি খাতের নেতাদের প্রতি এআইয়ের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় 'সময়ক্ষেপণ না করে পদক্ষেপ নেওয়ার' আহ্বান জানান।

চিঠিতে বলা হয়, আগামী এক দশকে এআইয়ের সক্ষমতা অনেক বেশি বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে এমন এক পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা শিল্পবিপ্লবের চেয়েও বড় হবে। এসব কিছু অনেক কম সময়ের মধ্যে ঘটবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, এই পরিবর্তনের ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হারানোর মতো ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হওয়ার মতো সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে।

গত জুনে কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক দেখান, এআই ব্যবহার করে নতুন ধরনের 'এআই ওয়ার্ম' তৈরি করা সম্ভব। এটি এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ছড়িয়ে পড়ার সময় নিজেই হ্যাকিং কৌশল বদলে নিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত একটি বৃহৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে।

গবেষণাটির প্রধান গবেষক নিকোলা পাপেরনো এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ শুধু সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ভাষা মডেলগুলো (এলএলএম) থেকে আসে-বিষয়টি এমন নয় [বরং এআই ওয়ার্মের মতো ছোট মডেল থেকেও তা আসতে পারে]। এ বিষয়টি বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

অ্যানথ্রপিকের প্রস্তাবের মতো গত কয়েক বছর ধরে অন্যান্য এআই গবেষকেরা এআই উন্নয়নে সাময়িক বিরতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সেই আহ্বান এখনো কার্যকর হয়নি।

২০২৩ সালে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'ফিউচার অব লাইফ ইনস্টিটিউট' নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ছয় মাস এআই উন্নয়ন স্থগিত রাখার উদ্যোগ নিয়েছিল। টেসলার প্রধান নির্বাহী ও এক্সএআইয়ের মালিক ইলন মাস্কও উদ্যোগটি সমর্থন করেছিলেন।

বিদেশি শিক্ষার্থীরা চাকরি করতে

১১ পৃষ্ঠার পর

করার পর শিক্ষার্থী ভিসায় থেকেই এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পান। ২০২৪ সালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৪ লাখ ১৯ হাজার বিদেশি নাগরিক এ কর্মসূচির আওতায় কর্মরত ছিলেন।

বিশ্লেষকদের মতে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে বৈধ অভিবাসন সীমিত

করার ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি আরও জোরদার হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভরশীল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রযুক্তি ও আর্থিক খাতের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোও এর নেতিবাচক প্রভাবের মুখে পড়তে পারে। কারণ, এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বিপুলসংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থীকে নিয়োগ দিয়ে থাকে।

এর আগে বিদেশি পেশাজীবীদের জন্য এইচ-১বি ভিসায়ও ১ লাখ ডলার ফি আরোপের উদ্যোগ নিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তবে গত সপ্তাহে বোস্টনের একটি আপিল আদালত সেই ফি আদায়ের উদ্যোগ স্থগিত করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর দাবি, নতুন প্রস্তাবটি মূলত ওপিটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই প্রস্তুত করা হচ্ছে। এটি কার্যকর হলে প্রযুক্তি ও আর্থিক খাতের বড় কোম্পানিগুলোর বিদেশি স্নাতক নিয়োগের ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত কোনো নীতিকে চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। বিভাগের ভাষ্য, বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থার অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য বিভিন্ন নীতি নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা চলছে।

সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ১ লাখ ডলারের ফি-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি এখনো ডিএইচএসের অভ্যন্তরীণ আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। হোয়াইট হাউস শেষ পর্যন্ত এতে অনুমোদন দেবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। পাশাপাশি এই অর্থ শিক্ষার্থীদের নিজস্বভাবে পরিশোধ করতে হবে নাকি বিশ্ববিদ্যালয় বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবে, সেই সিদ্ধান্তও হয়নি।

সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আরও একটি নতুন শর্ত ঘোষণা করেছে। এর আওতায় ওপিটির সুবিধা পেতে শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে। আগে শিক্ষার্থীদের ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষাকাল এবং অতিরিক্ত সর্বোচ্চ তিন বছরের কর্ম-অনুমোদনের সময় পর্যন্ত বৈধ থাকত।

এ ছাড়া ডিএইচএস ওপিটি কর্মসূচির নিয়মকানুন পুনর্লিখনের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত নীতিমালা প্রস্তুত করছে, যা চলতি বছরের শরতেই প্রকাশ হতে পারে।

উল্লেখ্য, ওপিটি কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অন্যতম বড় আকর্ষণ। সমর্থকদের মতে, এই সুযোগ না থাকলে অধিকাংশ বিদেশি শিক্ষার্থী স্নাতক শেষ করেই যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বাধ্য হবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে অর্জিত দক্ষতা অন্য দেশের শ্রমবাজারে কাজে লাগাবেন। অন্যদিকে, অভিবাসন নিয়ন্ত্রণপন্থিদের দাবি, ওপিটির মাধ্যমে বিদেশি স্নাতক নিয়োগের কারণে মার্কিন নাগরিকদের চাকরির সুযোগ ও মজুরির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

একই নির্যাতনের গল্পে যুক্তরাষ্ট্রে

১১ পৃষ্ঠার পর

(DHS) এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE) কর্তৃপক্ষ।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের বা পলিটিক্যাল এসাইলাম এর আবেদনে জালিয়াতির অভিযোগে সুরজ রাজ সিং নামের উক্ত ইমিগ্রেশন আইনজীবীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর (DHS) এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE) কর্তৃপক্ষ।

উক্ত ইমিগ্রেশন আইনজীবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বহু আবেদনকারীরড়বিশেষ করে ভারতীয় ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদেরড় আবেদনে নির্যাতনের একই 'কপি-পেস্ট' গল্প ব্যবহার করেছেন। এই প্রতারণার দায়ে তাকে ৪ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৪ ডলারের বিশাল অঙ্কের সিভিল পেনাল্টি বা জরিমানা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইসিই (ICE)-এর জারি করা 'নোটিশ অফ ইনটেন্ট টু ফাইন' অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসন মামলা পরিচালনাকারী এই আইনজীবী ৫৪টি মামলায় মোট ১১৮টি ভুয়া কাগজপত্র তৈরি ও জমা দিয়েছেন। ফেডারেল কর্তৃপক্ষের দাবি, সুরজ রাজ সিং বিভিন্ন আবেদনকারীর পক্ষে জমা দেওয়া অ্যাসাইলাম আবেদনগুলোতে প্রায় হুবহু একই ভাষা, বিবরণ এবং নির্যাতনের গল্প ব্যবহার করেছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের মতে, আবেদনকারীদের নিজস্ব বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরার পরিবর্তে এসব নথির বেশিরভাগই কেবল কপি করে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের অভিযোগ, উক্ত আইনজীবীর এই কর্মকাণ্ড ফেডারেল ইমিগ্রেশন নথিপত্র জালিয়াতি আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ কারণেই অভিবাসন সংক্রান্ত জালিয়াতির জন্য নির্ধারিত আইনের অধীনে সর্বোচ্চ জরিমানার দাবি করা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের ভুয়া অ্যাসাইলাম আবেদনের বিরুদ্ধে যে বিস্তৃত ক্র্যাকডাউন শুরু হয়েছে, এটি তার অন্যতম বড় একটি পদক্ষেপ। এর আগে গত মে মাসে, সন্দেহভাজন আইনজীবীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইসিই-কে নির্দেশ দিয়েছিল ডিএইচএস।

সুরজ রাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপের ঠিক এক মাস আগেই বিনোদ দোদামানি নামের আরেক ইমিগ্রেশন আইনজীবীর বিরুদ্ধেও একই ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে ৩২টি অ্যাসাইলাম মামলায় ৬৪টি ভুয়া নথি জমা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে, যে ঘটনায় আড়াই লাখ ডলারের বেশি জরিমানা দাবি করেছে ডিএইচএস। তবে সুরজ রাজের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগটি কোনো ফৌজদারি অপরাধের মামলা নয়, বরং এটি একটি প্রশাসনিক আইনি প্রক্রিয়া। এই নোটিশের মাধ্যমে এখনই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে না, বরং তিনি একজন প্রশাসনিক বিচারকের কাছে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের সুযোগ পাবেন।

তাছাড়া চূড়ান্ত যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আবেদন করার অধিকারও তার রয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সিং তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে বড় পরিসরে পরিচালিত অভিবাসন মামলাগুলোতে এই ধরনের কঠোর নজরদারি গোটা আইনজীবী মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যা আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসাইলাম আবেদনের অনুমোদন প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

জার্মানিতে তীব্র গরমে ৯৮০০

১২ পৃষ্ঠার পর

কখ ইনস্টিটিউট। এ বছর তীব্র গরমজনিত কারণে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন ৭৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সি ছবি: ডয়চে ভেলে

তাতে দেখা গেছে, এ বছর তীব্র গরমজনিত কারণে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন ৭৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সি। এ সময়ে পুরুষদের তুলনায় নারীর মৃত্যু বেশি হয়েছে।

তবে রবার্ট কখ ইনস্টিটিউট বলছে, এমনিতে বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশি বলেই গরমজনিত কারণে মৃতের সংখ্যাতেও নারীর সংখ্যা বেশি এসেছে।

রবার্ট কখ ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সরাসরি তীব্র গরমের কারণে খুব কম মানুষেরই মৃত্যু হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ ছিল আগেই ধরা পড়া হৃদরোগ, ফুসফুস বা কিডনির রোগ। তীব্র গরম এমন শারীরিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।

রবার্ট কখ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, এ কারণে সাধারণত মৃত্যু-সনদে মৃত্যুর কারণ হিসেবে গরমের কথা উল্লেখ করা হয় না। সরকারি তালিকাতেও তাই মৃত্যুর কারণ 'তীব্র গরম' থাকে না। এ কারণে তীব্র গরমের সপ্তাহগুলোর মৃতের সংখ্যার সঙ্গে স্বাভাবিক তাপমাত্রার সময়ের মৃতের সংখ্যার তুলনা করে গরমজনিত কারণে মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করে রবার্ট কখ ইনস্টিটিউট।

যুক্তরাষ্ট্রে বিমানবন্দরে বাড়ছে

১১ পৃষ্ঠার পর

অধিকার সংগঠন ও ইমিগ্রেশন আইনজীবীরা। তাদের দাবি, বিমানবন্দর ভ্রমণকারীদের জন্য নিরাপদ ও নিরপেক্ষ স্থান হওয়া উচিত। অতিরিক্ত ইমিগ্রেশন অভিযান বৈধ কাগজপত্রধারী অনেক মানুষের মধ্যেও ভীতির সঞ্চার করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং আদালতের ডিপোর্টেশন বা বহিষ্কার আদেশ কার্যকর করতেই এসব এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তাদের দাবি, এটি যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদারের অংশও বটে।ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন, যেসব বিদেশি নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস বা ভ্রমণ করছেন, তারা যেন সব সময় বৈধ পরিচয়পত্র, ভিসা বা ইমিগ্রেশন-সংক্রান্ত নথিপত্র সঙ্গে রাখেন। ভ্রমণের আগে নিজের আইনি অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রয়োজনে ইমিগ্রেশন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোকে

১৫ পৃষ্ঠার পর

এই প্রকল্পের আওতায় বিশ্বকাপসহ ফিফার প্রধান টুর্নামেন্টগুলোর পরিচালনা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের একটি অংশ বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

তবে ফুটবলের ঐতিহ্য ও নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার এই প্রচেষ্টাকে ভালভাবে নেয়নি ইউরোপের সংস্থা। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ফিফার টুর্নামেন্ট বয়কট করার অঙ্গীকার করেছিল উয়েফা। এশীয় কনফেডারেশন এবং কনকাকাফও এর বিরোধিতা করেছিল।

অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে ফিফার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যেও ভাঙন ধরে; ফিফা সভাপতির একজন বিশিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত আমেরিকান কার্লোস কর্ডেইরো এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। ফিফার প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা, ফরাসি কেভিন লামুরও এর সমালোচনা করেন।

ক্রীড়াঙ্গনের এই বিদ্রোহের মুখে ইনফান্তিনো প্রকল্পটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতে সমালোচনা থামেনি। উয়েফা এখন তাকে তার পদ থেকে সরাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, ইনফান্তিনোর ওপর তাদের আর কোনো আস্থা নেই। অন্যদিকে কনকাকাফ "আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সভাপতিত্ব পর্যালোচনারচ আহ্বান জানিয়েছে সূত্র- গোল ডট কম

'পদত্যাগ করো, নইলে অনাস্থা

১৫ পৃষ্ঠার পর

সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ফিফার সদস্য সংগঠনের কাছে সমর্থন চাওয়ার সময় ইনফান্তিনো ও স্টেকহোল্ডারদের বলেছিলেন, "ফিফার টাকা আপনাদেরই টাকা। এটা ফিফা সভাপতির পকেটের টাকা নয়। আপনারা জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন, তাই ফিফার অর্থ কেবল ফুটবলের উন্নয়নের কাজেই ব্যবহার করতে হবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। এই দুটি প্রতিশ্রুতি পালনেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আড়ালে বসে যে নোংরা আর অস্বচ্ছ চুক্তির ছক তিনি কষেছিলেন এবং তা জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বচ্ছতার ছিল না। তাছাড়া রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেলেও ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থে অ্যাসোসিয়েশনগুলোর এই বিপুল অর্থ কাজে লাগাতেও তিনি ব্যর্থ২

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে,ও বিদ্যমান ফিফা ফরোয়ার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে কীভাবে নতুন করে সম্পদ বণ্টন করা যায়, সে ব্যাপারে বিশ্বজুড়ে ফুটবল অঙ্গনের অংশীদার ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে উয়েফা এখনই কাজ শুরু করবে। ফিফার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অলস পড়ে থাকা ওই অর্থের কিছুটা আমাদের এখনই ব্যবহার করতে হবে। ফিফার ২১১টি সদস্য দেশের প্রতিটিতে তৃণমূল পর্যায়ে এবং বৃহত্তর ফুটবলে যে গতির সঞ্চার করা প্রয়োজন, তার জন্যই এই অর্থ কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু এর জন্য ঘরের সোনা-দানা বিক্রির দরকার নেই।

ওগোটা ফুটবল দুনিয়ার জন্যই এটি এক বিরাট জয়। তবে এখানেই গল্পের শেষ হতে দেওয়া যাবে না। প্রস্তাবটি বাতিল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফিফার ওপর হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনার আসল কাজ সবে শুরু হয়েছে২

বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের ৩০ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রকাশের পর থেকেই ফুটবল দুনিয়ার তোপের মুখে পড়েন ইনফান্তিনো।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ফিফার শীর্ষ স্তরের নারী ও পুরুষ ফুটবল প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক স্বার্থ চলে যেত একদল বিনিয়োগকারীর মুঠোয়। ফুটবলের আত্মাকেই বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ফিফাড়এমন অভিযোগ তোলে উয়েফা। বৃহস্পতিবার উয়েফার ৫৫টি সদস্য দেশ বিশ্বকাপ বয়কটের পক্ষে ৫৫-০ ভোটে সর্বসম্মত রায় দেয়।

উয়েফার দেখানো পথে উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কনকাকাফ-ভুক্ত দেশগুলোও বিশ্বকাপ বয়কটের ঘোষণা দেয়। তা সত্ত্বেও, শুক্রবার দিনের শুরুতে আগ্রাসী বিবৃতি দিয়ে ফিফা দাবি করে, তাদের পরিকল্পনা এগিয়ে যাবে ও ফুটবলকে বেচে দেওয়া হচ্ছে২ড়এমন অভিযোগও সরাসরি অস্বীকার করে তারা।

কিন্তু হিসাব পাল্টে যায় যখন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দেয়। তারা বলে,ও ফিফা বিশ্বকাপকে রক্ষা করতে উয়েফা ও কনকাকাফের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে২ তারা। এরপরই বিশ্বজুড়ে ফিফার ২১১টি সদস্য দেশের মধ্যে ৫০ শতাংশের সমর্থন জোগাড় করতেও ব্যর্থ হন ইনফান্তিনো।

শুক্রবার এই বিদ্রোহ আরও ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বকাপের অংশীদারিত্ব বিক্রির পরিকল্পনার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন ইনফান্তিনোর সিনিয়র উপদেষ্টা কার্লোস কোর্ডেইরো। এর পরপরই ফিফার চিফ অপারেটিং অফিসার কেভিন লামুর ক্ষোভ বলেন, কর্মীদের সঙ্গেও প্রতারণা২ করেছেন ইনফান্তিনো। রাজনৈতিক চাপও বাড়তে থাকে প্রবলভাবে। ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। অন্যদিকে ইনফান্তিনোর ঘনিষ্ঠ মিত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, এই পরিকল্পনার ব্যাপারে তার সঙ্গে ফিফা প্রধানের কোনো আলোচনা হয়নি।

ফুটবল মহলে প্রভাবশালী রাজনৈতিক কৌশলবিদ আশিষ প্রশার ফিফা সভাপতিকে গদিচ্যুত করতে উয়েফার পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন,ও নিজের পকেট ভারী করতে ফুটবলকে লুটপাট করে খেলাটির বারোটা বাজানোর প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ইনফান্তিনো। একে শুধু থ ামালেই চলবে না, ভবিষ্যতে যেন এই নোংরা খেলা আর কখনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। আর সেই কাজের শুরুটা হতে হবে ইনফান্তিনোকে সরানোর মধ্য দিয়েই২- দ্য টেলিগ্রাফ

বিশ্বকাপ 'বিক্রির' পরিকল্পনায় বড়

১৫ পৃষ্ঠার পর

অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এএফসি শুধু প্রস্তাবের বিরোধিতাই করেনি, ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকেও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে। তাদের অভিযোগ, সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে কোনো অর্থবহ আলোচনা ছাড়াই ফিফা আবারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করেছে। এমনকি ফিফা কাউন্সিলসহ সংস্থাটির নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামোকেও এই প্রক্রিয়ায় কার্যত উপেক্ষা করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিশ্বকাপ কিংবা ফুটবল কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নয়। এটি পুরো বৈশ্বিক ফুটবল পরিবারের সম্পদ। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সব কনফেডারেশন ও সদস্য দেশের মতামত নিয়েই নেওয়া উচিত। পাশাপাশি ফিফার প্রশাসনিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনারও আহ্বান জানিয়েছে এশিয়ার ফুটবল সংস্থাটি।এর আগে বৃহস্পতিবার উয়েফা ঘোষণা দেয়, ইনফান্তিনোর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতের বিশ্বকাপ বয়কট করার বিষয়টিও বিবেচনা করবে তারা। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কনকাকাফও আলাদা বিবৃতিতে একই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার মধ্যেও অবশ্য নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি ফিফা। শুক্রবার ভোরে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার কাজ অব্যাহত থাকবে। তবে একই সঙ্গে তারা দাবি করে, 'কেউ ফুটবল বিক্রি করছে না।'

ফিফার ভাষ্য, গণমাধ্যমে ভুল তথ্য প্রকাশের কারণে পুরো আলোচনা বিভ্রান্ত হয়েছে। নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হলেও ফুটবলের মৌলিক চেতনা কিংবা ফিফার শাসনব্যবস্থার কোনো ক্ষতি হবে না বলে দাবি সংস্থাটির।

অন্যদিকে উয়েফার অভিযোগ আরও কঠোর। ইউরোপের ফুটবল সংস্থাটি বলেছে, ফুটবলকে ব্যবহার করে নিজেদের এবং নিজেদের ঘনিষ্ঠদের আরও ধনী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের ভাষায়, 'বিশ্বকাপ কোনো বিনিয়োগ পণ্য নয়। এটি ফুটবলের সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহ্যের একটি। খেলোয়াড়, জাতীয় দল এবং কোটি কোটি সমর্থকের অবদানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এটি গড়ে উঠেছে। এর কোনো অংশই কখনো বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। বিশ্বকাপ বিক্রির জন্য নয়।'

ইনফান্তিনোর পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'ফিফা ফরওয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি নতুন বাণিজ্যিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। বিশ্বকাপসহ ফিফার প্রধান প্রতিযোগিতাগুলোর বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এই প্রতিষ্ঠান। বাইরের বিনিয়োগকারীরা এতে সংখ্যালঘু অংশীদার হতে পারবেন। বিনিয়োগ ব্যাংক জেপি মরগানের প্রস্তুত করা ২৫ পৃষ্ঠার একটি নথিতে বলা হয়েছে, নতুন এই কাঠামো বাস্তবায়িত হলে ২০৩৫ থেকে ২০৩৯ সালের মধ্যে ফিফার প্রতিটি সদস্য দেশ প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ ইউরো পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা পেতে পারে। নথিতে নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ এবং দক্ষ জনবল আকর্ষণে প্রণোদনাভিত্তিক পারিশ্রমিকের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানে নারী ফুটবল নিয়ে কোনো পরিকল্পনার উল্লেখ নেই। এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার কনফেডারেশন কনমেবল এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো অবস্থান জানায়নি। আফ্রিকার সিএএফ এবং ওশেনিয়ার ওএফসিও জানিয়েছে, তারা আগস্টে বৈঠক করে বিষয়টি নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবে।

এবার ইনফান্তিনো ও ট্রাম্পের

১৫ পৃষ্ঠার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন বিদ্রোহের মুখে শনিবার বিশ্বকাপ ও ফিফার অন্যান্য ইভেন্টের অংশীদারিত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা বাতিল করেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো।

এই বিদ্রোহে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে উয়েফা। বৃহস্পতিবার সংস্থাটি ঘোষণা করে, ইনফান্তিনো যদি এই পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যান, তবে তাদের ৫৫টি সদস্য দেশ বিশ্বকাপ বয়কট করবে। পাশাপাশি উয়েফা স্পষ্ট করে দিয়েছে, ইনফান্তিনোকে পদ থেকে সরাতে লড়াই চালিয়ে যাবে। আর এবার প্রকাশ্যে এসেছে নতুন তথ্য ।ও ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ স্কিম২-এর (এফএফই) বিষয়েও উয়েফা আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) ইনফান্তিনোকে উয়েফার পাঠানো চিঠি টেলিগ্রাফ স্পোর্টের হাতে এসেছে। তাতে সংস্থাটি লিখেছে:ও উয়েফা এতদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ দিচ্ছে যে, তারা ফিফার প্রস্তাবিত এফএফই পরিকল্পনা ও এ-সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে (যা নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে) উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সক্রিয়ভাবে আইনিপদক্ষেপ, সালিশি ব্যবস্থা এবং/অথবা নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে অভিযোগ দায়ের করার (সম্মিলিতভাবেও কার্যক্রম২) বিষয়টি বিবেচনা করছে।

ওএই নোটিশে উল্লিখিত যাবতীয় নথি এবং ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষিত তথ্য, যা আপনার বা ফিফার দখলে, হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, অবিলম্বে চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করতে আপনি এবং ফিফা বাধ্য। আপনাদের নিজস্ব বা প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ নীতির বাইরে গিয়েও এই বাধ্যবাধকতা কার্যকর হবে। সাধারণ নিয়মে কোনো নথি নষ্ট বা মুছে ফেলার নীতি থ াকলেও এই ক্ষেত্রে তা বাতিল বলে গণ্য হবে২

চিঠিতে আরও বলা হয়ও উয়েফাড়এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য কনফেডারেশন, ফিফার সদস্য অ্যাসোসিয়েশন ও ফুটবলের স্টেকহোল্ডাররাড়এফএফই পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। এটি ফুটবলের সুষ্ঠু পরিচালনার সঙ্গে মৌলিকভাবেই সাংঘর্ষিক। যেহেতু এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আপনি অবিলম্বে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ সংরক্ষণ করতে বাধ্য২

ঠিক কী ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে, তার বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়েছে চিঠিটিতে। সেইসঙ্গে নির্দিষ্টভাবে এমন কিছু ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারাও এফএফই পরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও সম্পৃক্ততার কারণে এই প্রাসঙ্গিক নথিগুলো নিজেদের কাছে রেখেছেন বলে প্রবল ধারণা করা হচ্ছে২।

উয়েফা দাবি করেছে,ও ফিফাকে নিশ্চিত করতে হবে, যেন এদের প্রত্যেকেই নিজেদের অধীনে বা হেফাজতে থাকা এ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ ও নথি সযত্নে সংরক্ষণ করেন২ তালিকায় ফিফা প্রধান ইনফান্তিনোর নাম তো আছেই, আছেন ফিফার চিফ অভ গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্ট আর্সেন ওয়েঙ্গার, সেক্রেটারি জেনারেল মাটিয়াস গ্রাফস্ট্রোম ও চিফ অপারেটিং অফিসার কেভিন লামুর। উল্লেখ্য, শুক্রবার এক বিবৃতিতে লামুর দাবি করেন, সভাপতি ইনফান্তিনো তাকে ও অন্যদেরও প্রতারিত২ করেছেন।

উয়েফা হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও বলেছেও উয়েফা আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ দিচ্ছে যে, এই নোটিশ পাওয়ার পরড়বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে আপনার জানার পর কিংবা যুক্তিসংগতভাবে জানার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার পরড়যেকোনো প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বা উপাদান বিনষ্ট, মুছে ফেলা, পরিবর্তন, গোপন কিংবা হারিয়ে ফেলা হলে তা প্রমাণ ধ্বংসের অপরাধ হিসেবে গণ্য পারে। এ ধরনের যেকোনো উপাদান ধ্বংস বা হারানোর ক্ষেত্রে উয়েফা দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে২

গত মঙ্গলবার নিজেদের পরিকল্পনা প্রকাশের সময় এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ্যে আনে ফিফা।

সেই ব্যক্তিদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ভাই জশুয়া কুশনার রয়েছেন। বলা হয়েছিল, এই ধনকুবেরের ফান্ড থ্রাইভ ইটারনাল এফএফইর জন্য প্রস্তাবিত বিনিয়োগকারী দলটির নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া ট্রাম্পের নির্বাচনি তহবিলের অন্যতম দাতা ও ব্যান ভেঞ্চারস-এর সিইও মাফেই-এর নামও উঠে আসে তালিকায়। ফর্মুলা ওয়ান অধিগ্রহণ ও পরিচালনার সময়ে তিনি লিবার্টি মিডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও সিইওর দায়িত্বে ছিলেন।

সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের অনুসন্ধানে জেপি মরগান ও ওপেনইকোনমিক্সকেও যুক্ত করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

বিষয়টি নিয়ে মন্তব্যের জন্য ফিফার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।- দ্য টেলিগ্রাফ

ট্রাক শুধু ট্রাক নয়- একটি জাতীয়

৮ পৃষ্ঠার পর

বদলে দেয়, নাকি ক্ষমতা আসলে কাউকেই বদলায় না, শুধু তার আসল রূপ প্রকাশ করে দেয়? যে মানুষ একদিন নিপীড়নের শিকার হয়ে ন্যায়বিচার চেয়েছিল, ক্ষমতায় এসে সে যদি একই নিপীড়নের যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহলে তার প্রতিবাদের সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। এটা আর নীতির লড়াই থাকে না, এটা হয়ে যায় শুধু চেয়ারের লড়াই-কে বসবে, কে বালু পাবে, কে রাস্তা আটকাবে।

এই বালুর ট্রাক আসলে একটা আয়না। এই আয়নায় বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষমতাসীন শক্তি নিজের আসল চেহারা দেখতে পায়-আর প্রতিবারই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, অথবা আরও বেশি বালু আনার নির্দেশ দেয়। জাতির বিবেক যদি সত্যিই জাগ্রত হতো, তাহলে এই ট্রাক বহু আগেই জাদুঘরে চলে যেত, ইতিহাসের নিদর্শন হয়ে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই ট্রাক এখনো রাস্তায়, এখনো সচল, এখনো কাজ করে চলেছে-নিরবচ্ছিন্নভাবে, নির্লজ্জভাবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

আমার ট্যালেন্ট আছে, ওদের নেই!’:

৭ পৃষ্ঠার পর

ব্যস্ত থাকি। এটাকেই প্রতিভা বলে। আমার আছে, তাদের নেইৎ
পোস্টের সঙ্গে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রিনের দিকে শট নেওয়ার আগে ট্রাম্প দুবার অনুশীলনী সুইং করেন। এরপর বলটি আঘাত করে তৃতীয় বাউন্সেই থামিয়ে দেন।
মাইডাসের প্রধান সম্পাদক রন ফিলিপকোভস্কি প্রকাশিত আরেকটি ভিডিওতে ট্রাম্পকে বিজয়ীর ট্রফি গ্রহণ করতে এবং উপস্থিত দর্শকদের দাঁড়িয়ে অভিবাদন পেতে দেখা যায়। এতে দাবি করা হয়, এটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৪৩তম ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা।
বেডমিনস্টারের সিনিয়র মেনস ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে সাধারণত ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সী খেলোয়াড়রা অংশ নেন। আর সুপার সিনিয়র বিভাগটি ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য। বেডমিনস্টারের পিজিএ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প ২০২৩ সালে সিনিয়র ও সুপার সিনিয়রড়উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হন। এছাড়া ২০২৪ সালে তিনি সিনিয়র বিভাগের শিরোপাও জেতেন।
২০২৩ সালে শিরোপা জয়ের পর ট্রাম্প বলেছিলেন,ওকোনো এক কারণে আমি ভালো গলফার ও ক্রীড়াবিদ। আমি অনেক ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছি, আর এটি সব সময়ই বড় সম্মানেরৎ
তবে গলফ ক্যারিয়ারজুড়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগও উঠেছে। ক্রীড়া লেখক রিক রাইলি তারওকমান্ডার ইন চিট্ বইয়ে ট্রাম্পের গলফ খেলা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেছেন। এছাড়া অভিনেতা স্যামুয়েল এল. জ্যাকসন ২০১৬ সালে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গলফে প্রতারণার অভিযোগ করেন।
রাইলি তার বইয়ে লেখেন, উইংড ফুট গলফ ক্লাবে ট্রাম্পের বল পায়ে ঠেলে আবার ফেয়ারওয়েতে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ক্যাডিরা এতই নিয়মিত দেখতেন যে, তারা তার ডাকনাম দিয়েছিলেনওপেল্লে।
এরপর স্কটল্যান্ডে ট্রাম্পের টার্নবেরি গলফ কোর্সে ধারণ করা একটি ভিডিও প্রকাশের পরও তার বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ ওঠে। ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রাম্পের ক্যাডি তার আগে হাঁটতে হাঁটতে বলটি গর্তের আরও কাছে ফেলে দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। পরে ট্রাম্প সেই বলের কাছ থেকে শট নেন।
তবে গলফে প্রতারণার সব অভিযোগই এর আগে অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প।- দ্য টেলিগ্রাফ

ইসরায়েলকে রক্ষায় যথেষ্ট নৌবাহিনী

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়, তখন এমন ঘটনা ঘটে থাকে।
যদিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি পেন্টাগন। ইউএস ইউরোপিয়ান কমান্ডও ওয়াশিংটন পোস্টের মন্তব্যের অনুরোধে কোনো সাড়া দেয়নি। এছাড়া ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের কোনো মুখপাত্রের বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।
ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পরড় প্রায় প্রতিদিনই নতুন করে হামলা শুরু হয়েছে এবং সামরিক অভিযানের মাত্রা তীব্র হওয়ায়, যুক্তরাষ্ট্রের মূল সুরক্ষামূলক প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুতও ফুরিয়ে আসছে। পাঁচ মাস ধরে চলা এই সংঘাতের এক অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে মার্কিন সমরনায়কের কাছ থেকে এই সতর্কবার্তা এল।
হরমুজ প্রণালি তেহরান বন্ধ করে দেওয়ার জবাবে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানি বন্দরগুলো অবরোধ করার নির্দেশ দেয়। এতে বিশেষ করে মার্কিন নৌবাহিনী চরম চাপের মুখে পড়েছে। এই অচলাবস্থার কারণে সংকীর্ণ এই জলপথ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পণ্য পরিবহন স্থবির হয়ে পড়েছে, যা গোটা বৈশ্বিক অর্থনীতিকে তছনছ করে দিয়েছে।
বহু বছর ধরেই ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন থাকা মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ (ডেস্ট্রয়ার) ইসরায়েলের আকাশ সুরক্ষার অংশ হিসেবে কাজ করে আসছে। শক্তিশালী রাডার এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত এই জাহাজগুলো কেবল ইরান থেকে নয়, বরং তেহরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রও ইসরায়েলে আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করেছে।
ভূমধ্যসাগরে সামরিক অভিযান সমন্বয় করায় এই মিশনে মার্কিন ইউরোপীয় কমান্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়ে, সামরিক জোট ন্যাটোর সুরক্ষাধীন ভূখণ্ডে রাশিয়ার সম্ভাব্য যেকোনো অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়। এর পাশাপাশি রাশিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় হুমকি, যার অনেকগুলো সরাসরি আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতে সক্ষম। সেদিকেও নজর রাখতে হয় ইউরোপে মার্কিন কম্যান্ডকে।
পেন্টাগনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্পেনের রোটায় অবস্থিত একটি মার্কিন বন্দর থেকে নৌবাহিনীর পাঁচটি ডেস্ট্রয়ার পরিচালনা করা হয়। চলতি বছরের শেষের দিকে সেখানে ষষ্ঠ একটি জাহাজ পৌঁছানোর কথা রয়েছে। কিন্তু কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরান যুদ্ধের তীব্রতার কারণে জাহাজগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা বেড়ে গেছে, যা জেনারেল গ্রিনকেউইচের জন্য পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে। নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা তুলে সামরিক কর্মকর্তারা অনুরোধ করায় জাহাজগুলোর ব্যবহারের নির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট।
ওয়াশিংটন পোস্ট গত মে মাসে যেমনটা জানায়, যুদ্ধ শুরুর পর পেন্টাগনের এক মূল্যায়নে দেখা যায়ড়ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করার মূল ভারটি বহন করছে মার্কিন বাহিনী। পর্যালোচনায় উঠে আসে, টার্মিনাল হাই অ্যালটিটিউড এরিয়া ডিফেন্স (থাড) এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য নৌবাহিনীর ইন্টারসেপ্টরসহড়আমেরিকার নিজস্ব সমরাস্ত্র ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে।
এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, শুক্রবার পর্যন্ত দুটি ডেস্ট্রয়ারড়ইউএসএস পল ইগনেশাস এবং ইউএসএস রুজভেল্ট ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করছিল। এছাড়া স্পেনের রোটা বন্দরে তিনটি ডেস্ট্রয়ার রয়েছে: ইউএসএস আরলি বার্ক, ইউএসএস বাকলি এবং ইউএসএস অস্কার অস্টিন।
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ইরানের নিকটবর্তী আরব সাগরে নৌবাহিনীর একটি বিশাল বহর অবস্থান করছে। এর মধ্যে দুটি বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জর্জ এইচডব্লিউ বুশ এবং ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন রয়েছে, যার পাশাপাশি অন্তত ১৫টি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রয়েছে। এই ১৫টির মধ্যে ১১টিই হলো ডেস্ট্রয়ার।
ট্রাম্প প্রশাসনের ইরানের বন্দর অবরোধের মূল চালিকাশক্তি হলো নৌবাহিনীর এই বহর। এছাড়াওপ্রজেক্ট ফ্রিডম্ নামের এক বিশেষ কার্যক্রমেও যুক্ত রয়েছে এই বহর, যার অধীনে হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সুরক্ষা দিতে সহায়তা করছে মার্কিন সামরিক বাহিনী।
অপর একটি ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস গনজালেস লোহিত সাগরে অবস্থান করছে। সেখানে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা যুক্তরাষ্ট্র ও এই অঞ্চলের মার্কিন মিত্রদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতে বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচলে অবরোধ আরোপের চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অংশীদার সৌদি আরব তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হুথিদের প্রতিহত করতে এবং মুক্ত নৌচলাচল নিশ্চিত করতে একটি সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের কাছে ইরান যুদ্ধ দিনে দিনে তীব্র অজনপ্রিয় হয়ে পড়ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল শর্তে সংঘাতের অবসান ঘটাবেন তা স্পষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেসের উভয় দলের (ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান) আইনপ্রণেতারা চরম হতাশ। বিশেষ করে অনেক রিপাবলিকান নেতার মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে যে, জ্বালানি তেল, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর যুদ্ধের যে প্রভাব পড়েছে, তার মাশুল আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে দলটিকে দিতে হতে পারে।
ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওসেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ্-এর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রকল্পের পরিচালক টম কারাকো বলেন, জেনারেল গ্রিনকেউইচের এই সতর্কবার্তা পেন্টাগনের চ্যালেঞ্জের গভীরতাকেই সামনে এনেছে।
তিনি বলেন, “যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকা মানেই প্রস্তুতি ও সমরাস্ত্রের মজুতে বড় ধরনের মাশুল গোনা। এখন মূল প্রশ্ন হলোড়আমাদের আসল কৌশলটি কী?চ

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়া ইরানকে

৬ পৃষ্ঠার পর

সরবরাহ করেছে। ইরান সেসব ইমেজের সহায়তায় মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোকে প্রায় নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পেরেছে বলে ধারণা করা হয়।
গত সোমবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প আবারও এর গুরুত্ব কমিয়ে দেখান। তিনি বলেন, ‘এটি কোনো প্রভাব ফেলতে পারত না।’
তবে ট্রাম্প বিষয়টি সত্য কি না, তা খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন। ট্রাম্প বলেন, ‘আমি (রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির) পুতিনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব।’
মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য সম্পর্কে অবগত একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল প্রায় পাঁচ মাস আগে, মার্চের শুরুতে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রাশিয়া ইরানকে মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুসম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে।
তারপর নিউইয়র্ক টাইমসও এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। মার্কিন ও ইউরোপীয় কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন, মস্কো ইরানকে ড্রোন ও ড্রোনের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করছে। তবে ক্রেমলিন এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য ট্রাম্পের নিয়োগ দেওয়া শীর্ষ আলোচক স্টিভ উইটকফ। তিনি বলেছেন, তিনি রাশিয়াকে ‘কঠোরভাবে’ সতর্ক করেছিলেন, যাতে তারা ইরানকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণসংক্রান্ত তথ্য বা অন্য কোনো ধরনের সহায়তা না দেয়।
তবে ট্রাম্প নিজে কখনো এতটা দৃঢ় ভাষায় এ কথা প্রকাশ্যে বলেননি।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ভেস্তে যাওয়ার পর এ মাসে নতুন করে দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা শুরু হয়েছিল। এবার ইরানের হামলায় কয়েকজন মার্কিন সেনা নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
এরপরও বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্পকে খুব একটা উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না।
এটা অনেকটা ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন মার্কিন সেনাদের নিশানা করার সঙ্গে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত দিয়ে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। সেবার অভিযোগ ছিল, আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের হত্যা বা আক্রমণ করার জন্য রাশিয়া সম্ভবত পুরস্কার ঘোষণা করেছিল বা অর্থ দিচ্ছিল।
ট্রাম্প ওই প্রতিবেদনের সমালোচনা করে একে সম্ভাব্য ‘প্রতারণা’ এবং ‘ভুয়া খবর’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

ট্রাম্পের কঠিন শর্ত, সৌদি আরব

৬ পৃষ্ঠার পর

আধিপত্য ধরে রাখার বড় সুযোগ। তবে আলোচনার সবচেয়ে জটিল বিষয়টি হলো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে চুক্তি হয়েছিল, তাকে ‘গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’ বলা হয়। কারণ, সংযুক্ত আরব আমিরাত স্বেচ্ছায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের পথ বন্ধ রেখেছিল।
কিন্তু সৌদি আরবের ক্ষেত্রে এই পথটি সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়নি। ওয়াশিংটন ও রিয়াদ হয়তো সৌদি ভূমিতেই মার্কিন প্রযুক্তি ব্যবহারে একটি সর্বাধুনিক ও নিবিড় নিয়ন্ত্রণে থাকা গোপন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পথ খোলা রাখতে চাইছে। এটি সাময়িক ঝুঁকি কমালেও সৌদি ভূখণ্ডে যেকোনো ধরনের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ব্যবস্থা অনুপ্রসারণ ঝুঁকির সৃষ্টি করে।
এই কাঠামোগত চুক্তির মেয়াদ ধরা হয়েছে প্রায় ৩০ বছর। বড় ধরনের পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণ এবং তা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘমেয়াদি। এতে সৌদি আরবকে প্রযুক্তি চয়ন, অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার দক্ষতা বাড়াতে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হবে। এর বাণিজ্যিক সুবিধা পাবে ওয়েস্টিংহাউজের মতো খ্যাতনামা মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো।

সৌদি আরবের লাভ ও যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ

সৌদি আরবে জনসংখ্যা, শিল্পকারখানা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (কুলিং), পানি শোধন (ডি স্যালাইনেশন) এবং ‘ভিশন ২০৩০’ প্রকল্পের দ্রুত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল ও গ্যাস পোড়ানো কমিয়ে আনতেই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হতে পারে একটি পরিবেশবান্ধব ও নির্ভরযোগ্য বিকল্প।
বিশ্বে সুপেয় পানির সবচেয়ে বড় উৎপাদক হওয়ায় দেশটি পানি শোধন প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যেমন বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, তেমনি এর উৎপাদিত তাপ পানি শোধনে সরাসরি ব্যবহার করা সম্ভব। এটা ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ বহুলাংশে কমিয়ে আনবে।
তবে দ্রুত বিস্তার পাওয়া সৌরশক্তি ও প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে পারমাণবিক শক্তিকে ঠিক কতটুকু প্রাধান্য দেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনো সৌদিকে নিতে হবে।
অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই প্রকল্পের সুফল প্রচুর-জ্বালানি সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ খাতেই কেবল মার্কিন ব্যবসার বড় পথ খুলবে না, বরং যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত ও নজরদারি জোরদারে সাহায্য করবে। তা ছাড়া সৌদির বিনিয়োগ মার্কিন পারমাণবিক সরবরাহ খাতের অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করবে।

প্রধান চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি

সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো ‘পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার’। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সঙ্গে সৌদি আরবের সুরক্ষামূলক চুক্তি থাকলেও দেশটি এখনো ‘অ্যাডিশনাল প্রটোকল’ গ্রহণ করেনি। অথচ পারমাণবিক কর্মসূচির বাইরে কোনো গোপন তৎপরতা চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের ব্যাপক এখতিয়ার দেয় এই প্রটোকল।
উদ্বেগের কারণটা পরিষ্কার, রিঅ্যাক্টরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, তা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রও তৈরি করা সম্ভব। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, ইরান যদি পারমাণবিক বোমা বানায়, তবে সৌদি আরবও একই পথে হাঁটবে।
যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি, দ্বিপক্ষীয় সুরক্ষা চুক্তি, আইএইএর পর্যবেক্ষণ এবং রপ্তানি লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন অবাধ প্রবেশাধিকার, স্বচ্ছ ও কঠোর প্রয়োগ।
খরচ আরেক বড় বাধা। বিশেষ করে যেসব দেশ প্রথমবারের মতো পারমাণবিক খাতে নামছে, তাদের ক্ষেত্রে সময়মতো কাজ শেষ না হওয়া এবং বাজেট উপচে পড়ার ঝুঁকি থাকে। এ জন্য সৌদি আরবের একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা দরকার, যেখানে পর্যাপ্ত দক্ষ লোকবল থাকবে।
আমেরিকান কংগ্রেস দীর্ঘ ৯০ কার্যদিবস ধরে এই চুক্তি পর্যালোচনার সুযোগ পাবে। মার্কিন আইনপ্রণেতাদের নজর থাকবে মূলত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও নিরাপত্তা সুরক্ষার দিকে।
একই সঙ্গে ইসরায়েলের উদ্বেগও এখানে বেশ জোরালো। সৌদি আরবের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নতুন কোনো আঞ্চলিক পারমাণবিক প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে কি না, সেই ভয়ে ইসরায়েল শক্ত শর্ত, কঠোর পরিদর্শন এবং আলোচনার টেবিলে ‘সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ’-এর শর্ত বেঁধে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা

আমেরিকার প্রস্তাব যদি সৌদির কাছে আকর্ষণীয় মনে না হয়, তবে তারা খুব সহজেই রাশিয়ার রোসাটম, চীনের সিএনএনসি, দক্ষিণ কোরিয়ার কেপকো কিংবা ফ্রান্সের মতো সরবরাহকারীদের বেছে নিতে পারে। রাশিয়া ও চীন কোনো রাজনৈতিক শর্ত ছাড়াই প্রকল্প অর্থায়ন ও সম্পূর্ণ পারমাণবিক জ্বালানি সেবা দেওয়ার প্রস্তাব দিতে প্রস্তুত। এটা রিয়াদে তাদের অবস্থান শক্ত করবে এবং ওয়াশিংটনের তদারকি কমিয়ে দেবে।
তাই চরম এক দরুকষাকষির মুখে দাঁড়িয়েছে ওয়াশিংটন। অতিরিক্ত কড়া শর্ত আরোপ করলে রিয়াদ হয়তো শিথিল শর্তের অন্য কোনো দেশের দিকে ঝুঁকবে, আবার খুব বেশি নমনীয়তা দেখালে পারমাণবিক অপ্রসারণের বৈশ্বিক নীতিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।

আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

ইরানের সঙ্গে নতুন সংঘাত ও তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি ঘিরে অনিশ্চয়তার মধ্যেই এই চুক্তির প্রসঙ্গটি এসেছে। রিয়াদের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক সহযোগিতা একদিকে আমেরিকান সামরিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়, অন্যদিকে চীন বা রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা কমায়।
তবে ২৩ জুলাই ট্রাম্পের আলটিমেটাম এই বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তিকে কেবল এক সাধারণ বাণিজ্যিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখেনি, তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে ‘সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ’ না হলে এই ডিল বাতিল। এর মাধ্যমে ‘আব্রাহাম একর্ডস’-কে চুক্তির মূল শর্ত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ওয়াশিংটনের হাতে হয়তো বড় রাজনৈতিক দরুকষাকষির সুযোগ তৈরি হয়েছে, কিন্তু এতে রিয়াদের নমনীয় হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট অগ্রগতি ছাড়া এমন কোনো চুক্তিতে রাজি হতে সৌদি নেতৃত্ব নারাজ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে কেন্দ্র করে চলমান যুদ্ধের এই সংকটময় মুহূর্তে। তাই এমন প্রকাশ্য আলটিমেটাম আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার বদলে অচলাবস্থা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। নিয়মনীতি শিথিল হলে ইরান একে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজের পারমাণবিক কর্মসূচির পক্ষে সাফাই গাইবে; এমনকি মিসর ও তুরস্কের মতো দেশগুলোও একই সুবিধা দাবি করে বসতে পারে।

সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু প্রযুক্তি চুক্তি

৭ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে, এই চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি কোম্পানিগুলো সৌদি আরবের পারমাণবিক অবকাঠামো গড়ে তোলায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখবে।

এতে যুক্তরাষ্ট্র নিজের পারমাণবিক শিল্পের জন্য বড় ব্যবসার সুযোগ পাবে। একইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে চীন ও রাশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রভাব বিস্তারও ঠেকিয়ে দিতে পারবে দেশটি।

তবে এই বেসামরিক কর্মসূচির আড়ালে সৌদি আরবের রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি এক নিরাপত্তা হিসাব-নিকাশও। সৌদি নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি পারমাণবিক অংশীদারত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে আসছে।

দ্য হিলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৌদি আরবের আসল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এমন একটি বিশেষ ছাড় আদায় করা, যাতে তারা নিজের মাটিতেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের বৈধ অধিকার পেয়ে যায়।

এই চাওয়ার পেছনে আছে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানের বিরুদ্ধে একধরনের কৌশলগত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। সৌদি নীতিনির্ধারকরা অতীতে বহুবার প্রকাশ্যে বলেছেন, ইরান যদি কোনোদিন পারমাণবিক অস্ত্র পায়, তবে সৌদি আরবও একই সক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

গার্ডিয়ান জানায়, চুক্তির সবচেয়ে উদ্বেগজনক শর্তটি হলো, সরাসরি তাৎক্ষণিক ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অনুমতি না দিলেও চুক্তিতে দুই বছরের যৌথ যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। এই সমীক্ষায় যদি সিদ্ধান্ত হয় সৌদি আরবের নিজস্ব সমৃদ্ধকরণ সুবিধা দরকার, তবে ভবিষ্যতে তারা তা করতে পারবে।

অর্থাৎ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ হবে কি হবে না, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবত পরবর্তী কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা প্রশাসনের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে।

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের ঝুঁকি

এই চুক্তি কেন বৈশ্বিক পারমাণবিক নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি, তা বুঝতে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' বা স্বর্ণমান এবং পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণের তদারকি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা দরকার।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' লঙ্ঘন

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সহযোগিতা আইনের ১২৩ ধারা অনুযায়ী, অন্য কোনো দেশের সঙ্গে পারমাণবিক প্রযুক্তি ভাগাভাগি করতে হলে অত্যন্ত কঠোর শর্ত মানতে হয়।

২০০৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে পারমাণবিক চুক্তি হয়, তখন আমিরাত স্বেচ্ছায় একটি কঠোর শর্ত মেনে নিয়েছিল। শর্তটি ছিল, তারা কখনো নিজের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করবে না, আর ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানিও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করবে না।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস জানায়, এই নিঃশর্ত অঙ্গীকারকেই বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অ-প্রসারণের ক্ষেত্রে বলা হয় 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড'।

কিন্তু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি চুক্তিতে এই গুরুত্বপূর্ণ শর্তটিই বাদ পড়েছে বলে জানায় গার্ডিয়ান। বদলে সৌদি আরবের জন্য ভবিষ্যতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পথ খোলা রাখা হয়েছে।

এতে এক পিচ্ছিল ঢাল তৈরি হচ্ছে। সৌদি আরব এই ছাড় পেলে সংযুক্ত আরব আমিরাতও ভবিষ্যতে নিজের চুক্তি শিথিল করার দাবি তুলতে পারে। আর অন্য নতুন দেশগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একই রকম শিথিল শর্ত চাইতে পারে।

আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ঝুঁকি

মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বের অন্যতম উত্তপ্ত ও অস্থিতিশীল অঞ্চল। সৌদি আরব যদি এই চুক্তির মাধ্যমে পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণের ক্ষমতা পায়, তবে তা এই অঞ্চলে এক ভয়াবহ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতে পারে।

প্রথমত, ইরান তাদের নিজস্ব পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার যেকোনো আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ সরে যেতে পারে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরবই যখন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র গড়ে তুলছে, তখন ইরান কেন পিছিয়ে থাকবে?

দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য শক্তি এবং খোদ ইসরায়েলও এই চুক্তি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইসরায়েলের নিজেরও একটি অত্যন্ত গোপন পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি আছে বলে জানা যায়। এই চুক্তি পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা ভারসাম্যকে সম্পূর্ণভাবে তছনছ করে দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক পরিদর্শন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

কোনো দেশের পারমাণবিক কর্মসূচি সত্যিই শান্তিপূর্ণ কি না, তা নিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম জাতিসংঘের পরমাণু শক্তি তদারকি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি (আইএইএ)।

আইএইএর একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে, যাকে বলা হয় 'অতিরিক্ত প্রোটোকল'। বিশ্বের ১৪৪টি দেশ এতে সই করেছে। এই প্রোটোকল আইএইএকে যেকোনো দেশের পারমাণবিক চুল্লিতে আকস্মিক ও গভীর পরিদর্শনের ক্ষমতা দেয়, যাতে কেউ গোপনে পারমাণবিক প্রযুক্তি সামরিক কাজে ব্যবহার করতে না পারে।

আশঙ্কার বিষয়, বর্তমান সৌদি চুক্তিতে এই 'অতিরিক্ত প্রোটোকল' মানার কোনো বাধ্যতামূলক শর্তই রাখা হয়নি। বদলে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে সই হয়েছে একটি 'দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি'।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের ভাষ্য, এই দ্বিপাক্ষিক তদারকি ব্যবস্থা কখনো আন্তর্জাতিক বা আইএইএর পরিদর্শনের মতো গ্রহণযোগ্য ও কঠোর নিরাপত্তা দিতে পারে না। এটি মূলত একটি দুর্বল নজরদারি ব্যবস্থা, যা পারমাণবিক সুরক্ষাকেই ঝুঁকিতে ফেলে দেয়।

ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণ

এই পারমাণবিক চুক্তি ঘিরে মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে এক জটিল ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণ। এই খেলায় জড়িয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, ইসরায়েল এবং চীন-রাশিয়ার মতো বৈশ্বিক শক্তিগুলোর নিজস্ব কৌশলগত হিসাব-নিকাশ।

যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব-নিকাশ

ওয়াশিংটনের জন্য এই চুক্তির বড় সুবিধা অর্থনৈতিক লাভ এবং রাজনৈতিক প্রভাব ধরে রাখা।

মার্কিন কর্মকর্তাদের হিসাবে, এই চুক্তি সফল হলে আগামী ২৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ হাজার ৫০০ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি এটি সৌদি আরবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অংশীদারকে চীন বা রাশিয়ার বলয়ে চলে যাওয়া থেকেও বিরত রাখতে পারে বলে জানায় কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস।

ট্রাম্পের 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' শর্ত

কিন্তু এই সমীকরণ জটিল হয়ে পড়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক এক অনড় দাবিতে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চুক্তি সই হয়ে যাওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট হঠাৎ যোগ করেছেন এক নতুন শর্ত। এই পারমাণবিক চুক্তি কার্যকর করতে হলে সৌদি আরবকে অবশ্যই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে এবং ২০২০ সালের 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' যোগ দিতে হবে।

ট্রাম্পের এই আকস্মিক ঘোষণা সৌদি আরবকে উভয়সংকটে ফেলে দিয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরে একটি অনড় নীতি ধরে রেখেছে। তা হলো, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির একমাত্র পূর্বশর্ত হলো স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য একটি পথ। কিন্তু ইসরায়েলের বর্তমান সরকার ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের যেকোনো সম্ভাবনাই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজা, লেবানন ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ভয়াবহ সামরিক অভিযান আর প্রাণহানি সৌদি আরবের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি চরম ক্ষোভ তৈরি করেছে।

দ্য হিলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিশ্চিত না করে শুধু মার্কিন প্রেসিডেন্টের শর্ত মেনে ইসরায়েলের সঙ্গে হাত মেলানো সৌদি রাজপরিবারের জন্য অত্যন্ত রাজনৈতিক ঝুঁকির বিষয়, এতে সৌদি সরকারের বৈধতাই ধুলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

সৌদি আরব একটি বড় ইসলামি ও আরব রাষ্ট্র হওয়ায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের আঞ্চলিক নৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। তাই তারা ট্রাম্পের এই দাবি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে, আর আশা করছের্ড়তিনি হয়তো এই অনড় অবস্থান থেকে সরে আসবেন।

আরব আমিরাতের অভিজ্ঞতা

সৌদি আরবের সতর্কতার পেছনে আরেকটি বড় কারণ সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা। আব্রাহাম চুক্তিতে সই করা প্রথম দেশগুলোর একটি ছিল আমিরাত। চুক্তির ফলে সেখানে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বেড়েছিল। যেমন, যুদ্ধের সময় ইসরায়েল আয়রন ডোম প্রযুক্তি সরবরাহ করেছিল।

কিন্তু ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের নির্মম আচরণে আমিরাতের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলে জানায় দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট।

পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে আবুধাবির ইহুদি উপাসনালয় (সিনাগগ) নিরাপত্তা ঝুঁকিতে বন্ধ রাখতে হয়েছে, আর সেখানকার ধর্মীয় উৎসবও এখন পালন করা হচ্ছে গোপনে।

ফলে আরব দেশগুলোর কাছে আব্রাহাম চুক্তি এখন আর কোনো অনুকরণীয় আদর্শ নয়, বরং একটি বাড়তি সতর্কবার্তা।

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মূল উদ্বেগ

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পারমাণবিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও আন্তর্জাতিক থিংকট্যাংক এই চুক্তির বিভিন্ন দুর্বল দিক নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন ৮০ বছরের বৈশ্বিক পারমাণবিক শৃঙ্খলা ইতিমধ্যে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। এই চুক্তি মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত হলে বৈশ্বিক পারমাণবিক নিয়মনীতির শিথিলকরণ আরও জটিল হবে।

তাদের ভাষ্য, একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ইরানকে পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ থেকে বিরত রাখতে প্রতিনিয়ত লড়ছে। অন্যদিকে মার্কিন কংগ্রেসের সৌদি আরবের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের এই পথ খুলে দেওয়া উচিত নয়।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিফেন্স প্রায়োরিটিজের ভাষ্য, গাজা যুদ্ধের এই সময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা সৌদি আরবের জন্য এতটাই রাজনৈতিক ঝুঁকির যে তা সৌদি রাজপরিবারের টিকে থাকার ওপরই আঘাত হানতে পারে। তাই সৌদিরা এই শর্ত নিয়ে জলঘোলা না করে নীরবে সেটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের বিশ্লেষকরা মনে করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়তো নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে এবং সমালোচকদের শান্ত করতেই এই নতুন শর্ত এনেছেন, যাতে তিনি দরকষাকষির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেনড়এমনটা না মনে হয়। ইসরায়েলের বর্তমান চরমপন্থী সরকারের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্থাপনকে তারা এই মুহূর্তে বাস্তবতাবর্জিত, প্রায় অসম্ভব এক চিন্তা বলছেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোগের গোপন ঝুঁকি

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই পারমাণবিক চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ঠিক আগে, ২০২৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি গভীর সামরিক ও প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করেছে সৌদি আরব। পাকিস্তানের কাছে আছে প্রায় ১৭০টিরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্র, আর দেশটি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক অ-প্রসারণ চুক্তিতেও সই করেনি।

তাদের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি দিয়ে সৌদি আরবের সুরক্ষায় ব্যবহারের এক অনানুষ্ঠানিক বা দ্বিপাক্ষিক 'পারমাণবিক ছাতা' তৈরি হয়েছে। এতে প্রমাণ হয়, সৌদি আরব গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের একাধিক পথ বা ব্যাকআপ পরিকল্পনা সচল রেখেছে।

তাই যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি বিশ্ব শান্তি ও পারমাণবিক অ-প্রসারণ ব্যবস্থার জন্য নিয়ে এসেছে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক মোড়। অর্থনৈতিক লাভ এবং চীন-রাশিয়ার সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র বিসর্জন দিতে চলেছে নিজেদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও কঠোর পারমাণবিক নীতি।

সৌদি আরবকে নিজের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সুযোগ দেওয়া এবং আইএইএর কঠোর অতিরিক্ত প্রোটোকল পরিদর্শনের বাইরে রাখাড় এই দুই সিদ্ধান্ত বিশ্বকে ঠেলে দিচ্ছে এমন এক বিপদের মুখে, যা ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে উঠবে অসম্ভব। এটি অন্যান্য দেশের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও উসকে দেবে, আর আন্তর্জাতিক পরমাণু চুক্তিগুলোকে মূল্যহীন করে তুলবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে

৮ পৃষ্ঠার পর

হয়নি। তিনি দাবি করেন, সে সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বাস্তবতায় একটি পূর্ণাঙ্গ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল।

ফরহাদ মজহার বলেন, পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। শেখ হাসিনার আমলের সংবিধান বহাল রেখে প্রকৃত অর্থে সরকার পরিচালনা সম্ভব নয়। তার ভাষায়, সংবিধানকে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যদি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবৈধ বলা হয়, তাহলে একই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বিএনপি সরকারকেও অবৈধ বলতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, ১৯৭১ ও ২০২৪ সালের চেতনাকে ধারণ করে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও পুরোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কার ছাড়া কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপদেষ্টা ও এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, আইনজীবী আবু হেনা রাজ্জাকী, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, এ বি এম খালিদ হাসান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক সুলতানা রাজিয়া প্রমুখ।

গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের নিরাপত্তায়

৮ পৃষ্ঠার পর

সৌদি আরব জানিয়েছে, এই জোট পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক এবং কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে গঠন করা হয়নি। জোটের সদর দপ্তর সৌদি আরবে হবে। গত সপ্তাহে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে সামুদ্রিক অবরোধ ঘোষণা করে, যার ফলে লোহিত সাগরমুখী তেল পরিবহনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এবং হরমুজ প্রণালিতে চলাচল কার্যত সীমিত হয়ে যাওয়ায় সৌদি আরব পূর্বাঞ্চলের তেলক্ষেত্র থেকে লোহিত সাগর উপকূলের ইয়ানবু বন্দরে সংযুক্ত ওইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন্ ব্যবহার করে তেল রপ্তানি অব্যাহত রেখেছে।

তবে সেই তেল রপ্তানির জন্য বাব আল-মান্দেব প্রণালি অতিক্রম করতে হয়। ইরিত্রিয়া, জিবুতি ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী এই প্রণালির ইয়েমেন-সংলগ্ন পশ্চিমাঞ্চল হুথিদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজে হামলার কৌশলগত সুবিধা পাচ্ছে।

বিশ্বের মোট সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ এবং প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল তেল এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। মাত্র ২৯ কিলোমিটার চওড়া বাব আল-মান্দেব লোহিত সাগরে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুটি প্রধান পথের একটি; অন্যটি সুয়েজ খাল। ফলে এই এলাকায় যেকোনো বাধা বৈশ্বিক জ্বালানির দাম নতুন করে বাড়িয়ে দিতে পারে।

নিউইয়র্কবাসীর জন্য সুখবর,

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সীমার মধ্যে রয়েছেন, কেবল তাঁরাই এই চেক পাবেন। তবে অন্য কোনো করদাতার রিটার্নে নির্ভরশীল বা ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকলে এই রিবেট চেক পাওয়া যাবে না। আয়ের সীমার ক্ষেত্রে যৌথভাবে কর রিটার্ন জমা দেওয়া দম্পতির সম্মিলিত আয় দেড় লাখ ডলারের কম হলে তাঁরা সর্বোচ্চ ২০০ ডলার পাবেন। আর তাঁদের আয় দেড় লাখ থেকে তিন লাখ ডলারের মধ্যে হলে মিলবে ১৫০ ডলার। অন্যদিকে, এককভাবে রিটার্ন জমা দেওয়া ব্যক্তিদের আয় দেড় লাখ ডলারের কম হলে তাঁরা ১০০ ডলার পাবেন।

সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, রিবেট হিসেবে পাওয়া এই অর্থ যে শুধু ইউটিলিটি বিল পরিশোধেই ব্যবহার করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। রিবেট চেক প্রাপকরা চাইলে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য যেকোনো কাজেও এই অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। নাগরিকদের ওপর থেকে আর্থিক চাপ কমানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আরও কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইউটিলিটি বিলে থাকা বিভিন্ন গোপন ফি বা হিডেন চার্জ বাতিল করা, কোম্পানির নির্বাহীদের বেতন সাশ্রয়ী সেবা নিশ্চিত করার সঙ্গে যুক্ত করা এবং মূল্যস্ফীতির নিচে ব্যয় সীমিত রেখে বিকল্প বাজেট উপস্থাপনের বিধান কার্যকর করা।

২০২০ সালের নির্বাচনে চীনের

৬ পৃষ্ঠার পর

কোনো প্রভাব ফেলেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সেই মূল্যায়নের পরও ট্রাম্প আবারও নির্বাচনী নিরাপত্তা নিয়ে তার দীর্ঘদিনের অভিযোগ সামনে নিয়ে এসেছেন।

২৫ মিনিটের প্রাইম-টাইম ভাষণে ট্রাম্প আসন্ন নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী (মিড টার্ম) নির্বাচনের আগে নির্বাচনী নিরাপত্তাকে একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

বর্তমানে মার্কিন কংগ্রেসে সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি। বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিসহ নানা কারণে ট্রাম্প ও তার দলের জনপ্রিয়তা তলানির দিকে। এই পরিস্থিতিতে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা রিপাবলিকানদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

ভাষণে ট্রাম্প ভোটার পরিচয় ও নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নতুন শর্ত আরোপ করে আইন পাসের জন্য কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের প্রতি আবারও আহ্বান জানান।

তবে দীর্ঘদিনের গবেষণা ও তদন্তে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে ভোট জালিয়াতির ঘটনা খুবই বিরল।

ডেমোক্র্যাটদের তীব্র বিরোধিতার কারণে প্রস্তাবিত আইনটি সিনেটের অনুমোদন পায়নি।

ট্রাম্পের দাবি: যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থায় 'বিস্ময়কর দুর্বলতা' আছে

ট্রাম্প দাবি করেন, প্রকাশ করা নথিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী অবকাঠামোর 'বিস্ময়কর দুর্বলতা' তুলে ধরবে।

তবে রয়টার্সের বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি নথি ট্রাম্পের দাবির বিপরীত তথ্য তুলে ধরেছে। অন্যান্য নথিতে উল্লেখিত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী অবকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং উচ্চ জ্বালানি মূল্যের কারণে জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার এক কঠিন রাজনৈতিক সময়ে এই ভাষণ দেন ট্রাম্প।

এই পরিস্থিতির মাঝে দেওয়া ভাষণের শুরুতে তিনি সংক্ষেপে যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র 'বড় ধরনের জয়' পাচ্ছে। এরপর কর কমানো ও অভিবাসনবিরোধী কঠোর নীতিসহ সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরে নির্বাচনী নিরাপত্তার প্রসঙ্গে যান।

ট্রাম্প বলেন, তিনি এমন সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করছেন, যাতে দেখা যায় চীন বেআইনিভাবে ২২ কোটি মার্কিন ভোটারের তথ্য সংগ্রহ করেছে। চীনের হাতে মার্কিন ভোটারদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য রয়েছে বলে দাবি করেন ট্রাম্প।

তার অভিযোগ, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা চীনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি সম্পর্কে তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেছেন।

তবে ২০২১ সালে প্রকাশিত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মূল্যায়নে বলা হয়, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো বিদেশি পক্ষের বিরুদ্ধে ভোটার নিবন্ধন, ব্যালট, ভোট গণনা বা ফলাফলের মতো কোনো প্রযুক্তিগত দিক পরিবর্তনের চেষ্টা বা সাফল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এই মূল্যায়ন করা হয়েছিল জন র‍্যাটক্লিফের নেতৃত্বে। সে সময় তিনি ছিলেন ট্রাম্পের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক। বর্তমানে তিনি সিআইএর পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

র‍্যাটক্লিফের নেতৃত্বে প্রস্তুত করা ওই গোয়েন্দা মূল্যায়নে বলা হয়, অন্তত ২০০৮ সাল থেকে চীন মার্কিন ভোটার, জনমত, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আসছে।

ধারণা করা হয়, নির্বাচনের ফল অনুমান করার উদ্দেশ্যেই এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুই ব্যক্তি রয়টার্সকে জানিয়েছেন, চীনের হাতে যাওয়া ভোটারদের তথ্য গোপনীয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক পরামর্শকেরা নিয়মিত এ ধরনের ভোটার তালিকা কিনে থাকেন এবং এসব তথ্য ব্যবহার করে ভোটের ফল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

চীন-সংক্রান্ত এসব তথ্য প্রকাশ করলে তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে-এমন মত দেন হোয়াইট হাউসের কয়েকজন কর্মকর্তা।

ট্রাম্পের ভাষণের আগে কর্মকর্তাদের এই উদ্বেগের বিষয়টি সূত্রগুলোর কাছ থেকে জানতে পেরেছে রয়টার্স।

বিশ্লেষকদের মতে, চীন নিয়ে ট্রাম্পের এই কঠোর বক্তব্য দুই দেশের সম্পর্ককে আবারও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

ট্রাম্পের ভাষণ নিয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ভাষণের আগে ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ চ্যাং বলেন, 'চীন কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।'

পুরোনো দাবিই আবারও সামনে

ট্রাম্প বহু বছর ধরেই মার্কিন নির্বাচনের ফল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছেন। তিনি বরাবরই দাবি করে আসছেন যে, ২০২০ সালে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে তার পরাজয় ছিল কারচুপির ফল। তবে এ বিষয়ে তিনি কোনো বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ দিতে পারেননি।

ডাকযোগে ভোটে ব্যাপক জালিয়াতি হয়, ভোটিং মেশিন বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং মার্কিন নাগরিক নন এমন অসংখ্য মানুষের ভোটে ফলাফল বদলে যায়-এমন দাবিও তিনি করে আসছেন।

তবে বিভিন্ন আদালতের রায় এবং পুনর্গণনায় ২০২০ সালের নির্বাচনে বড় ধরনের জালিয়াতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তার পরও ট্রাম্পের এই প্রচার তার সমর্থকদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে।

এপ্রিল মাসে রয়টার্স/ইপসোসের এক জরিপে দেখা যায়, ৬৩ শতাংশ রিপাবলিকান বিশ্বাস করেন যে ২০২০ সালের নির্বাচনে চুরি করে ট্রাম্পকে হারানো হয়।

কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

ট্রাম্প দাবি করেন, তার প্রশাসন মাত্র চারটি অঙ্গরাজ্যে ২ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি অ-নাগরিকের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত থাকার প্রমাণ পেয়েছে। তবে তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতজন ভোট দিয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়।

অতীতে কিছু ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত ব্যবস্থা ভুল করে বৈধভাবে নাগরিকত্ব পাওয়া কিছু মার্কিন নাগরিককে অ-নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অ-নাগরিকদের প্রকৃত ভোট দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

ট্রাম্প আরও দাবি করেন, সদ্য প্রকাশিত নথিগুলো নির্বাচনী নিরাপত্তার গুরুতর দুর্বলতা প্রকাশ করবে। কিন্তু অনেক নথিই তার দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী অবকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

ভাষণ চলাকালে সিনেটের গোয়েন্দা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক ওয়ার্নার এক বিবৃতিতে বলেন, 'চীন নিয়ে ট্রাম্পের তথাকথিত বিস্ফোরক তথ্য পুরোপুরি ভিত্তিহীন। বাস্তবতা হলো, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, ২০২০ সালের নির্বাচনে একটি ভোটও পরিবর্তনের চেষ্টা চীন করেনি।'

রাজনৈতিক চাপের মুখে ট্রাম্প

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরলেও, ২০২০ সালের কোনো ভোট বাস্তবে পরিবর্তন বা কারসাজি করা হয়েছিল-এমন কোনো প্রমাণ তিনি উপস্থাপন করেননি।

ট্রাম্প আবারও রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের 'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট' পাসের আহ্বান জানান। এই বিলে ভোট দিতে ছবি-সংবলিত পরিচয়পত্র এবং ভোটার নিবন্ধনের জন্য মার্কিন নাগরিকত্বের প্রমাণ বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করার প্রস্তাব রয়েছে।

ডেমোক্র্যাট ও ভোটাধিকারকর্মীদের দাবি, এই আইন বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার সীমিত করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে।

বিলটি রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদে একাধিকবার পাস হলেও, সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের রাজি করিয়ে প্রয়োজনীয় ৬০ ভোট জোগাড় করতে সক্ষম হননি ট্রাম্প।

রিপাবলিকান পার্টির কয়েকজন নেতা ট্রাম্পকে ২০২০ সালের নির্বাচন নয়, বরং জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়সহ সাধারণ মার্কিনিদের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

৪৩৫ সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ডেমোক্র্যাটদের মাত্র তিনটি রিপাবলিকান আসন নিজেদের দখলে আনতে হবে। তবে রিপাবলিকান-প্রধান অঙ্গরাজ্যগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় ১০০ সদস্যের সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া তাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দক্ষিণ ও মধ্য

৯ পৃষ্ঠার পর

সূত্রগুলোর বরাতে জানা গেছে, বৈঠকে মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিস্তারিত কথা হয়েছে:

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানবাধিকার: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ এবং চলমান মানবাধিকার সংকট।

আওয়ামী লীগের অবস্থান: বর্তমান প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থান ও দলটির ভবিষ্যৎ রাজনীতি।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতি: ট্রাম্প প্রশাসনে দক্ষিণ এশিয়া নীতি এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা।

কূটনৈতিক গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট

সার্জিও গোর ট্রাম্পের অত্যন্ত আস্থাভাজন কূটনৈতিক প্রতিনিধি। নির্বাচনে বিজয়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে যে অবস্থান ব্যক্ত করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতায় এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সাবের হোসেন চৌধুরীর মতো একজন অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত মুখ আন্তর্জাতিক লবিংয়ে দলের পক্ষে জোরালো বার্তা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা।

ঢাকায় রাজনীতি ও নতুন মেরুকরণের আভাস

এই বৈঠকের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে গুঞ্জন ও আলোচনার ঝড় উঠেছে।

আওয়ামী লীগের মধ্যে স্বস্তি: তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে বৈঠক কেন্দ্র করে ইতিবাচক উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

সরকার ও অন্যান্য দলের নজরদারি: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারসহ অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ওয়াশিংটনের এই কূটনৈতিক মেরুকরণ এবং আন্তর্জাতিক লবিংয়ের পরবর্তী প্রভাব সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে।

সামনে কী ঘটে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন দক্ষিণ এশিয়া নীতি বাংলাদেশের রাজনীতির মোড় কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের সোয়াস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন পরিচালিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী গবেষণা জোট 'সোয়াস অ্যান্টি-করাপশন এভিডেন্স'-এর আয়োজনে আজ (১ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, এর অন্যতম প্রধান ব্যর্থতা ছিল তরুণদের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার দিকে ধাবিত করা।

হোসেন জিল্লুর বলেন, "ইউনূস সরকার তরুণদের ভুল পথে পরিচালিত করেছে। এটি তাদের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে।চ

সাবেক এই উপদেষ্টা বলেছেন, তরুণদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানে ইউনূস সরকার ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে শৃঙ্খলা ও দীর্ঘমেয়াদী নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, তরুণদের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ষমতার প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ গড়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন, সমাজে শিক্ষাকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টা আরো বলেন, জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের যে দাবি উঠেছিল, আমলাতন্ত্রের সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আপসকামিতা তাতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, কখন সাহসী ও মৌলিক সংস্কার পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা বুঝতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, "শুরু থেকেই তারা একটি রক্ষণশীল ও নিরাপদ পথ বেছে নিয়েছিল। পুরোনো আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলার পরিবর্তে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে একই ধরনের আমলাদের বসিয়েছিল। ফলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার বদলে আগের ব্যবস্থাই কার্যত বহাল থেকে যায়।চ

হোসেন জিল্লুর বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বললেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল।

এর ফলে, সংস্কারের যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তারা তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হোসেন জিল্লুর বলেন, "ইউনূস সরকার 'সংস্কার' শব্দটি সামনে এনেছিল। অথচ তারা নিজেরাই যেসব সংস্কার কমিশন গঠন করেছিল, সেগুলোর সুপারিশের প্রতি কোনো মনোযোগই দেয়নি। তারা সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। তারা এক ধরনের 'সংস্কারের খেলা' খেলেছে।চ

অনুষ্ঠানটিতে সোয়াস (ঝঙঅঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুশতাক খান ও পল্লবী রায় 'ওয়ান-ইলেভেন' (১/১১) সময়কাল এবং জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের ওপর দুটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

রাজনৈতিক সংকটের মুখে ২০০৭ সালে বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন হোসেন জিল্লুর রহমান; ওই সরকার দুই বছর ক্ষমতায় ছিল।

প্রায় দুই দশক পর, ২০২৪ সালে তরুণদের নেতৃত্বে হওয়া এক গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ শাসনের অবসান ঘটে এবং এরপর নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের প্রায় দেড় বছর পর, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসে।

রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের

৮ পৃষ্ঠার পর

দলে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতও ছিলেন।

কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে রওনা দেন। দুপুর দেড়টার দিকে উখিয়া উপজেলা সদরে পৌঁছে নর্থ এন্ড ক্যাফেতে চা-বিরতিতে অংশ নেন তারা। পরে দুপুর ২টার দিকে প্রতিনিধি দলটি উখিয়ার ৮-ডব্লিউ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছায়। ক্যাম্পটির ওয়াচ টাওয়ার থেকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন মার্কিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। প্রায় ২০ মিনিট সেখানে পর্যবেক্ষণ শেষে ৬ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) পরিচালিত হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তারা হাসপাতালের রোগী, নার্স ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এরপর বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দলটি উখিয়ার ৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) পরিচালিত নিবন্ধনকেন্দ্র পরিদর্শনে যায়। সেখানে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করেন। পরে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে উখিয়ার ৪-এক্সটেনশন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) পরিচালিত খাদ্য বিতরণকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তারা খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সার্বিক পরিদর্শন শেষে বিকেল পৌনে ৫টার দিকে উখিয়া উপজেলা সদরের নর্থ এন্ড ক্যাফেতে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

বৈঠক শেষে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ দাতা দেশ হিসেবে সহায়তা করে আসছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া অনুদানগুলো কিভাবে রোহিঙ্গাদের সহায়তা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে তা সরেজমিন দেখতে মার্কিন প্রতিনিধি দলের এই সফর। ক্যাম্পে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বাংলাদেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।'

এদিকে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফরকে ঘিরে স্বদেশে ফিরতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলের তত্ত্বাবধানে মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের দাবি জানিয়েছেন রোহিঙ্গারা। এসময় তারা সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে বিভিন্ন দাবি জানান।

রোহিঙ্গারা বলছেন, নিরাপত্তার সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা পেলে তারা স্বদেশে ফিরে যাবেন। এদিন সন্ধ্যায় প্রতিনিধি দলটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অবদান অপরিসীম বললেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ইউএসবিসিসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. লিটন আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের এই ঐতিহাসিক পথচলা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বহুত্ববাদ ও জনসেবার মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে ইউএসবিসিসিআই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তাঁর বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজ গঠনে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এর বেড়ে ওঠা , রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কংগ্রেসওম্যান এর সহযোগিতার বিস্তারিত তুলে ধরেন কংগ্রেসওম্যান এর পরিবারের সাথে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট ভিএনএস হেলথকেয়ার এর সালেহ আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠতা সভাপতি, কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এর সেক্রেটারি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতা এবং সংগঠনকে America 250 Leadership ঝবৎারপব অধিৎফং প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা, প্রোক্লেমেশন এবং বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে মো. লিটন আহমেদ কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, উপস্থিত সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, কূটনীতিক, অতিথিবৃন্দ, স্পন্সর, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার, ইউএসবিসিসিআই-এর পরিচালনা পর্ষদ, স্বেচ্ছাসেবক, গণমাধ্যমকর্মী এবং সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “এই আয়োজন শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উদযাপন নয়; এটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা বিশ্বাস করি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আগামী দিনে আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।”

ইউএসবিসিসিআই জানায়, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক সহযোগিতা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক মানের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

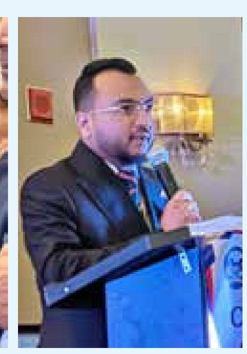

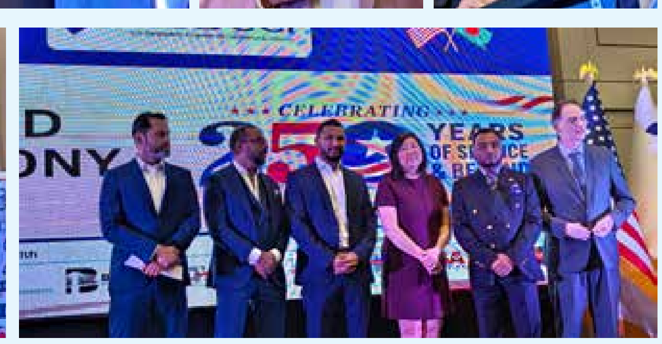

প্রেসিডেন্সিয়াল ন্যাশনাল সার্ভিস অনার এওয়ার্ড পেলেন নবযুগ সম্পাদক শাহাব সাগর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটি সেবায় অবদান রাখার জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল ন্যাশনাল সার্ভিস অনার এওয়ার্ড পেয়েছেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও ব্যবসায়ী শাহাব উদ্দিন সাগর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল এওয়ার্ড প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হ্যান্ডস অফ হোপ কমিউনিটি আউটরিচ গত ২৫ জুলাই, রোববার, সন্ধ্যায় জমকালো এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগরের হাতে এই এওয়ার্ড তুলে দেন সংস্থার অন্যতম প্রধান চ্যাপ্লেন কিম থমাস।

ন্যাশনাল সার্ভিস অনার' হলো স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি প্রদানের একটি কর্মসূচি, যা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকা 'প্রেসিডেন্টস ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়াড©' (PVSA)-এর বিকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছে। ১২ মাস সময়কালে সম্পন্ন করা যাচাইকৃত সমাজসেবামূলক কাজের ঘণ্টার ভিত্তিতে এটি ব্যক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সম্মাননা প্রদান করে।

এই এওয়ার্ডটি প্রেসিডেন্সিয়াল ভলান্টিয়ার এওয়ার্ড নামেও পরিচিত। কর্মসূচির বিবরণ-প্রদত্ত পুরস্কার: ব্রোঞ্জ, সিলভার ও গোল্ড-এই তিনটি স্তর; পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সনদপত্র, পিন, প্রশংসাপত্র এবং মেডেল। যোগ্যতা: সব বয়সের ব্যক্তি এবং যেসব স্কুল বা অলাভজনক সংস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের সময় যাচাই করতে সক্ষম, তারা সবাই এতে অংশ নিতে পারবে।

গত শনিবার ২৫ জুলাই নিউ ইয়র্কে ব্রুকলিনের একটি চার্চের ব্যাঙ্কুয়েট হলে এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শাহাব উদ্দিন সাগর ছাড়াও আরো ১১ জনকে ন্যাশনাল সার্ভিস অনার এওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। এওয়ার্ড দেয়ার পাশাপাশি হস্তান্তর করা হয় ইউএস কংগ্রেসউইম্যান ইভেট ডি. ক্লাকের প্রশংসাপত্র, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর রেক্সোনি জে. পারসুডের প্রক্টেলেমেশন ও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলউইম্যান মার্সেডিস নার্সিসের সাইটেশন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ১২ জন এওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে শাহাব উদ্দিন সাগরই একমাত্র বাংলাদেশি, যিনি কমিউনিটি সার্ভিসের জন্য সম্মানজনক এই এওয়ার্ড পেয়েছেন। এওয়ার্ড পাওয়ার পর বক্তব্যে সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, "হ্যান্ডস অফ হোপ কমিউনিটি আউটরিচ" এর ন্যাশনাল সার্ভিস অর্নার গোল্ড এওয়ার্ড গ্রহণ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত, সম্মানিত বোধ করছি। এই অসাধারণ সম্মানের জন্য আমি আন্তরিকভাবে সংগঠন, পরিকল্পনা কমিটি এবং চ্যাপ্লেন কিম থমাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, এই সম্মান আমি শুধু নিজের পক্ষ থেকে গ্রহণ করছি না; আমি এটি উৎসর্গ করছি সেই সকল স্বেচ্ছাসেবক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনগুলোর প্রতি, যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের সেবায় কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মানুষের সেবা আমার কাছে কখনোই শুধু একটি দায়িত্ব নয় বরং এটি আমার ভালোবাসা, আমার অঙ্গীকার এবং আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, আমি সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরার এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে সচেতনতা ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময়, আমাদের পত্রিকা নিরলসভাবে কাজ করেছে নিউইয়র্কের বাংলা ভাষাভাষী কমিউনিটিকে সঠিক, সময়োপযোগী এবং জীবনরক্ষাকারী তথ্য পৌঁছে দিতে, যাতে মানুষ সচেতন থাকতে পারে এবং একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারে।

তিনি বলেন, আমি একজন ফেডারেল চ্যাপ্লেন হিসেবেও মানুষের পাশে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এই দায়িত্বের মাধ্যমে আমি মানুষের আধ্যাত্মিক সেবা, মানসিক সাহস এবং কঠিন সময়ে সহমর্মিতা ও উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করি। পাশাপাশি আমি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করে পারস্পরিক সম্মান, বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে বিশ্বাস করি।

শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যখন একসঙ্গে মানবসেবায় এগিয়ে আসি, তখন আমাদের ভিন্নতাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়। এই পুরস্কার আমার যাত্রার সমাপ্তি নয়; বরং এটি আমাকে আরও বেশি দায়িত্বশীলভাবে মানুষের সেবা করে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিবে।

তিনি বলেন, আমার পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী এবং যারা সবসময় আমাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সমর্থন ছাড়া আজকের এই অর্জন সম্ভব হতো না।

প্রসঙ্গত: "হ্যান্ডস এন্ড হোপ কমিউনিটি আউটরিচ" নিউইয়র্কের কমিউনিট নেতৃবৃন্দের অবদান পর্যবেক্ষণ করে এওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন প্রদান করেন। পরে জুরি বোর্ড অনুমোদন করলে একটি জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করে সংশ্লিষ্টদের হাতে ন্যাশনাল সার্ভিস অনার গোল্ড এওয়ার্ড বা প্রেসিডেন্সিয়াল এওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়।

প্রাক্তন নটরডেমিয়ানদের আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ভার্জিনিয়াস্থ আরলিংটন শহরে ৩১ অক্টোবর, ২০২৬

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ নটরডেম এলামনাই অফ্ নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে (BNDANA) সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নটরডেম কলেজ, ঢাকার প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলনী অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৬ আমেরিকার ভার্জিনিয়াস্হিত আরলিংটন শহরে । উক্ত সম্মেলনটি সফল করতে গত সোমবার (২৮ জুলাই) উত্তর আমেরিকার নটরডেম কলেজ অ্যালামনাই সম্মেলন কমিটির এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সম্মেলনটি সফল করার লক্ষ্যে করণীয় পদক্ষেপগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে পুরোনো সেই দিনের কথাচ স্মৃতিচারণে নটরডেম এলামনাইবৃন্দ সপরিবারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। যারা যারা এখনও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেন নি তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহন করতে আগ্রহী সবাইকে Bangladesh Notre Dame Alumni North America (BNDANA) এর ওয়েবসাইট https://www.bndana.org এ ক্লিক করে নিবন্ধন এবং হোটেল বুকিং করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।প্রয়োজনে (২৬৭) ২৫৫-৫৬০৫ এবং (৪১০) ৪৪০-৭০৪৬.

বাংলাদেশ থেকে কনভেনশনে যোগদানসহ স্পন্সর ও পন্য সামগ্রীর স্টল বরাদ্ধ নিতে আগ্রহীদের বাংলাদেশ টীমের সমন্বয়কারী স্থপতি মোহাম্মদ আল আমিনের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়। আগ্রহীরা তার মোবাইলেও (০১৭১১৫৩০২৯৮) যোগাযোগ করতে পারবেন।

ইতিমধ্যে নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার হেমন্তকে দেখা করে সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন বাংলাদেশ টীমের সমন্বয়কারী স্থপতি মোহাম্মদ আল আমিন । সম্মেলনটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন নটরডেমিয়ান এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মিলন মেলায় পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন আলোচকরা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

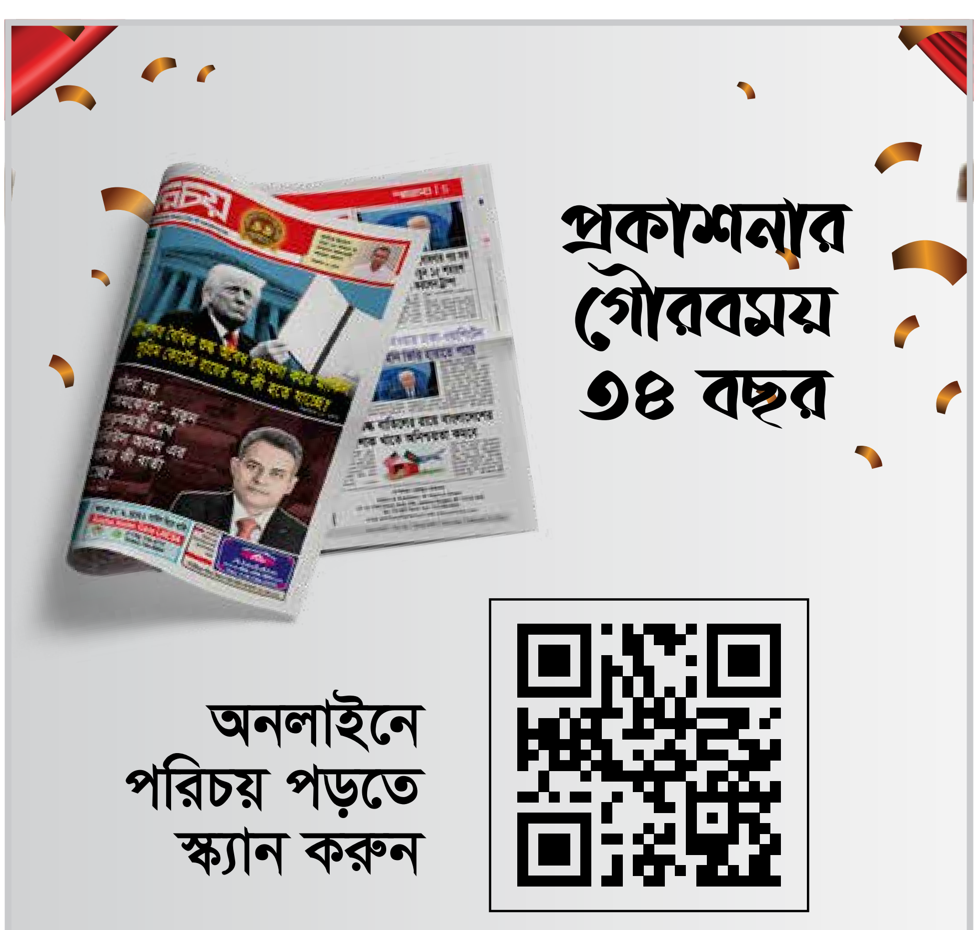

খান’স টিউটোরিয়ালের ৬৭২ জন শিক্ষার্থী শীর্ষ ২০টি কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯৯৪ সাল থেকে নিউইয়র্ক সিটি-ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের টিউটরিং ও বিভিন্ন স্ট্যান্ডারাইজড পরীক্ষা প্রস্তুতির সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ‘খান’স টিউটোরিয়াল’ তাদের শিক্ষার্থীদের কলেজ ভর্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছে।কলেজ ভর্তির বিষয়ে খান’স টিউটোরিয়ালের পরবর্তী কর্মশালাটি ৮ ও ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে হার্ভার্ডে অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানটির কাউন্সিলররা ‘কলেজ ভর্তি বিষয়ক প্রবন্ধ’ লেখার ওপর প্রশিক্ষণ দেবেন।

শুধুমাত্র ২০২৫ সালের বসন্তকালেই খান’স টিউটোরিয়াল পরিবারের ৫০১ জন সদস্য কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার কথা জানিয়েছে। পরবর্তী বছরের ফলাফলসহ এই দুই বছরে মোট ভর্তির সুযোগ পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৭২-এ । এর মধ্যে আইভি লিগ থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের শীর্ষ ২০টি কলেজ- যেমন ব্রাউন, কর্নেল, কার্নেগি মেলন, ভ্যান্ডারবিল্ট, জর্জিয়া টেক এবং এনওয়াইইউ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী কিউনি এর বিখ্যাত ‘ম্যাকলে অনার্স প্রোগ্রাম’ এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কের বিভিন্ন কলেজের অনুরূপ অনার্স প্রোগ্রামে পড়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি লাভ করেছে।

খান’স টিউটোরিয়ালের সিইও ড. ইভান খান বলেন, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে খান’স টিউটোরিয়াল এই শহরের বিভিন্ন এলাকার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। কঠোর পরিশ্রম ও ধারাবাহিক সহায়তার মেলবন্ধনে যে সাফল্য আসে, এই ফলাফলগুলো তারই প্রমাণ। এই তালিকায় থাকা প্রতিটি ভর্তির সুযোগ বা অ্যাকসেপ্টেন্স এমন কোনো শিক্ষার্থী বা দলের সদস্যের অর্জন, যারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন, কর্মশালায় নিয়মিত অংশ নিয়েছেন এবং পুরো প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রেখেছেন। আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো এদের অনেককেই আমরা দুবার দেখার সুযোগ পাই- প্রথমে শিক্ষার্থী হিসেবে যারা নিজেদের ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে এবং পরে প্রশিক্ষক হিসেবে যারা পরবর্তী ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক একই কাজ করছে। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই চক্রাকার যাত্রাই খান’স টিউটোরিয়ালের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রকৃত রূপ।

তিনি বলেন, এই ফলাফলগুলো স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে খান’স টিউটোরিয়ালের গভীর সম্পর্কের প্রতিফলন। প্রতিষ্ঠানটির এবং কোর্সের অনেক প্রশিক্ষকই নিউইয়র্ক সিটির সেই সব পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী- যেমন স্টুইভেস্যান্ট, ব্রঙ্কস সায়েন্স ও ব্রুকলিন টেক যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্তমান শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করছে।

অভিভাবকদের জন্য বিনামূল্যে কর্মশালা

কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে খান’স টিউটোরিয়াল শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের জন্য নিয়মিত বিনামূল্যে কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। এই কর্মশালাগুলোতে হাই স্কুলে ভালো ফলাফল করা এবং কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়- যার মধ্যে রয়েছে শুরু থেকেই পড়াশোনায় শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা, আকর্ষণীয় আবেদনপত্র তৈরি করা এবং আর্থিক সহায়তা বা ফিন্যান্সিয়াল এইড সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত খান’স-এর বিভিন্ন শাখার আওতাভুক্ত পরিবারগুলোর জন্য এই কর্মশালাগুলো উন্মুক্ত। শিক্ষার্থীরা খান’স-এর কোনো প্রোগ্রামে ভর্তি থাকুক বা না থাকুক, তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক ও কার্যকর দিকনির্দেশনা দেওয়াই এই কর্মশালাগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

খান’স টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপারসন ড. নাইমা খান বলেন, আমরা যখন এই কর্মশালাগুলো শুরু করি, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল খুবই সাধারণ। আমরা চেয়েছি, আমাদের কমিউনিটির কোনো পরিবারই যেন হাই স্কুল ও কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়াটি একা একা সামলাতে গিয়ে অসহায় বোধ না করে- অর্থাৎ কী প্রশ্ন করতে হবে বা পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা না জেনে যেন তাদের অন্ধকারে থাকতে না হয়।

তিনি আরও বলেন, আমরা যেকোনো শিক্ষার্থী ও পরিবারের জন্য এই সেশনগুলো উন্মুক্ত রাখি-তা তারা খান’স টিউটোরিয়ালে ভর্তি থাকুক বা না থাকুক। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, এ ধরনের দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ কেবল গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। কয়েক বছর আগে যেসব শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিল, তাদের অনেকেই আজ প্রশিক্ষক হিসেবে এগুলো পরিচালনা করছে। আমাদের কাছে এটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে- শুধু কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমেই নয়, বরং এমন একটি কমিউনিটি গড়ে তোলার মাধ্যমে যারা নিজেদের উন্নয়নে প্রতিনিয়ত বিনিয়োগ করে চলেছে।

উল্লেখ্য,১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত খান’স টিউটোরিয়াল হলো নিউইয়র্ক সিটি-ভিত্তিক একটি টিউটরিং ও পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রতিষ্ঠান, যার শহরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক শাখা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এসএইচএসএটি, এসএটি এবং কমন কোর-এর প্রস্তুতির মতো বিভিন্ন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে এবং নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরো-এর শিক্ষার্থী ও পরিবারগুলোকে সেবা প্রদান করে আসছে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

আটলান্টিক সিটিতে মেয়র মার্টি স্মল শিক্ষা বৃত্তি পেলো বাংলাদেশি আমেরিকান শিক্ষার্থীরা

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র শিক্ষা বৃত্তি পেলো বাংলাদেশি আমেরিকান শিক্ষার্থীরা ।গত ২৯ জুলাই , বুধবার বিকালে সিটির স্টিল পিয়ারে অনুষ্ঠিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে চেকের রেপ্লিকা তুলে দেন।
বুধবারই ছিল আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত বিভিন্ন কমিউনিটির দ্বাদশ শ্রেণী উর্ত্তীণ , কলেজ, মাস্টার্স ও ডক্টরেট কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বপ্নপূরনের দিন।

এদিন আটান্ন জন শিক্ষার্থী মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র শিক্ষা বৃত্তির চেকের রেপ্লিকা গ্রহণ করে , যেখানে বাংলাদেশী আমেরিকান শিক্ষার্থীদের জয়জয়কার । তাদের সবার চোখে মুখে ছিল বৃত্তি প্রাপ্তির পূর্ণতা, খুশি ও আনন্দের ঝিলিক। এবছর মোট ৫৮টি স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে, যার প্রতিটির মূল্য সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার। এর মধ্যে ৪৬ জন উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থী কলেজে অধ্যয়নের জন্য, ২ জন ট্রেড স্কুলে শিক্ষার জন্য এবং ১০ জন মাস্টার্স ও ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জনের জন্য স্কলারশিপ পেয়েছেন।
মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র শিক্ষা বৃত্তি প্রোগ্রামটি গত তিন বছর ধরে চালু আছে। এবছর চতুর্থবারের মতো এই শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা চেকের রেপ্লিকা গ্রহণের সময় তাদের অভিবাবক ও সুধীজনরা তুমুল করতালি ও উল্লাসধ্বনির মাধ্যমে তাদের অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে স্কলারশিপ কমিটির সদস্য, নগর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র শিক্ষা বৃত্তি প্রোগ্রামে বাংলাদেশী-আমেরিকান শিক্ষার্থীদের সার্বিক সাফল্যের মাধ্যমে এটাই প্রমান করে যে মেধা ও মননে তারা অন্য কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই । এই শিক্ষা বৃত্তি শিক্ষার্থীদের আমেরিকান ড্রিম বাস্তবায়নে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এতে কোনো সন্দেহই নেই। আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিহত সেনার শেষকৃত্যে বক্তব্যের অপেক্ষায়

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ওজোন পার্কের ক্যালভারি অ্যাসেম্বলি অব গড গির্জায় র্যাম্পারসাডের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডসসহ আরও কয়েকজন বক্তব্য দেন। তবে উপস্থিত থাকলেও মামদানিকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত একটি সূত্র জানায়, মামদানি নিজের প্রস্তুত করা বক্তব্য একটি ট্যাবলেটে দেখছিলেন এবং বক্তব্য দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। একে একে অন্যদের নাম ঘোষণা হলেও তার নাম আর ডাকা হয়নি। পরে তিনি ট্যাবলেট গুটিয়ে রেখে দেন। শেষকৃত্যের আয়োজনে যুক্ত একটি সূত্রের দাবি, র্যাম্পারসাডের পরিবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক হওয়ায় তারা মামদানিকে বক্তব্য দিতে চাননি। আরেকটি সূত্রের ভাষ্য, পরিবারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটিকে রাজনৈতিক বিতর্কমুক্ত রাখতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৮ বছর বয়সী সার্জেন্ট অ্যাঞ্জেল সারা র্যাম্পারসাড গত ১৭ জুলাই জর্ডানের মুওয়াফাক সালতি বিমানঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত তিন মার্কিন সেনাসদস্যের একজন ছিলেন। নিউইয়র্কের ওজোন পার্কে বেড়ে ওঠা র্যাম্পারসাড জন জে কলেজ অব ক্রিমিনাল জাস্টিস থেকে পড়াশোনা শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ না পেলেও শেষকৃত্যের জন্য প্রস্তুত করা নিজের বক্তব্য পরে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করে মামদানির কার্যালয়। সেখানে তিনি র্যাম্পারসাডের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন এবং দেশের প্রতি তার এই আত্মত্যাগ কখনো ভোলা যাবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন এবং NAVA-র নবনির্বাচিত বোর্ডের (২০২৬-২৭) দায়িত্ব গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি আয়োজিত New American voters Association (NAVA)- র এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও সংগঠনের নবনির্বাচিত বোর্ডের (২০২৬-২০২৭) দায়িত্ব গ্রহণ নতুন বোর্ডের সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে American voters Association (NAVA)- র নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ এ নিউ ইয়র্ক থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এর উপস্থিতিতে শপথবাক্য পাঠ করান কমিউনিটির দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং বিশিষ্ট

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থেকে যারা এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তাঁরা হলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি. লিউ, নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন ও স্টিভেন রাগা, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস, নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার এলিজাবেথ ক্রাউলি
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্ট ও সিভিল কোর্টের মাননীয় বিচারকবৃন্দ, নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন এলাকার ডিস্ট্রিক্ট লিডারগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এড হোমকেয়ার এর সিইও এম শাহ নেওয়াজকে ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইমিগ্রেশন

৫৬ পৃষ্ঠার পর

কাছাকাছি। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অভিবাসন আইন প্রয়োগ আরও জোরদারের নির্দেশনার পরই এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে আইস এর অভিযান শুধু কর্মস্থল বা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। বিমানবন্দর, ইমিগ্রেশন চেক-ইন অফিস, ট্রাফিক স্টপ, আদালত প্রাঙ্গণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কমিউনিটিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে বৈধ কাগজপত্র না থাকা বা অভিবাসন সংক্রান্ত জটিলতায় থাকা অনেক অভিবাসীর মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে।
বিশেষ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও অভিবাসন যাচাই কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। আইনজীবীরা পরামর্শ দিচ্ছেন, যাদের অভিবাসন মামলা চলমান বা যাদের বৈধ অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তারা ভ্রমণের আগে আইনি পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখুন।
এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন তিন লাখের বেশি হাইতিয়ান অভিবাসীর টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস) বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে এসব অভিবাসীর একটি বড় অংশ বহিষ্কারের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারেন, যদি তারা অন্য কোনো বৈধ অভিবাসন সুবিধা অর্জন করতে না পারেন।
অভিযান জোরদারের মধ্যেই গত মাসে টেক্সাস ও মেইনে পৃথক ঘটনায় আইস কর্মকর্তাদের গুলিতে দুই অভিবাসীর মৃত্যুর ঘটনাও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দুটি ঘটনাই এখনও তদন্তাধীন রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ দাবি করেছে, বর্তমান প্রশাসনের অভিযানের ফলে এখন পর্যন্ত ৩০ লাখের বেশি অবৈধ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছেন। বিভাগের তথ্যমতে, এর মধ্যে আনুমানিক ২২ লাখ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেছেন। একই সময়ে ৯ লাখ ৮৫ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে বহিষ্কার এবং ১০ লাখের বেশি অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এসব পরিসংখ্যান হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের নিজস্ব তথ্য। এগুলোর সবগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
অভিবাসন আইনজীবীদের মতে, প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসন আইন প্রয়োগের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
ফলে যাদের অভিবাসন আবেদন বিচারাধীন, যাদের টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস বা অন্যান্য অস্থায়ী সুবিধা রয়েছে, কিংবা যাদের বৈধ অবস্থান নিয়ে কোনো জটিলতা আছে, তাদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনে অভিজ্ঞ লাইসেন্সধারী ইমিগ্রেশন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1691
Saturday, August 01, 2026

যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অবদান অপরিসীম বললেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অবদান অপরিসীম বললেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ইউ.এস.-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (USBCCI)-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "Celebrating 250 Years of Service & Beyond – America 250" শীর্ষক এক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট দলীয় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং।

নিউইয়র্কের ডাবলট্রি বাই হিলটন লা গার্ডিয়া এয়ারপোর্ট-এ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং (নিউইয়র্কের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট) Keynote Speaker হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, ব্যবসায়ী নেতা, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী এবং প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট এর কড়াকড়ি আরও বেড়েছে

জুলাইয়ে "আইস" এর হাতে আটক ৪৬ হাজারের বেশি অভিবাসী

পরিচয় ডেস্ক: সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট এর কড়াকড়ি আরও বেড়েছে, আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। জুলাই মাসে দেশজুড়ে ৪৬ হাজারের বেশি মানুষকে আটক করেছে ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস), যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এক মাসে সর্বোচ্চ আটকের রেকর্ড। সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) অভ্যন্তরীণ তথ্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি সালের জুলাই মাসের আটকের সংখ্যা জুন মাসের তুলনায়ও বেশি। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে "আইস" এর হেফাজতে প্রায় ৬৮ হাজার ব্যক্তি রয়েছেন, যা সংস্থাটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ের *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

ইমিগ্রেশনের আরো খবর ১১ পৃষ্ঠায়

মেডিকেয়ার পার্ট ডি ভর্তুকি বন্ধের ঘোষণা

বাড়তে পারে মাসিক প্রিমিয়াম ও ওষুধের খরচ

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র সিটিজেন অর্থাৎ প্রবীণ নাগরিকদের প্রেসক্রিপশন ওষুধের খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বীমা ভর্তুকি কর্মসূচি বাতিল করতে যাচ্ছে। সেন্টারস ফর মেডিকেয়ার অ্যান্ড মেডিকেইড সার্ভিসেস (সিএমএস)-এর প্রশাসক মেহমেত ওজ জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির সুবিধা মূলত কর্পোরেট বীমা কোম্পানিগুলো ভোগ করছে ৷ মেডিকেয়ার পার্ট ডি নামের এই কর্মসূচিটি মূলত সরকারি স্বাস্থ্য বীমার একটি অংশ, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক কোটি প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী নাগরিক ওষুধের সুবিধা পেয়ে থাকেন। ট্রাম্প প্রশাসন গত মঙ্গলবার *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নিহত সেনার শেষকৃত্যে বক্তব্যের অপেক্ষায় থেকেও ডাক পেলেন না নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত নিউ ইয়র্ক সিটির ওজোন পার্কের বাসিন্দা আমেরিকান সেনাসদস্য সার্জেন্ট অ্যাঞ্জেল সারা র্যাম্পারসাডের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকলেও বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাননি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। বক্তব্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলেও অনুষ্ঠানজুড়ে তার নাম আর ঘোষণা করা হয়নি।

গত ৩১ জুলাই শুক্রবার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কবাসীর জন্য সুখবর, ইউটিলিটি বিলের খরচের জন্য পাওয়া যাবে ২০০ ডলারের রিবেট চেক

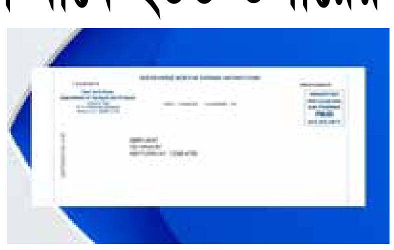

পরিচয় ডেস্ক: বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিসের খরচ বেড়ে যাওয়ায় নিউইয়র্ক স্টেটের বাসিন্দাদের আর্থিক স্বস্তি দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নমেন্ট। এই উদ্যোগের আওতায় যোগ্য বাসিন্দাদের ১০০ ডলার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২০০ ডলার পর্যন্ত রিবেট চেক পাঠানো হবে। গভর্নর ক্যাথি হোকুলের ঘোষণা করা নতুন এই 'পাওয়ার চেক' কর্মসূচির অধীনে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ডাকযোগে প্রাপকদের ঠিকানায় চেকগুলো পৌঁছে যাবে। মূলত ক্রমবর্ধমান জ্বালানি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপ কমাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে গভর্নরের কার্যালয়।

নিউইয়র্ক স্টেট কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সহায়তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে। যাঁরা ২০২৪ করবর্ষের নিউইয়র্ক স্টেট রেসিডেন্ট আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন, পুরো বছর নিউইয়র্কে বসবাস করেছেন এবং নির্ধারিত আয়ের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

নিউ জার্সিতে ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী সেজে ২৫ হাজার ডলার প্রতারণা, দুই বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সি স্টেটের রিভারসাইড টাউনশিপে ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী সেজে এক মহিলার কাছ থেকে ২৫ হাজার ডলার প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে স্থানীয় পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে চুরির অভিযোগে (থার্ড ডিগ্রি থেফট বাই ডিসেপশন) মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের নাম এমডি এন. ইসলাম (৪৮) এবং মোহাম্মদ জেড. ইসলাম (৫৮)।

রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভুক্তভোগী নারীর কম্পিউটারে একটি ভুয়া সতর্কবার্তা বা পপ-আপ আসে। সেখানে দাবি করা হয়, তার কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং সহায়তার জন্য একটি নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ওই নম্বরে ফোন করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ওয়েলস ফার্গো ব্যাংকের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। প্রতারক ভুক্তভোগীকে জানায়, তার *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*